সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৩৭

ভারত-শাস্ত্র-পিটক
সম্পাদক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.
সংখ্যা—৪

প্রবর্ত্তক
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম,

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

দ্বিতীয় খণ্ড

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই,

কর্ত্তৃক অনূদিত

লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে
২৪৩।১ অপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

[illegible]

মূল্য সদস্যগণের পক্ষে ॥০
„ সাধারণের পক্ষে ১৲

কলিকাতা
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট প্যারাগন প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

দ্বিতীয় খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যত্নে ও চেষ্টায় বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড গত ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই. মূল গ্রন্থের প্রথম পঁচিশটি পল্লবের অনুবাদ এবং ভূমিকামধ্যে মূল গ্রন্থকার কবি ক্ষেমেন্দ্রের পুত্র কবি সোমেন্দ্রের রচিত 'জীমূতবাহনাবদান' নামক অষ্টোত্তরশততম পল্লবের অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় খণ্ডে মূল গ্রন্থের পঞ্চাশ পল্লব পর্য্যন্ত অনুবাদ প্রকাশিত হইবে; কিন্তু ঊনপঞ্চাশত্তম পল্লবটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনায় তাহা গ্রন্থমধ্যে না দিয়া তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকামধ্যে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে অষ্টচত্বারিংশ পল্লব পর্য্যন্তই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইল। তৃতীয় খণ্ডে ৫০ পল্লব হইতে ৭৫ পল্লব পর্য্যন্ত হইবে এবং ৪৯ পল্লবটি তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

১৫ চৈত্র, ১৩২০ | সহকারী সম্পাদক

ষড়বিংশ পল্লবঃ।

শাক্যোৎপত্তিঃ।

वंशः स कोऽपि विपुलः कुशलानुबन्धी
यस्यानुवृत्तमुचितं गुणसंग्रहस्य ।
रत्नं विशुद्धरुचि सूचितसत्प्रकाशम्
मुक्तामयं जगदलङ्करणं प्रसूते । १ ।

যে বংশ সুন্দরচরিত্র, গুণসংগ্রহে যত্নবান্ এবং জগতের অলঙ্কার-ভূত মুক্তাময় রত্নস্বরূপ সন্তান প্রসব করে এবং ঐ রত্নের আলোকে জগৎ আলোকিত হয়, এতাদৃশ বংশই যথার্থ কুশলবান্। ১।

পুরাকালে ভগবান্ যখন কপিলবাস্তু নগরে ন্যগ্রোধারামে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন শাক্যগণ তাঁহার নিকট নিজ বংশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২।

ভগবান্ শাক্যগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী মৌদ্গল্যায়নকে এই কথা বলিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিমল জ্ঞানদৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৩।

মৌদ্গল্যায়ন জ্ঞানচক্ষুঃদ্বারা যথাযথভাবে অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া শাক্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, আপনারা শাক্যোৎপত্তিকথা শ্রবণ করুন। ৪।

পুরাকালে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইলে এবং একার্ণব আকার ধারণ করিলে, পবনসংস্পর্শে জল তরলিত হইয়াছিল। ৫।

ক্রমে ঐ জল ঘন হইয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে বর্ণ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও গন্ধময়ী ভূমি উৎপন্ন হইয়াছিল। ৬।

আভাস্বরনামক দেবগণ কর্ম্মক্ষয়বশতঃ স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া ঐ ভূমিতে তত্তুল্যবর্ণ, সত্ত্বাধিক ও বলাধিক প্রাণিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৭।

তাঁহারা তখন তীব্র তৃষ্ণায় মোহিত হইয়া অঙ্গুলীর রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, এ কারণ আহারদোষে তাঁহারা গুরু, রূক্ষ ও বিবর্ণ হইয়াছিলেন। ৮।

ক্রমে বসুন্ধরা তাঁহাদের জন্য অন্ন প্রসব করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা তমোগুণে আক্রান্ত হওয়ায় ক্রমে তাঁহাদের ক্ষেত্র, অগার ও পরিগ্রহ সমস্তই হইয়াছিল। ৯।

তৎপরে ক্ষিতির পালনের জন্য বহুজনের সম্মত মহাসম্মত নামে একজন তাঁহাদিগকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। ১০।

সমুদ্রে পারিজাতের ন্যায় মহাসম্মতের বংশে উপোষধনামে এক রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি-কুসুম কখনও ম্লান হইত না। ১১।

উপোষধের পুত্র, রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা অযোনিজ ছিলেন। ত্রিভুবনে একচ্ছত্র রাজা মান্ধাতার বংশ বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। ১২।

সহস্র শাখাবান্ মান্ধাতার বংশে কৃকি নামে এক রাজা ছিলেন। ভগবান্ কাশ্যপ তাঁহার চিত্তপ্রসাদ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৩।

কৃকির বংশে ইক্ষ্বাকু এবং ইক্ষ্বাকুর বংশে বিরূঢ়ক উপন্ন হইয়াছিলেন। বিরূঢ়ক কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রগণকে বিবাসিত করিয়াছিলেন। ১৪।

বিবাসিত বিরূঢ়ক-পুত্রগণ স্বদেশস্পৃহা ত্যাগ করিয়া এবং সকলে একত্র হইয়া মহর্ষি কপিলের আশ্রমে গিয়াছিলেন। ১৫।

তাঁহারা বাল্যভাববশতঃ উচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেন, এজন্য মহর্ষির ধ্যানের অন্তরায়স্বরূপ হওয়ায়, তিনি একটু দূরে তাঁহাদের জন্য কপিলবাস্তু নামে একটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৬।

কালক্রমে রাজা বিরূঢ়ক পুত্রবাৎসল্যবশতঃ অনুতপ্ত হওয়ায় কুমারগণকে আনিবার জন্য মন্ত্রিগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। ১৭।

মন্ত্রিগণ সকলেই রাজাকে বলিয়াছিলেন "হে রাজন্! কুমারগণ উত্তম নগর লাভ করিয়াছেন এবং সকলেরই অপত্য ও বিপুল সম্পদ হইয়াছে। এখন তাহাদিগকে আনয়ন করা অসাধ্য। ১৮।

রাজা বিরূঢ়ক কুমারগণের আনয়ন বিষয়ে শক্যাশক্যতা চিন্তা করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাদের নাম শাক্য হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে নৃপুরের বংশই বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৯।

এই বংশে পঞ্চবিংশতি সহস্র রাজা অতীত হইলে রাজা দশরথ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ২০।

দশরথের বংশে সিংহহনুনামে এক রাজা হইয়াছিলেন। রাজকুঞ্জরগণ সিংহসদৃশ পরাক্রমী রাজা সিংহহনুর আক্রমণ সহিতে পারিত না। ২১।

সিংহহনুর চারিটী পুত্র—শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন এবং চারিটী কন্যা—শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমৃতা। শুদ্ধোদনের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভগবান্ ও কনিষ্ঠ নন্দ। ২২, ২৩।

শুক্লোদনের দুই পুত্র, তিষ্য ও ভদ্রিক। দ্রোণোদনের দুই পুত্র, অনিরুদ্ধ ও মহান্। অমৃতোদনের দুই পুত্র, আনন্দ ও দেবদত্ত। শুদ্ধার পুত্র সুপ্রবুদ্ধ। শুক্লার পুত্র মালিক। দ্রোণার পুত্র ভদ্রাণি। অমৃতার পুত্র বৈশালী। ভগবানের পুত্র রাহুল। এই রাহুলেতেই শাক্য বংশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ২৪, ২৫, ২৬।

শাক্যগণ উজ্জ্বল জ্ঞানময় মৌদ্‌গল্যায়ন কর্ত্তৃক যথাবৎ কথিত নিজ-বংশ বিবরণ শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রভাবদ্বারা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ উৎকর্ষবিশেষের সম্ভাবনার পাত্র বোধ করিয়াছিলেন। ২৭।

সপ্তবিংশ পল্লবঃ।

শ্রোণকোটিবিংশাবদান।

स कोऽपि सत्त्वस्य विवेकबन्धोः
पुण्योपपन्नस्य महान् प्रभावः ।
नापैति यः कायशतेषु पुंसः
कस्तूरिकामोद इवांशुकस्य । १ ।

পুণ্যদ্বারা সম্পাদিত বিবেক ও সত্ত্বগুণের প্রভাব অনির্ব্বচনীয়, উহা পুরুষের শত শত কায়পরিবর্ত্তন হইলেও বস্ত্রসংলগ্ন কস্তূরিকামোদের ন্যায় কখনই অপগত হয় না। ১।

সমস্ত প্রাণীর সন্তাপনাশক করুণাসাগর ভগবান্ জিন যখন রাজগৃহ-নগরের বেণুবনারামে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে চম্পানগরীতে রাজা পোতল রাজ্য করিতেন। পোতলের ধনে কুবেরেরও ধনদর্প অপগত হইয়াছিল। ২, ৩।

পোতলের পুত্র বহুবিধ মনোরথযুক্ত হইয়াছিলেন। সুখসহচরী ধনসম্পদ্ অভিলষিত বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে। ৪।

রাজা পোতল শ্রবণানক্ষত্রে উৎপন্ন নিজ পুত্রের জন্মকালে প্রীতি-বশতঃ দরিদ্রগণকে বিংশতি কোটি সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন। ৫।

তখন হইতেই শিশু শ্রোণকোটিবিংশ নামে খ্যাত হইয়াছিল। সুকৃতদ্বারা বিভব যেরূপ ভূষিত হয় তদ্রূপ ঐ শিশুদ্বারা বংশ ভূষিত হইয়াছিল। ৬।

শিশুটী ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া নিজে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করায় পিতার সুখ ও বিশ্রাম সম্পাদন করিয়াছিল। ৭।

একদা তিনি সূর্য্যমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ সূর্য্যের প্রভাপুঞ্জবৎ সমুজ্জ্বল নগরে সমাগত মৌদ্গল্যায়নকে বলিয়াছিলেন। ৮।

সূর্য্যসম প্রভাবান্ আপনি কে। আপনার প্রভায় দিগন্তর প্রকাশিত হইতেছে। আপনি কি দেবরাজ ইন্দ্র বা শশাঙ্ক কিম্বা ধনপতি কুবের। ৯।

মৌদ্গল্যায়ন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। আমি দেবতা নহি। আমি দেবরাজেরও বন্দনীয় ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্য। ১০।

তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রভাবে অনেক ভোগ্যবস্তু পাইয়াছ। অতএব মহামুনি ভগবানের প্রীতিকর স্বচ্ছ পিণ্ডপাত প্রদান কর। ১১।

শ্রোণ জাতি অনুসারে সূর্য্যভক্ত হইলেও ভগবানের নাম শ্রবণ-গোচর হইবামাত্রেই তাঁহার রোমাঞ্চ উদ্গত হইয়াছিল। ১২।

যাহার যেরূপ পূর্ব্বজন্মের বাসনানুযায়ী স্বভাব থাকে, তাহা উদীরণমাত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৩।

শ্রোণকোটি ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত মনে ভগবানের জন্য দেবভোগ্য বিংশতিটী স্থালী-ভোগ পাঠাইয়াছিলেন। ১৪।

ভগবান্ অনুগ্রহবুদ্ধিবশতঃ ভক্তজনের প্রেরিত সেই সমস্ত স্থালী-ভোগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫।

ইত্যবসরে রাজা বিম্বিসার ভক্তিপূর্ব্বক রাজোচিত স্থালীভোগ গ্রহণ করিয়া স্বয়ং তথায় আসিয়াছিলেন। ১৬।

বিম্বিসার তথায় শ্রোণকর্ত্তৃক প্রেষিত ভোগের সদ্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দেবরাজ-প্রেষিত দিব্যভোগ মনে করিয়াছিলেন। ১৭।

তিনি ভগবৎপ্রদত্ত পাত্রশেষ ভক্ষণ করিয়া এবং শ্রোণকর্ত্তৃক প্রেষিত ভোগের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৮।

অতঃপর রাজা বিম্বিসার ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া নিজ রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক তদীয় দিব্য সম্পদের বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। ১৯।

তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, নিজে গিয়াই মহাযশাঃ শ্রোণের সহিত দেখা করা উচিত। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সচিবগণকে যাত্রার উদ্যোগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ২০।

নীতিজ্ঞ রাজা পোতল বিম্বিসারকে স্বয়ং আগমনোদ্যত জানিতে পারিয়া নিজপুত্র শ্রোণকোটিকে একান্তে বলিয়াছিলেন। ২১।

হে পুত্র! বর্ণাশ্রমগুরু রাজা বিম্বিসার স্বয়ং তোমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। তোমার এরূপ উৎকর্ষ সদোষ বলিয়া বোধ হইতেছে। ২২।

রাজগণ পক্ষপাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন্ এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা গুণচ্যুত বাণের ন্যায় অবিলম্বে লক্ষ্যভূত জনকে আঘাত করেন্। ২৩।

অতিশয় উন্নত হইলে ভৃত্যগণও তাহাকে বিদ্বেষ করে। অভিমানসার রাজগণের ত বিদ্বেষপাত্র হইবেই তাহা বলা বাহুল্য। ২৪।

রূপ, বয়স, সৌভাগ্য, প্রভাব, বিভব ও বিদ্যাবিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে লোকে নিজপুত্রেরও উৎকর্ষ সহ্য করে না। ২৫।

হে পুত্র! লোকমাত্রেই যখন বিদ্বেষময় তখন নিজের কিছু গুণ থাকিলে উহা আচ্ছাদন করিয়া রাখাই উচিত। তাহা হইলে কোন বিপদ হয় না। পদ্ম নিজগুণ (অন্তঃস্থসূত্র) আচ্ছাদিত রাখিয়াছে বলিয়া তীক্ষ্ণরুচি সূর্য্যেরও প্রিয় হইয়াছে। ২৬।

উদ্ধত লোক কাহার না দ্বেষ্য হয় এবং প্রণত লোক কাহার না প্রিয় হয়। বায়ু স্তব্ধ বৃক্ষকে উৎপাটিত করে, কিন্তু নম্রবৃক্ষকে রক্ষা করে। ২৭।

রাজা বিম্বিসার যদিও স্বয়ং আসিবেন, কিন্তু তোমারই সেখানে গিয়া দেখা করা উচিত। এ বিষয়ে তোমার দর্পজনিত মোহ হইলে উহা মঙ্গলজনক হইবে না। ২৮।

অতএব তুমি স্বয়ং গিয়া নমস্য রাজাকে প্রণাম কর। এবং নক্ষত্ররাশিসদৃশ এই হারটী উপহার প্রদান কর। ২৯।

শ্রোণকোটি পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া নৌকারোহণে রাজা বিম্বিসারের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ৩০।

তিনি বিম্বিসারের রাজধানীতে আসিয়া ও রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক লক্ষ্মীর হর্ষহাসস্বরূপ সেই হারটী প্রদান করিয়াছিলেন। ৩১।

রাজা বিম্বিসার হেমরোমে অঙ্কিতচরণ শ্রোণকোটিকে স্বয়ং সমাগত দেখিয়া বিস্ময়বশতঃ স্নিগ্ধনয়নে বলিয়াছিলেন। ৩২।

অহো তুমি কি পুণ্যবান্ ও সত্ত্বসম্পন্ন। তোমার দর্শনমাত্রেই আমার মনোবৃত্তি প্রসন্ন হইতেছে। ৩৩।

ঐশ্বর্য্য গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুখ ঐশ্বর্য্য হইতেও উত্তম। আরোগ্য সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাধুসঙ্গ আরোগ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৩৪।

হে সাধো! তুমি কি বেণুকাননবাসী ভগবান্‌কে দেখিয়াছ। আমার মতে তাঁহার পাদপদ্মযুগল তোমার দেখা উচিত। ৩৫।

অনুরক্ত রাজা বিম্বিসার সৌজন্যবশতঃ এই কথা বলিলে শ্রোণকোটিবিংশও প্রণয়সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৩৬।

হে দেবদেব! আপনার এই অতুলনীয় ও কল্যাণকর প্রসাদ লাভ করায় অধুনা আমার ভগবদ্দর্শনে যোগ্যতা হইয়াছে। ৩৭।

শ্রোণকোটি এই কথা বলিলে মর্য্যাদাভিজ্ঞ রাজা বিম্বিসার ভগবানের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার সহিত পদব্রজেই গমন করিয়াছিলেন। ৩৮।

শ্রোণের জন্মদিন হইতেই কখনও পৃথিবীতে পাদস্পর্শ হয় নাই। এ জন্য ভৃত্যগণ প্রস্থানমার্গ মহামূল্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিল। ৩৯।

শ্রোণকোটি ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিনয়বশতঃ এবং রাজার গৌরবের জন্য যেন লজ্জিত হইয়া ভৃত্যগণকে আচ্ছাদন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ৪০

তিনি বস্ত্রাচ্ছাদন বারণ করিলে পর পৃথিবী স্বয়ং দিব্যবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। পুণ্যবান্‌গণের সম্পদ বিনা প্রযত্নে সাধিত হয়। ৪১।

শ্রোণকোটি দিব্যবস্ত্র অপসৃত করিয়া ভূমিতে পদক্ষেপ করিলে শৈল, বন ও সাগরসহ সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়াছিল। ৪২।

তৎপরে তিনি রাজার সহিত জিনাশ্রমে গমন করিয়া ভগবান্‌কে বিলোকনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। ৪৩।

ভগবান্ সম্মুখোপবিষ্ট ও আলোকনামৃতলাভে হৃষ্ট শ্রোণকোটিকে শান্তি ও বিবেকদ্বারা অভিষেচন করিয়াছিলেন। ৪৪।

ভগবান্ তাঁহার আশয়, অনুশয়, ধাতু ও প্রকৃতি বিচার করিয়া সত্যদর্শনোদ্দেশে ধর্ম্মদেশনা করিয়াছিলেন। ৪৫।

ভগবানের ধর্ম্মোপদেশে স্রোতঃপ্রাপ্তিপদপ্রাপ্ত শ্রোণকোটির বিংশতিশৃঙ্গসমন্বিত সৎকায়দৃষ্টি অর্থাৎ দেহাত্মজ্ঞানরূপ শৈল জ্ঞানরূপ বজ্রদ্বারা নির্ভিন্ন হইয়াছিল। ৪৬।

তৎপরে সহসা শ্রোণকোটির সম্মুখে প্রবজ্র্যা স্বয়ং উপস্থিত হইলে রাজা বিম্বিসার বিস্মিত হইয়া ভগবান্‌কে প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। ৪৭।

শ্রোণকোটি কঠোরভাবে ব্রতচর্য্যা করিলেও বাসনাবশেষের সংস্কারবশতঃ একদা তাঁহার বন্ধুগণ ও সুখভোগের কথা স্মরণ হইয়াছিল। ৪৮।

ভগবান্ সুখস্মৃতিবশতঃ লজ্জিত শ্রোণকোটিকে আহ্বান করিয়া হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন যে তুমি সংলীনচেতাঃ হইলেও তোমার এরূপ সুখচিন্তা হইল কেন। ৪৯।

বীণার তন্ত্রী বিশ্লিষ্ট বা অত্যন্ত কৃষ্ট হইলে উহা বিস্বর হয়, কিন্তু সমান হইলেই মধুরস্বর হয়। অতএব সাম্য আশ্রয় করা উচিত। ৫০।

ভগবানের এইরূপ আদেশে শ্রোণকোটি সর্ব্বপ্রাণীতে সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং অনুতাপবর্জ্জিত হইয়া বিমলজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ৫১।

শ্রোণকোটির এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভিক্ষুগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন। ৫২।

শ্রোণের জন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মের কথা শ্রবণ কর। পুণ্যহীন জনের কখনই অদ্ভুত সম্পদ লাভ হয় না। ৫৩।

পুরাকালে ভগবান্ সম্যক্‌সংবুদ্ধ বিপশ্যীনামক সুগত পরিক্রমণ-চ্ছলে বন্ধুমতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। ৫৪।

তত্রত্য পুণ্যবান্ জনগণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তিনিও অনুচরগণসহ বারক্রমে তাহাদের গৃহে গিয়াছিলেন। ৫৫।

তৎপরে ইন্দ্রসোম-নামক একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান বারপ্রাপ্ত হইয়া যত্ন সহকারে তাঁহার যোগ্য ভোজন আয়োজন করিয়াছিলেন। ৫৬।

তিনি মহাপ্রযত্নে বস্ত্রদ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া বিনীতভাবে ভক্তিদ্বারা পবিত্রিত ভোজ্য তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। ৫৭।

সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণই ভোগে প্রণিধান করায় এখন মহাধনবান্ ও সুবর্ণ-রোমাঙ্কিতচরণ দেবতুল্য শ্রোণকোটিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৫৮।

ইঁনি কখনও বস্ত্ররহিত ভূমি স্পর্শ করেন নাই, এজন্যাই ইহাঁর চরণস্পর্শে পৃথিবীর কম্প হইয়াছিল। ৫৯।

ভিক্ষুগণ প্রণিহিতচিত্তে ভগবানের এইরূপ সুধাবৎ শুভ্র দশন-ময়ুখের ন্যায় স্বভাবের উন্মেষক বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থির কুশল লাভের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। ৬০।

অষ্টাবিংশ পল্লবঃ।

ধনপালাবদান।

दौर्जन्याद्दुःसहविशालखलापकारैः
नैवाशये विकृतिरस्ति महाशयानाम् ।
व्यालोलवासुकिविमर्दाकुलितोऽपि सिन्धुः
नैवोत्ससर्ज हृदयादमृतस्वभावम् । १ ।

দৌর্জন্যবশতঃ দুঃসহ ও বিপুল খলজনের অপকারদ্বারা মহামনাঃ জনগণের অন্তরে কোনই বিকার হয় না। ক্ষীরসাগর বাসুকিবেষ্টিত মন্দর পর্ব্বতদ্বারা আলোড়িত হইলেও নিজ হৃদয় হইতে অমৃতস্বভাব ত্যাগ করেন নাই (অর্থাৎ তাহাতেও অমৃত দান করিয়াছেন)। ১।

পুরাকালে ভগবান্ বুদ্ধ যখন রাজগৃহনগরের বেণুকাননমধ্যবর্ত্তী কলন্দকনিবাসনামক বিহারে বিহার করিতেছিলেন। সেই সময়ে বিম্বিসার-পুত্র রাজা অজাতশত্রু নিজ নিস্ত্রিংশদ্বারা শত্রুগণকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন। ২, ৩।

শাক্যবংশীয় দেবদত্ত তাঁহার সুহৃৎ ছিলেন। দেবদত্তের ক্ষুদ্র-মন্ত্রণায় তিনি বেতালের ন্যায় উৎকটস্বভাব হইয়াছিলেন। ৪।

একদিন দেবদত্ত সুখোপবিষ্ট রাজাকে বলিয়াছিলেন। হে রাজন্! আমি যে উদ্দেশ্যে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি তাহা এখনও সফল হয় নাই। ৫।

পরস্পরের মনোরথ রক্ষা করাই মিত্রশব্দের অর্থ। মিত্রগণের মধ্যে কোনরূপ মিথ্যাচার নাই। মিত্রের নিকট স্বাধীনতা ও পরাধীনতা উভয়ই সুখকর। ৬।

এই যে শাক্যবংশীয় শ্রমণটী সুখে বেণুবনমধ্যে বাস করিতেছে। উহাকে হত্যা করিয়া আমি দেববন্দিত তদীয় পদ পাইতে ইচ্ছা করি। ৭।

যে মিত্র দ্বারা শত্রুক্ষয় করা যায় না। যশোলাভ করা যায় না এবং মান বৃদ্ধি হয় না এরূপ মিত্রের আবশ্যক কি। ৮।

অতএব, এই নগরবাসী মহাধন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কল্য প্রাতে ঐ দাম্ভিক শ্রমণ ভিক্ষুগণসহ পুরমধ্যে আসিবে। রাজমার্গে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার সম্মুখে ক্রোধান্ধ ধনপাল-নামক হিংস্র হস্তীকে ছাড়িয়া দিতে অনুমতি কর। ৯, ১০।

দেবদত্ত এইকথা বলিলে মিত্রবৎসল রাজা বুদ্ধের প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া কিছুই উত্তর দিলেন না এবং অধোমুখ হইয়া রহিলেন। ১১।

রাজার সৌহার্দ্দলাভে দুর্দ্দান্ত দেবদত্ত তথা হইতে নির্গত হইয়া মহামাত্রকে পারিতোষিক স্বরূপ নিজ হারটী প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিল যে প্রাতঃকালে ভিক্ষুগণবেষ্টিত একটী শ্রমণ পুরমধ্যে আসিবে। তুমি তাহার সম্মুখে ক্ষিপ্তহস্তীটী চালনা করিবে। রাজা এই কথা বলিয়াছেন। ১২, ১৩।

মহামাত্র দেবদত্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" এই কথা বলিয়াছিল। মূর্খগণ মেষদলের ন্যায় প্রায়ই গতানুগতিক হইয়া থাকে। ১৪।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পাপমতিদিগের সেইরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াও পঞ্চশত ভিক্ষুগণসহ প্রাতঃকালে তথায় আসিয়াছিলেন। ১৫।

অতঃপর হস্তিপককর্ত্তৃক চালিত ক্রোধান্ধ হিংস্রহস্তী শুণ্ডদ্বারা মহাবৃক্ষ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। ১৬।

হস্তীটী পরিচয় বা তীক্ষ্ণ অঙ্কুশেরও আয়ত্ত ছিল না। সে খলস্বভাব বিদ্বানের ন্যায় বিদ্বেষপরায়ণ ও মদদ্বারা মলিনীকৃত ছিল। ১৭।

দুষ্ট প্রভু যেরূপ কর্ণচাপল অর্থাৎ পরের কুমন্ত্রণায় সেবাসক্ত ভৃত্যগণের প্রাণ নাশ করে, তদ্রূপ হস্তীটী কর্ণচাপল অর্থাৎ কাণের ঝাপটায় নিজকপোলস্থিত ভৃঙ্গগণের প্রাণনাশ করিতেছিল। ১৮।

বৃক্ষগণের উৎপাটনকারী, মন্দরপর্ব্বতোপম সেই হস্তীটী বিদ্রুত হইলে সহসা জনগণের মধ্যে হাহাকার শব্দ হইয়াছিল। ১৯।

ঐ হস্তীর কর্ণচালনায় সমুদ্গত বায়ুদ্বারা উড্ডীন সিন্দূরচূর্ণে পরিপূর্ণ রাজমার্গ ভীত বধূগণের পরিচ্যুত রক্তবস্ত্রে সংচ্ছাদিতবৎ পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। এবং উহার উদ্দণ্ড শুণ্ডের প্রচণ্ডশব্দে ভয়-বিহ্বল দিগ্বধূগণের বিলোল অলকের ন্যায় পরিদৃশ্যমান ভ্রমরগণের ঝঙ্কারের সহিত মহাসংভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। ২০।

লোকগণ নগরের প্রমথনে ব্যথিত ও কোলাহলাকুল হইলে প্রমত্ত-বুদ্ধি দেবদত্ত মহাপ্রাসাদে আরোহণ করিয়াছিল। ২১।

দেবদত্ত হস্তীকর্ত্তৃক ভগবানের নিগ্রহ দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল। মাতঙ্গ গুণসম্পন্ন মহাবৃক্ষের উন্মূলনেই তুষ্ট হয়। ২২।

ভিক্ষুগণ সকলেই গজভয়ে বিদ্রুত হইলে কেবলমাত্র ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের নিকট বিদ্যমান ছিলেন। ২৩

তখন ভগবানের কর হইতে পাঁচটী সিংহ নির্গত হইয়াছিল। তাহাদের ভীষণ জটাভার যেন ভগবানের নখাংশুদ্বারাই রচিত হইয়া-ছিল। ২৪।

হস্তী দর্পরূপ অপস্মারের নাশক সিংহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগপূর্ব্বক সহসা পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। ২৫।

দর্পহীনতাপ্রাপ্ত হস্তী অতিবেগে ধাবিত হইয়া দশ দিক্ অগ্নি-বেষ্টিতবৎ বিলোকন করিয়াছিল। ২৬।

ঐ হস্তী ত্রিজগৎ প্রজ্বলিত বহ্নিজালে ব্যাপ্ত দেখিয়া ভগবানের শীতল পাদপদ্মসমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। ২৭।

হস্তীটী নিজ দেহ সঙ্কুচিত করায় সৌম্যমূর্ত্তি হইয়াছিল। তাহার মনে চিন্তার উদ্রেক হওয়ায় মুখকান্তি হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাব্যয়সাধ্য উৎসবকালে লোভান্ধ ব্যক্তি যেরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে তদ্রূপ হস্তীটীও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। পরিতাপবশতঃ তাহার গতি স্খলিত হইয়াছিল। তদীয় গণ্ড হইতে মদধারা বিহীন হওয়ায় মধুপগণ কোলাহল করিতেছিল। এবং শুণ্ডটী নিম্নমুখ করায় যেন উহা ভারবৎ বোধ হইতেছিল। ২৮।

কারুণ্যসাগর শাস্তা ভীত ও পাদমূলে সমাগত হস্তীকে চক্র ও স্বস্তিক চিহ্নাঙ্কিত নিজ করদ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন। ২৯।

ভগবান্ জিন তদীয় কুম্ভে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন। পুত্র! তুমি নিজ কর্ম্মদোষে এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছ। ৩০।

তোমার এই মাংসময় পর্ব্বতাকার দেহ বিবেকরূপ আলোকের আচ্ছাদক জলদস্বরূপ এবং মোহময় ভারস্বরূপ। ইহা তোমার পাপবশতঃ উপস্থিত হইয়াছে। ৩১।

করুণাময় ভগবান্ এই কথা বলিলে ভীত গজ আশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া আলানে লীন ও নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩২।

দেবদত্তের সংকল্প ও মহোৎকট গজ উভয়ই ভগ্ন হইলে জনগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নির্বিঘ্নে হর্ষ করিতে লাগিল। ৩৩।

তৎপরে ভগবান্ ভিক্ষুগণসহ গৃহপতির গৃহে ভোজ্য প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ বাসস্থান বেণু কাননে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ৩৪।

গজেন্দ্রও জিনের চরণপদ্মের নিকট আগমন করিয়া এবং শুণ্ডদ্বারা তদীয় চরণ স্পর্শ করিয়া হস্তিদেহ ত্যাগ করিয়াছিল। ৩৫।

সেই হস্তী সহসা চতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বিশদকান্তিসম্পন্ন হইয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিল।

সে প্রদীপ্ত মণিকুণ্ডলে শোভিত হইয়া নিজাশ্রমস্থিত ভগবানের নিকট আগমনপূর্ব্বক সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়াছিল। ৩৭।

তাহার কেয়ূর ও মুকুটের প্রভায় পিঞ্জরিত মেঘরাজি যেন ইন্দ্রধনুর্ব্যাপ্তবৎ বিরাজিত হইয়াছিল। ৩৮।

সে ক্ষীণপাপ হইয়া বিনয়সহকারে শাস্তার সম্মুখে উপবেশন করিয়া এবং সত্ত্বশুভ্র দিব্যপুষ্প বিকীরণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল। ৩৯।

ভগবন্! আপনার পাদপদ্মস্পর্শে আমার দুর্দ্দশা, দুঃখ ও সন্তাপ দূর হইয়াছে, এখন আমি সন্তোষশালী হইয়াছি। ৪০।

ভগবন্! আপনার সুধাবর্ষণকারিণী ও স্নিগ্ধমধুরা দৃষ্টি শান্তিগুণে শ্লাঘ্যা ও বিপদরূপ বিষদোষের প্রশমনকারিণী। আপনার দৃষ্টিস্পর্শে পশুও প্রখর বিকারসমূহ পরিত্যাগ করিয়া এবং মোহহীন হইয়া অন্তরে শান্তি অনুভব করে। ৪১।

সে এই কথা বলিলে ভগবান্ তাহার ভবশান্তির জন্য সত্যদর্শনদ্বারা সংশুদ্ধা ধর্ম্মদেশনা অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশ বিধান করিয়াছিলেন। ৪২।

সে নিজ মুকুটস্থিত মুক্তানিকরের কিরণে শুভ্রবর্ণ মস্তকদ্বারা যেন সংসারভ্রমণকে উপহাস করিয়া শাস্তার চরণপ্রান্তে প্রণামার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। ৪৩।

অতঃপর সে মুখচন্দ্রের আলোকে নভস্তল আলোকিত করিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেল। ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ৪৪।

এই ব্যক্তি পূর্ব্বকল্পে কাশ্যপ নামক শাস্তার শাসনে প্রব্রজিত হইয়াও শিক্ষাপদে হতাদর হইয়াছিল। ৪৫।

সেই অনাদরবশতঃ কুঞ্জরতাপ্রাপ্তি ও সজ্ঘসেবাবশতঃ ভোগলাভ এবং সত্যদর্শনবলে অন্তে আমার শাসন লাভ হইয়াছে। ৪৬।

চৈতন্যসম্পন্ন কোন প্রাণীরই পূর্ব্বজন্মবিহিত কর্ম্মসম্বন্ধ, ভক্তি বা ভোগ দ্বারা নিবর্ত্তিত হয় না। ৪৭।

সেই ঘোর বিপদ্‌কালে সমস্ত ভিক্ষুগণই আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কেবল আনন্দ ত্যাগ করে নাই তাহার কারণ শুন। ৪৮।

পুরাকালে শশাঙ্কশীতনামক সরোবরে পূর্ণমুখ ও সুখনামে দুইটী রুচিরাকার হংসসহোদর বাস করিত। ৪৯।

একদা পূর্ণমুখ বারাণসী নগরীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের ব্রহ্মবতীনামে রমণীয় পুষ্করিণীতে গমন করিয়াছিল। ৫০।

সে তথায় বিলোল পদ্মের কিঞ্জল্কে পিঞ্জরিত হইয়া পঞ্চশত হংসসহ সরোজিনীতে বিহার করিতেছিল। ৫১।

পূর্ণমুখ পূর্ব্বপুণ্যফলে উজ্জ্বল রূপসম্পন্ন ছিল, এজন্য জনগণ নিজকার্য্য ত্যাগ করিয়াও নিশ্চলনয়নে তাহাকে বিলোকন করিত। ৫২।

রাজা সরোবরস্থিত হংসের কথা শুনিয়া তাহার দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য নিপুণ জালজীবিগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৫৩।

নলিনীর লীলাস্মিতবৎ শুভ্রবর্ণ সেই হংস গৃহীত হইলে অন্যান্য পঞ্চশতসংখ্যক হংসগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করিয়াছিল। ৫৪।

কেবল একটী হংস সৌজন্যবশতঃ বদ্ধ না হইয়াও দৃঢ়বন্ধের ন্যায় তাহার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া ও তাহার জন্য ব্যথিত হইয়া তথায় বর্ত্তমান ছিল। ৫৫।

তৎপরে রাজা জালিকগণ কর্ত্তৃক আনীত সেই রাজহংস ও স্নেহবদ্ধ দ্বিতীয় হংসকে বিস্ময়সহকারে বিলোকন করিয়াছিলেন। ৫৬।

আমিই সেই পূর্ণমুখ নামে হংস ছিলাম। আনন্দ আমার অনুগ ছিলেন। এবং সেই পঞ্চশত হংসই অদ্য ভিক্ষুরূপে উৎপন্ন হইয়া আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৫৭।

পূর্ব্বকালে বারাণসীতে তুষ্টিনামে এক রাজা ছিলেন। জনগণ তদীয় যশঃ নিজমনঃপট্টে লিখিত করিয়া রাখিতেন। ৫৮।

সহস্রজনের সহিত যোদ্ধা, মহাবল করদণ্ডীনামে একজন বিখ্যাত দাক্ষিণাত্য বীর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তিনিই সংগ্রামে অগ্রে যাইতেন। ৫৯।

একদা ঘোর সমর উপস্থিত হইলে পঞ্চশত অমাত্য রাজাকে ত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু করদণ্ডী তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। ৬০।

আমিই সেই রাজা তুষ্টি ছিলাম। এই ভিক্ষুগণ পঞ্চশত সচিবরূপী ছিল। সেই করদণ্ডীই এখন আনন্দরূপে উৎপন্ন হইয়া আমাকে ত্যাগ করে নাই। ৬১।

অন্য জন্মেও আমি এক সিংহ ছিলাম এবং একমাসকাল কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম। আমার ভৃত্য শৃগালগণ আমাকে উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহারাই এই সকল ভিক্ষুরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ৬২।

একটী মাত্র জম্বুক দীর্ঘকাল নখদ্বারা খনন করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল। সেই জম্বুকই আমার অনুগ আনন্দ। ৬৩।

পুরাকালে একটী মৃগযূথপতি কূটপাশে নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার অনুচরগণ লুব্ধক আগমন করিলে পলায়ন করিয়াছিল। ৬৪।

তাহার অনুরক্তা মৃগী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সে তাহার প্রীতি-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া নিস্পন্দভাবে নয়নজল পরিত্যাগ করিতেছিল। ৬৫।

অতঃপর মৃগী সমাগত লুব্ধককে মৃগবধে উদ্যত দেখিয়া বলিয়াছিল যে, অগ্রে বাণদ্বারা আমার জীবন হরণ কর। ৬৬।

লুব্ধক হরিণীর এইরূপ স্পষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়া ও তদীয় স্নেহ বিলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল এবং প্রীতিসহকারে হরিণ ও হরিণী উভয়কেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। ৬৭।

আমিই সেই মৃগযূথপতি ছিলাম। এবং আনন্দ সেই কুরঙ্গিকা ছিলেন। এই সেই পূর্ব্বপ্রীতির সম্বন্ধ আমাদের বরাবর সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। ৬৮।

ভিক্ষুগণ সকলেই ভগবান্ স্নুগতের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন। এবং আনন্দপূর্ণ ও প্রভাবিমণ্ডিত আনন্দের মুখারবিন্দ সস্পৃহভাবে বিলোকন করিয়াছিলেন। ৬৯।

ঊনত্রিংশ পল্লবঃ।

কাশীসুন্দরাবদান।

जयति स सत्त्वविशेषः सत्त्ववतां सर्व्वसत्त्वसुखहेतुः।

देहदलनेऽपि शमयति कोपाग्निं शान्तिमुख्यं यः॥ १॥

সর্ব্বপ্রাণীর সুখের কারণভূত সত্ত্বশালিগণের সেই অপূর্ব্ব সত্ত্বগুণ জয়যুক্ত হউক। যাহা দেহ দলন হইলেও কোপাগ্নিকে প্রশান্ত করিয়া শান্তিকেই প্রধান করে। ১।

ভগবান যখন সম্মুখবর্ত্তী ভিক্ষু কৌণ্ডিন্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে-ছিলেন, তখন প্রসঙ্গক্রমে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিয়াছিলেন। ২।

বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের কাশীসুন্দর ও কালভূনামে দুইটী পুত্র ছিল। যৌবরাজ্যপ্রাপ্তির যোগ্য কুমার কাশীসুন্দর রাজ্যকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মময় বিবেচনা করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন্। ৩, ৪।

যৌবন ক্ষণস্থায়ী। জীবন তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল। রাজ্য স্বপ্নদৃষ্ট বিবাহোৎসবের ন্যায়। এ সমস্তই মোহমূলক। এ সকলে আমার মতি নাই। ৫।

রাগ ও প্রলাপবহুল, মায়া ও মোহময় এবং বেশ্যার রোদনের ন্যায় নিঃসার এই সংসারমধ্যে কিছুই সত্যতা নাই। এজন্য নিষ্পাপ জনগণ প্রব্রজ্যাদ্বারা অগার হইতে অনগারিক হয়েন। খড়্গচালনা-বৃত্তিতে সংসক্ত বিভূতির প্রয়োজন কি? । ৬, ৭।

বিবেক দ্বারা বিমলাশয় রাজপুত্র এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং অরণ্যগমনে উৎসুক হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন। ৮।

হে রাজন্! এই সকল সম্ভোগদ্রব্য আমার উপযুক্ত নহে। অতএব যৌবরাজ্যাভিষেকের যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা নিবারণ করুন। ৯।

হে পিতঃ! ক্রোধাগ্নিদ্বারা সন্তপ্তা ও বন্ধভয় এবং আয়াসের জননী এই সমস্ত রাজসম্পদ আমার অভিমত নহে। ১০।

ক্রূরতর আচরণবহুল এই রাজসম্পদ্ প্রজ্বলিত শ্মশানাগ্নির শিখার ন্যায় কাহার না উদ্বেগ সম্পাদন করে। ১১।

রাজচ্ছত্রে সংরক্ষিত ও চামরবায়ুদ্বারা লোলভাবপ্রাপ্ত রাজগণ গর্ব্বে মত্ত হইয়া পাতকরূপ গর্ত্তে পতিত হয়। ১২।

কোমল ভোগ ও কোমল বস্ত্র অভ্যাস করিয়া কোমল ভাবপ্রাপ্ত রাজগণের দেহে পর্য্যন্তকালে বজ্রবৎ কঠোর ক্লেশ নিপতিত হয়। ১৩।

চিন্তাবশতঃ সতত সন্তপ্ত ও উন্মত্তপ্রায় প্রলাপকারী, রাজ্যরূপ জ্বরে আক্রান্ত রাজগণের মোহ ও মূর্চ্ছা নিবৃত্তি হয় না। ১৪।

সর্পগণ যেরূপ বক্রগামী, রত্নভূষিত, ছিদ্রান্বেষী ও পরহিংসাপরায়ণ তদ্রূপ রাজগণও বক্রস্বভাব, রত্নোজ্জ্বল ও ছিদ্রদর্শী হইয়া থাকেন, এবং অন্যকে বধ করাই তাহাদের প্রধান কার্য্য। ১৫।

লক্ষ্মী শত শত রাজবংশের উচ্ছিষ্ট হইলেও রাজগণ তাঁহাকে অনন্যগামিনী বলিয়া মনে করেন। এ জন্যই যেন রাজলক্ষ্মী হার ও চামর চ্ছলে হাস্য করেন। ১৬।

লক্ষ্মী মোহমুগ্ধ অতীত রাজগণের কথা স্মরণ করিয়া ব্যজনচ্ছলে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেন এবং মুক্তামালাচ্ছলে অশ্রুধারা ত্যাগ করেন। ১৭।

অতএব আমি প্রব্রজ্যাদ্বারা জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সন্তোষরূপ শীতল ছায়ামণ্ডিত ও সন্তাপনাশক বনে গমন করিব। ১৮।

সংসারপথের পান্থ, অবিশ্রান্ত জনগণের পক্ষে এই বিনশ্বর দেহই বহন করা কঠিন। রাজ্যভারের কথা আর কি বলিব ।১৯।

রাজা পুত্রের এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রব্রজ্যার কথা শুনিয়া চকিত ও ভীত হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন ।২০।

পুত্র! এই রাজবংশ ও মহৎ সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির জন্য একমাত্র তোমাতেই আমি আশা করি এবং আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি ।২১।

হে বৎস! এরূপ সময়ে তুমি আমার সংকল্প ভঙ্গ করিও না তোমার এই কান্তিসম্পন্ন যৌবনকালে বনগমন উচিত নহে ।২২।

যাহারা সৎমন্ত্রণায় অভ্যাসবান্, সাধুদর্শনে আসক্ত এবং সর্ব্বত্র জিতেন্দ্রিয় এরূপ রাজগণের রাজ্যরক্ষা করাই তপস্যা বলিয়া গণ্য হয় ।২৩।

পদ্ম নিজ স্থানে থাকিয়াও নিঃসঙ্গভাবে জলে অবস্থান করে এবং অশোকবৃক্ষ বনে থাকিলেও কামিনীগণের চরণাঘাত প্রাপ্ত হয় দেখা যায় ।২৪।

যখন গৃহসুলভ ভোগদ্বারা সাময়িক বিরক্তিভাব হয় তখনই ক্ষণ-কালের জন্য বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিতে পারা যায় ।২৫।

লোকে সুখ ও স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হয় কিন্তু অভ্যস্তভোগের অভাবজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না।২৬।

গৃহে অক্লেশে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করা যায় এবং স্মরণ করাও যায় কিন্তু বনে গেলে নিজেও শুষ্ক হয় এবং শ্রবণ ও স্মরণ কার্য্যও শুষ্ক হয় ।২৭।

বনে বাস করিলে কুশাগ্রদ্বারা চরণ বিদ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই ক্ষত থাকে এবং উহা হইতে অনবরত রক্তস্রাব হয়। পরলোকে ইহা অপেক্ষা অধিক কি দুঃখ হইবে ।২৮।

তপস্বীরা অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়া ভোগিজনকে দেখিয়া ঈর্ষা করে এবং প্রেতের ন্যায় সদাই পরদত্ত বস্তু আহার করে । ২৯।

হে পুত্র ! বনে বাস করা ও ধূলিদ্বারা দেহ আচ্ছাদন করা দুই সমান। ব্রহ্মচর্য্যপালন করা সমুদ্রশোষণের ন্যায় দুঃসাধ্য । ৩০।

বনমুখ প্রায়শঃই দাবাগ্নির ধূমরূপ বিকট ভ্রূকুটীদ্বারা ভীষণ। বনে যে সকল গুহা-গৃহ আছে তাহাও কৃকলাস ও পেচকাদির বাস-স্থান। বনস্থলী সততই সিংহকর্ত্তৃক হত দ্বিরদগণের রক্তে লোহিত-বর্ণই থাকে। গৃহ ত্যাগ করিয়া এরূপ বনস্থলীতে কাহার সন্তোষ হইতে পারে । ৩১।

পূর্ণকাম ব্যক্তি সংযম ইচ্ছা করে। সংযমী ব্যক্তি শ্যামা নারীর রতি স্মরণ করে। ভোজনে তৃপ্তজন তীব্রতর ব্রত করিতে ইচ্ছা করে। ক্ষুধিতজন ভক্ষ্যদ্রব্য ইচ্ছা করে। একাকী জন লোকসমাগম ইচ্ছা করে। জনসমাগমে উদ্বিগ্ন জন বনে বাস করিতে চাহে। অনেকেই কোনরূপ অবমান প্রাপ্ত হইয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনে গিয়াও পুনশ্চ গৃহান্বেষণে তৎপর হয় দেখা যায় । ৩২।

হে পুত্র ! আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার বনে যাওয়া উচিত হয় না। তোমার শত্রুগণের বনবাসে মনোরথ হউক । ৩৩।

মুক্তা-মালা-রূপ হাস্যশালিনী মানিনী রাজলক্ষ্মী হস্তস্থিত অসির ন্যায় পরিত্যক্ত হইলে পুনর্ব্বার আর আসে না । ৩৪।

কাশীসুন্দর পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়াও নিজ নিশ্চয় হইতে বিচলিত হন্ নাই। মহাত্মাগণের সঙ্কল্প বজ্র ও রত্নশিখার ন্যায় হয় । ৩৫।

জননীগণ, অমাত্যগণ ও পুরবাসী প্রধান জনগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়াও তিনি তিন দিন মৌনী ও আহারবর্জ্জিত হইয়া-ছিলেন । ৩৬।

তখন সচিবগণ রাজাকে বলিয়াছিলেন যে কুমার রাজ্যভোগীই হউন বা তপস্বী হউন বাঁচিয়া থাকুন। আমাদের আগ্রহ করা প্রয়োজন নাই। লোকমাত্রেই প্রায়শঃ নিজেচ্ছার অনুবর্ত্তী হয় । ৩৭।

তৎপরে কাশীসুন্দর সাশ্রুনয়ন রাজা কর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ অনুজ্ঞাত হইয়া পৌরজনের আক্রন্দে কোন উত্তর না দিয়াই তপোবনে গিয়াছিলেন । ৩৮।

তথায় তিনি বৈরাগ্যপরিপাকহেতু মৈত্রীদ্বারা পবিত্রিত ও বিবেক-সমন্বিত সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন । ৩৯।

সেই বনে তাঁহার প্রভাবে সমস্ত বনবাসী জীবগণ জাতিগত শত্রুতারূপ অনল ত্যাগ করায় তাহাদের চিত্তবৃত্তি শীতল হইয়াছিল । ৪০।

পুলিন্দগণ হরিণীবৃন্দ দয়াসক্ত হইয়া হরিণবধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। সিংহগণ হস্তীর কুম্ভ বিদারণ হইতে বিরত হইয়াছিল। কিরাতবধূগণ গজমুক্তাহার ত্যাগ করিয়া এবং ময়ূরপুচ্ছদ্বারা সর্ব্বাঙ্গের আবরণ এমন কি জঘনাবরণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের অধরকান্তি উচ্ছ্বাস ও বৈরাগ্যবশতঃ শুষ্কভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল । ৪১।

সর্ব্বপ্রাণীতে ক্ষমাবান্ কাশীসুন্দর সাগরবসনা পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া ক্ষান্তিবাদি নামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন । ৪২।

ইত্যবসরে পৃথিবীর জনকজনক রাজা ব্রহ্মদত্ত স্বর্গগত হইলে প্রজাগণের উদ্বেগকারী কলিভূ রাজা হইয়াছিলেন । ৪৩।

অতঃপর পুষ্পোপরি উড্ডীন ভৃঙ্গরূপ ভ্রূভঙ্গে মলিনবদন ও মুনিগণের সংযমবিদ্বেষী বসন্ত দৃষ্টিগোচর হইল । ৪৪।

মদনের উন্মাদনাস্ত্রস্বরূপ এবং মানিনীগণের মাননাশকার্য্যে দূতস্বরূপ উদ্গত চূতলতার কান্তি সমধিক স্ফুরিত হইল । ৪৫।

মলয়ানিল পার্শ্ববর্ত্তিনী লতাকর্ত্তৃক রক্তাশোকবৃক্ষের আলিঙ্গন দেখিয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহার পুষ্পগুলি হরণ করিতে লাগিল । ৪৬।

উদ্যানের যৌবনস্বরূপ সেই কোকিলমুখরিত বসন্তকাল উপগত হইলে রাজা বনদর্শনে কৌতুকী হইয়া অন্তঃপুরজনসহ বনে আসিয়াছিলেন। ৪৭।

তিনি নানাবর্ণের পক্ষী ও পুষ্পরাশিদ্বারা রমণীয় বন দেখিতে দেখিতে ক্রমে তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৪৮।

তথায় তিনি অন্তঃপুরিকাগণসহ কমনীয় বনস্থলীতে বহুক্ষণ বিহার করিয়া রতিশ্রমবশতঃ ক্ষণকাল নিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৯।

অপূর্ব্ব কুসুমবৎ হাস্যশালিনী অন্তঃপুরিকাগণ সঞ্চারিণী লতার ন্যায় মঞ্জরী চয়ন করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল। ৫০।

এই সময়ে বিজনদেশপ্রিয় ক্ষান্তিবাদী মনোমধ্যে শান্তি চিন্তা করিয়া একান্তে নিশ্চলভাবে বর্ত্তমান ছিলেন। ৫১।

অমন্দ আনন্দে বিভোর ও মনীষিগণের বন্দনীয় ক্ষান্তিবাদী কৃশ হইলেও নবোদিত শশীর ন্যায় পরম সুন্দর ছিলেন। ৫২।

তাঁহার আকৃতি বিশাল ও মনোজ্ঞ ছিল এবং শুভসূচক রেখাবলী দ্বারা শোভিত ছিল। তাঁহার রূপ অতি আশ্চর্য্য ছিল। কিছুই শূন্য ছিল না। ৫৩।

রাজকন্যাগণ চিত্তদর্পণের মার্জনস্বরূপ ক্ষান্তিবাদীকে দেখিয়া চিত্রলিখিতবৎ সেই স্থানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ৫৪।

অতঃপর রাজা জাগরিত হইয়া সম্মুখে দয়িতাগণকে দেখিতে না পাওয়ায় বনে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাহারা মুনিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৫৫।

ভুজঙ্গবৎ কুটিল রাজা দয়িতাগণকে তদবস্থ দেখিয়া ঈর্ষ্যাবিষে আকুল হইয়াছিলেন ও উৎকট বাক্যবিষ বর্ষণ করিয়াছিলেন। ৫৬।

কে তুমি কৃত্রিম মুনিবেশ ধারণ করিয়া মুগ্ধহৃদয়া নারীগণকে হরণ করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি নারীগণকে প্রতারণা করিয়াছ । ৫৭।

পরস্ত্রীহরণে ধ্যান, তাহার বিঘ্ননিবারণে জপ এবং সরলাগণের আশ্বাসপ্রদ তপস্যা এই সকলই ধূর্ত্তদের পরম উপায় । ৫৮।

তুমি মিষ্টভাষী ধূর্ত্ত ও বল্কলধারী। তোমার ব্যবহার বিষতরুর ন্যায় মোহজনক ও আশ্চর্য্যভূত। ৫৯।

তুমি মুনির ন্যায় বেশভূষা করিয়াছ, কিন্তু তোমার চরিত্র এরূপ গর্হিত। তুমি সিদ্ধি সম্ভাবনা কর বা অন্য কি তোমার মনোভাব, তাহা কে জানে। ৬০।

রাজা ক্রোধসহকারে এই কথা বলিলে ক্রোধহীন ও মধুরা-শয় ক্ষান্তিবাদী নির্বিকারচিত্তে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৬১।

আমি ক্ষান্তিবাদীনামক মুনি। আমাকে কোনরূপ সন্দেহ করিও না। এই সকল কান্তাগণ ও লতাগণমধ্যে আমার কোনও ভেদজ্ঞান নাই। ৬২।

রাজা মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, ভাল, এখনই তোমার ক্ষমাগুণ দেখিতেছি। এই বলিয়াই খড়্গদ্বারা তাঁহার হস্তদ্বয় কর্ত্তন করিলেন । ৬৩।

মৎসরী রাজা মুনিকে হস্তচ্ছেদেও নির্ব্বিকার ও ক্ষমাশীল দেখিয়া নিজ ক্রোধশান্তির জন্য তাঁহার চরণদ্বয়ও ছেদন করিয়াছিলেন। ৬৪।

খলগণ কুক্কুরের ন্যায় পথে অমঙ্গল সূচনা করে, জিহ্বাদ্বারা দূষিত করে এবং অবশেষে পথিকের অঙ্গ কর্ত্তনও করে। ৬৫।

সরল জনগণ সরলবৃক্ষের ন্যায় তাড়না করিলেও ক্ষমাশীল থাকেন, স্কন্ধচ্ছেদন করিলেও কোন কথা কহেন না এবং তীব্রতাপেও শীতল থাকেন। ৬৬।

ক্ষান্তিবাদী নিজ হস্ত-পদ কর্ত্তিত হইলেও ক্ষমাগুণদ্বারা মহতী ব্যথা এবং মন্যু ও ক্ষোভ স্তব্ধ করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন। ৬৭।

ইনি যেরূপ অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমার অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও ইহাঁর সংসারের বিষম ক্লেশ ছেদন করিব। ৬৮।

রাজা কোপ ও মোহবশতঃ এইরূপে নিজ ভ্রাতা মুনিকে অবজ্ঞা করিয়া পুরীতে গমন করিলে পৃথিবী উড্ডীন ধূলিচ্ছলে যেন শোক-ম্লান হইয়াছিল। ৬৯।

তৎপরে ক্ষান্তিদেবতা মুনির দুঃখ দর্শনে রাজার প্রতি কুপিত হইয়া তদীয় নগরে দুর্ভিক্ষ, মরক ও অনাবৃষ্টি বিপ্লব করিয়াছিলেন। ৭০।

রাজা নৈমিত্তিকগণের মুখে শুনিলেন যে, মুনির পরাভব করায় দেবতা ক্রুদ্ধ হওয়ায় এই সকল দোষ হইতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি মুনিকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপোবনে গিয়াছিলেন। ৭১।

রাজা অনুতাপ ও বিষাদবশতঃ মুনির পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়াও ক্ষমা করুন, এই কথা বলিয়া অচেতন হইয়াছিলেন। ৭২।

ক্ষান্তিবাদী বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! আমার কিছুমাত্র ক্রোধ হয় নাই। আমার কর্ম্মফলে এরূপ হইয়াছে। ভবিতব্যতাই এইরূপ। ৭৩।

ভবিতব্যতা স্বাধীন। সে কাহাকেও গণ্য করে না। ধৈর্য্যগুণ, অর্থ, তপস্যা বা গৌরব, ভবিতব্যতা কিছুই মানে না। ৭৪।

প্রাণিগণ নিজ জন্মস্থলে বিপুলমূল ও দৃঢ়বদ্ধ নিজকর্ম্মরূপ বৃক্ষের কালপরিপাকে বিচিত্রভাবপ্রাপ্ত ও অন্তঃস্থিত নানাবীজসমন্বিত ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। ৭৫।

অতএব হে রাজন্! তোমাতে আমার কোনরূপ চিত্তবিকার নাই। দেখ, এই সত্যবলে আমার রুধির ক্ষীরতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৭৬।

অঙ্গচ্ছেদেও যদি আমার মন কলুষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমার অঙ্গ পূর্ব্ববৎ সংশ্লিষ্ট হউক। ৭৭।

শুদ্ধবুদ্ধি ক্ষান্তিবাদী এইরূপ তীব্রভাবে সত্যযাচনা করায় সহসা তাঁহার অঙ্গ পূর্ব্ববৎ সংশ্লিষ্ট ও স্বস্থ হইয়াছিল। ৭৮।

তৎপরে রাজা মুকুট দ্বারা তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি তপোবলে মহাপ্রভাববান্; অতএব আপনি কি ইচ্ছা করেন। ৭৯।

হে করুণানিধে! আমি মোহান্ধ ও পাপগর্ত্তে পতিত। পাপাবসান হইলে আপনি পবিত্র হস্তাবলম্বন দ্বারা আমাকে উদ্ধার করিবেন। ৮০।

মুনি রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! মগ্নগণের সন্তারণের জন্য, বদ্ধগণের মুক্তির জন্য, ভীতগণের আশ্বাসের জন্য এবং মোহান্ধগণের নির্ব্বাণের জন্য আমি অনুত্তরা সম্যক্‌সংবোধির নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ৮১, ৮২।

যখন তুমি সেই অনুত্তরা সম্যক্‌সংবোধি লাভ করিবে, তখন আমি জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা তোমার মোহচ্ছেদ করিব। ৮৩।

মুনি রাজাকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। রাজাও মনে মনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে নগরীতে গেলেন। ৮৪।

আমিই সেই ক্ষান্তিবাদী মুনি ছিলাম এবং এই কৌণ্ডিন্য কালভূ ছিলেন। আমি ইঁহাকে সংম্যক্‌সংবোধি লাভ করাইয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ৮৫।

ভিক্ষুগণ ভগবানের মুখারবিন্দ হইতে নির্গত অধরসুধাসদৃশ এইরূপ প্রসন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুপানে ভ্রমরগণের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন। ৮৬।

ত্রিংশঃ পল্লবঃ।

সুবর্ণপার্শ্বাবদান।

শ্লাঘ্যঃ কোঽপি স সত্ত্বসারসরলঃ সৌজন্যপুণ্যস্থিতিঃ
নিন্দ্যঃ কোঽপি স ধর্ম্মমার্গগমনে বিঘ্নঃ কৃতঘ্নঃ পরম্।
চিত্রং যচ্চরিতং বিচার্য্য সুচিরং রোমাঞ্চচর্চ্চাচিত-
স্তূষ্ণীং যাতি জনঃ সবাষ্পনয়নস্তদ্বর্ণনে মূকতাম্। ১।

যাঁহার আশ্চর্য্যভূত চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া বর্ণনা করিতে হইলে জনগণ রোমাঞ্চিত ও সজলনয়ন হইয়া সহসা মূকভাব প্রাপ্ত হয়, এতাদৃশ সত্ত্বনিধি, সরল এবং সৌজন্যের পবিত্র বাসস্থান-স্বরূপ মহাত্মাই প্রশংসনীয়। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মপথগমনে বিঘ্নকারী হয়, এরূপ কৃতঘ্ন ব্যক্তিই অত্যন্ত নিন্দনীয়। ১।

পুরাকালে ভগবান্ দেবদত্তের কথাপ্রসঙ্গে ভিক্ষুগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ পূর্ববৃত্তান্তসংশ্রিত কথা কহিয়াছিলেন। ২।

বারাণসীতে মহেন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহার সম্পদ্ দেখিয়া অন্যান্য রাজগণ সকলেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ৩।

চন্দ্রপ্রভা নামে মহিষী দিব্যকীর্ত্তির ন্যায় তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পতির প্রভাবে মহিষীর সকল স্বপ্নই সত্য হইত। ৪।

সেই সময়ে সুবর্ণপার্শ্ব নামে একটী সুবর্ণময় কান্তিশালী মৃগদল-পতি বনে বাস করিত। ইহার দৃষ্টিচ্ছটা নীলকান্তমণিদ্বারা মধ্যে শোভিত মুক্তামালার ন্যায় কাননশ্রীর ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। ৫, ৬।

ইহার শৃঙ্গ প্রবালময় ছিল এবং চর্ম্ম যেন বিচিত্র রত্নে সজ্জিত ছিল। অধিক কি, ইহার কান্তি যেন আশ্চর্য্যসাগরের একটী লহরী-স্বরূপ ছিল। ৭।

বোধিসত্ত্বাবতার এই মৃগটীর দেহ অত্যন্ত কমনীয় ছিল। সৌন্দর্য্যই সুকৃতরূপ চিত্রের পূর্ব্বলক্ষণ হইয়া থাকে। ৮।

দীর্ঘদৃষ্টি নামে একটী বৃদ্ধ বায়স ইহার মিত্র ছিল। এই বায়স লুব্ধকগণের মৃগান্বেষণকালে দিক্ বিলোকন করিত। ৯।

ইহারা দুইজনে পরস্পর প্রীতিবশতঃ মিষ্টালাপ দ্বারা সুখে বিজনে বাস করিত। পূর্ব্বপুণ্যবলে পশুপক্ষিগণেরও মনুষ্যের ন্যায় বাক্-শক্তি হয়। ১০।

একদা মৃগদলপতি জলান্বেষণার্থে অনুচরগণের সহিত বেণুমালিনী নামক নদীর তটে গিয়াছিল। ১১।

তথায় তারস্বরে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া হরিণগণ ভয়বশতঃ গ্রীবা বক্র করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ১২।

কিন্তু সুবর্ণপার্শ্ব তখন কৃপাপাশে বদ্ধ হইয়া ইষুবিদ্ধবৎ নিশ্চল-ভাবে সেই স্থানেই বর্ত্তমান ছিলেন। ১৩।

দীর্ঘদৃষ্টি কাক সুবর্ণপার্শ্বকে তাহার উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর দেখিয়া বলিয়াছিল—সখে! তোমার এরূপ উদ্যম ভাল নহে। ১৪।

খলগণ যখন তাহাদের বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন পুষ্পবৎ কোমল হয় এবং কৃতকার্য্য হইলে বজ্রবৎ কঠিন হয়। ইহারা নিজ দেহেরই সুহৃদ্। উপকার স্বীকার করে না। ১৫।

সরলস্বভাব হরিণ কাককর্ত্তৃক এইরূপ নিবারিত হইয়াও কৃপা-বশতঃ নদীতে অবতীর্ণ হইয়া বিপন্নকে উদ্ধার করিয়াছিল। ১৬।

হরিণ নিজ শৃঙ্গদ্বারা অশঙ্কিতভাবে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া-ছিল এবং সে যখন প্রণাম করিয়া যাইতেছিল, তখন তাহাকে বলিয়া-

ছিল যে, সখে ! আমি যে এখানে আছি, তাহা তুমি কাহাকেও বলিও না। চর্ম্মলুব্ধ লুব্ধকগণ আমার স্নুবর্ণময় চর্ম্ম প্রার্থনা করে। ১৭, ১৮।

কুটিলক নামক সেই বিপন্ন জন মৃগকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া মৃগকে প্রণতি ও স্তুতি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ১৯।

এমন সময়ে মহিষী চন্দ্রপ্রভা রাত্রিকালে স্বপ্নে আসনস্থ ও সদ্ধর্ম্ম-বাদী একটী মৃগ দেখিয়াছিলেন। ২০।

সত্যস্বপ্না মহিষী জাগরিত হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, রাজন্ ! অদ্য স্বপ্নে আমি একটী অদ্ভুত স্নুবর্ণহরিণ দেখিয়াছি। ২১।

মৃগটী যেন রাহুভয়ে চন্দ্রের ক্রোড় হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। আমি সেই মৃগটীকে এখানে আনিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি। ২২।

রাজা মহিষীকর্ত্তৃক প্রণয় সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া মৃগ গ্রহণের জন্য ব্যাধগণকে পাঠাইয়াছিলেন এবং পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ২৩।

তৎপরে ব্যাধগণ সমস্ত বন অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং নিষ্ফলভাবে আসায় সভয়ে রাজাকে নিবেদন করিয়াছিল, হে দেব ! আমরা অবিশ্রান্তভাবে এই পর্ব্বতপরিব্যাপ্ত সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু সেরূপ মৃগ দেখিতে পাই নাই। ২৪, ২৫।

দেবী আশ্চর্য্যরচনায় আকৃষ্টলোচন হইয়া স্বপ্নে একটা রূপ সম্পাদন করিয়াছেন। সেরূপ স্নুন্দরলোচন স্নুবর্ণ মৃগ কোথায়। ২৬।

হে দেব ! যদি সেরূপ মৃগদ্বারা মনোবিনোদন করিতে হয়, তাহা হইলে নিপুণ শিল্পিগণ সেরূপ কাঞ্চনমৃগ নির্ম্মাণ করিয়া দিউন। ২৭।

রাজা এই কথা শুনিয়া মৃগ অন্বেষণকার্য্যে অধিকতর আগ্রহবান্ হইয়া বহুতর ধন পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ২৮।

অতঃপর ব্যাধাপেক্ষাও লুব্ধবুদ্ধি কুটিলক রাজা বহু অর্থ প্রদান করিবেন শুনিয়া তথায় আসিয়া রাজাকে বলিয়াছিল। ২৯।

হে দেব! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি সেই মৃগটীকে দেখাইব। আমি বনমধ্যে সেই সুবর্ণমৃগটীকে দেখিয়াছি। ৩০।

রাজা এই কথা শুনিয়া হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ভদ্র! কোথায় সেই মৃগ আছে, দেখাও। ৩১।

রাজা সেই মৃগপথপ্রদর্শক কুটিলককে অগ্রে করিয়া সসৈন্যে নিজ স্বচ্ছ ছত্ররূপ চন্দ্রদ্বারা শোভিত পর্ব্বতের ন্যায় যাত্রা করিয়াছিলেন। ৩২।

অনন্তর তরুশিখরস্থিত সেই দীর্ঘদৃষ্টিনামক কাক দেখিতে পাইল যে, হস্তী ও অশ্বসমূহের পাদোত্থিত রেণুদ্বারা বনস্থল আচ্ছন্ন হইয়াছে। ৩৩।

তখন কাক মৃগযূথপতির নিকট আসিয়া বলিল যে, পূর্ব্বে আমি হিতকথা বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা শুন নাই এবং সেরূপ কর নাই। সেই লোকটীই ধনুর্দ্ধারী পুরুষগণের সহিত আসিতেছে। আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি তোমার সংহার না করিয়া এ পরিতৃপ্ত হইতেছে না। ৩৪, ৩৫।

এখন কোথায় যাইব। এই ভয়ের সময় কি বা করিব। কিরূপ হিতকার্য্যের অনুবর্ত্তন করিব অথবা একসঙ্গে দুজনেই মরিব। ৩৬।

কৃতঘ্ন, ক্রূরচরিত্র ও স্বদলনাশক এই ক্ষুদ্রাশয় জনরূপ বিষবৃক্ষকে তুমি আত্মনাশের জন্য রক্ষা করিয়াছ। ৩৭।

এই লোক নিজ জীবনদাতারও প্রাণবিনাশ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না। কৃতঘ্ন বাড়বাগ্নি প্রাণিগণ সহ নিজ আশ্রয়ভূত সমুদ্রকে গ্রাস করে। ৩৮।

কৃতঘ্নের উপকার করা, কুটিলকে বিশ্বাস করা এবং মূর্খকে উপদেশ করা কেবল কর্ত্তারই দোষের হেতু হইয়া থাকে। ৩৯।

কাক এই কথা বলিলে এবং রাজা নিকটবর্ত্তী হইলে, যূথপতি মৃগ তখন নিজ দলের হিতের জন্য এইরূপ চিন্তা করিল। ৪০।

এই সুযোদ্ধা সেনাগণ যদি বনমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, আমার নিমিত্তই মুহূর্ত্তমধ্যেই বনস্থল মৃগশূন্য করিবে; অতএব আমি স্বয়ং সেনাপতির নিকটে যাই। একলা আমারই বধ হউক এবং এই সকল মৃগগণ জীবিত থাকুক্। ৪১-৪২।

মৃগ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজার নিকট গেল। পরের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য মহাত্মগণ নিজপ্রাণকে তৃণজ্ঞান করেন। ৪৩।

কুটিলক সম্মুখে মৃগকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া দূর হইতেই হস্তদ্বয়দ্বারা রাজাকে দেখাইয়া দিল এবং বলিল, এই সেই মৃগ। ৪৪।

সেই সময় কাকের বজ্রসদৃশ শাপে বিষবৃক্ষের পল্লবদ্বয়সদৃশ কুটিলকের হস্তদ্বয় সহসা খসিয়া পড়িল। ৪৫।

রাজা মৃগকথিত কুটিলকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৃতঘ্নচরিত্রে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। ৪৬।

তৎপরে রাজা প্রীতিপূর্ব্বক পরমগৌরবে ও মহাসমারোহে মৃগকে নিজ নগরীতে লইয়া গিয়া এবং তাহাকে রত্নাসন প্রদানপূর্ব্বক তৎসম্মুখে অন্তঃপুরিকাগণ ও অমাত্যগণসহ উপবেশন করিলেন। ৪৭-৪৮।

তখন দিব্যবুদ্ধি বোধিসত্ত্ব হরিণ সেই সভায় ধর্ম্ম উপদেশ করিলেন এবং সেই উপদেশে জনগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইল। ৪৯।

আমিই পুরাকালে সেই সুবর্ণপার্শ্বনামক মৃগ ছিলাম এবং সেই ক্রূরাচার কুটিলকই এখন দেবদত্ত হইয়াছে। ৫০।

ভবভয়নাশক ভগবানকর্ত্তৃক কথিত, প্রশমময় ও কুশলপ্রদ এই

উদারসত্ত্ব মৃগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিবেকদ্বারা ভিক্ষুগণ অনির্বচনীয় পুণ্যপরিপাকের মনোরম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫১।

স্থবর্ণপার্শ্বাবদান নামক ত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

একত্রিংশ পল্লব।

কল্যাণকারী অবদান।

প্রত্যক্ষলক্ষণপরীক্ষিত এষ লোকে
সংলক্ষ্যতে সুজনদুর্জনয়োর্বিশেষঃ।
অর্কঃ প্রকাশবিশদং বিদধাতি বিশ্ব-
মন্ধীকরোতি নিখিলং জগদন্ধকারঃ॥ ১॥

ইহলোকে সুজন ও দুর্জনের প্রভেদ প্রত্যক্ষ-দৃশ্যমান লক্ষণদ্বারাই পরীক্ষিত হয়। সূর্য্য বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া বিশদ করেন এবং অন্ধকার সমস্ত জগৎকে তমসাচ্ছন্ন করে। ১।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অশেষবিধ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিলোকন করিয়া এই কথাপ্রসঙ্গেই পুনর্ব্বার বলিলেন। ২।

পাটলিপুত্র-নগরে পুণ্যসম্পাদের বাসগৃহস্বরূপ এবং পৃথিবীর পুরন্দরস্বরূপ পুরন্দর নামে এক রাজা ছিলেন। ৩।

তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণকারী নানাগুণে ভূষিত ছিলেন এবং অকল্যাণনামক দ্বিতীয় পুত্রটি অত্যন্ত নির্গুণ ছিল। ৪।

রাজা পুণ্যসেন দূতহস্তে পত্রপ্রেরণ করিয়া নিজকন্যা মনোরমাকে বাক্যদ্বারা এই কল্যাণকারীকে দান করেন। ৫।

পরে বিবাহকাল নিকটবর্ত্তী হইলে কুমার কল্যাণকারী রাজাকে বলিলেন যে, বিবাহ ত উপস্থিত; কিন্তু এখন আমার বিবাহে ইচ্ছা নাই। ৬।

আমি দানাসক্তিবশতঃ ও দয়াস্বভাবনিবন্ধন মদায়ত্ত আপনার সকল সম্পদই দান করিয়া ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছি। ৭।

অতএব আমি প্রবহণদ্বারা মহোদধি পার হইয়া দিব্যরত্ন অর্জ্জন করিবার জন্য রত্নদ্বীপে গমন করিব। ৮।

দিব্যসম্পদ্ লাভ করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিব। অর্থহীন জনের পক্ষে দারপরিগ্রহ করা সুখসম্পদের ভয়জনক। ৯।

কল্যাণকারী এই কথা বলিয়া এবং পিতার চরণানত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা লাভপূর্ব্বক গগনস্পর্শী তরঙ্গমণ্ডিত জলধিতে যাত্রা করিলেন। ১০।

তাঁহার অনুজ নিজে নির্গুণ, কিন্তু গুণীর প্রতি বিদ্বেষ ও দ্রোহ করিবার মানসে, মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। ১১।

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিলেন, বৎস! যদি কর্ম্মবিপ্লববশতঃ সমুদ্রে প্রবহণ ভগ্ন হয়, তাহা হইলে, তুমি আমাকে স্কন্ধে গ্রহণ করিতে পারিবে। ১২।

শঠ অনুজ ভ্রাতাকর্ত্তৃক এইরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই স্বীকার করিল। খল ব্যক্তি দোষ করিতে উদ্যত হইলে, প্রণয়ভাবই অবলম্বন করে। ১৩।

তৎপরে কুমার প্রবহণে আরূঢ় হইয়া পুণ্যের ন্যায় অনুকূল বায়ু-দ্বারা অল্পসময়েই রত্নদ্বীপে গিয়া বহু দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রত্যাগমনকালে সহসা বায়ুবেগে প্রবহণটি ভগ্ন হইয়া গেল। ১৪-১৫।

প্রবহণ ভগ্ন হইলে, পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে শঠ অনুজ অগ্রজকে ভুজঙ্গের ন্যায় কণ্ঠে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কর্ম্মরূপ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া কূলে উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় কল্যাণকারী সহসা অন্ধতার প্রথমদূতিকাস্বরূপ নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। ১৬-১৭।

ক্রূরস্বভাব অনুজ নিদ্রিত কল্যাণকারীর বস্ত্রে রত্নগুলি বদ্ধ

আছে দেখিয়া, এই বিপদ্‌কালে তাঁহাকে হত্যা করিবার উপক্রম করিল। ১৮।

সে গাঢ়নিদ্রিত অগ্রজের নয়নদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ভয়সাগরের তারক অগ্রজকে তারকাহীন করিল। ১৯।

অনুজ রত্নগুলি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে, অগ্রজ রাজপুত্র চণ্ডাল কর্ত্তৃক ছিন্নপদ্ম কমলাকরের ন্যায় দ্যুতিহীন হইয়া পড়িলেন। ২০।

তিনি শোকরূপ তীব্র অন্ধকারে আবৃত ও আলোকহীন হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রবর্জিত কৃষ্ণপক্ষের প্রদোষকালের ন্যায় হইয়াছিলেন। ২১।

ইত্যবসরে একজন গোকুলাধিপতি তথায় আসিয়া এবং রাজপুত্রকে অন্ধ দেখিয়া তাঁহার ব্যথায় ব্যথিত হইল। ২২।

সে তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া পরিচর্য্যা করিল এবং তাঁহার গুণ ও সৌজন্যে অত্যন্ত স্নেহাকৃষ্ট হইল। ২৩।

সঙ্গীতজ্ঞ কল্যাণকারী তথায় শোক ও রোগের শান্তির জন্য পূর্ব্বাভ্যস্তা চিত্তবিনোদিনী বীণা সতত বাজাইতেন। ২৪।

সৎসঙ্গ, বিবেককথার আলাপ, কাব্যচর্চ্চা, সুহৃৎপ্রণয়, বিহার, বীণাস্বর ও কুসুমকমনীয় বনস্থলীতে বাস এই সকলই শোকসন্তপ্ত জনগণের পক্ষে অমৃতাবগাহস্বরূপ বোধ হয়। ২৫।

সঙ্গীত ও বীণায় প্রবীণা গোপপতির পত্নী রাজতনয়কে দেখিয়া সাভিলাষভাব প্রাপ্ত হইল। ২৬।

কুটিলস্বভাবা গোপপত্নী বীণাকর্ত্তৃক যেন সতত উপদেশপ্রাপ্ত হইয়াও নবরাগে মূর্চ্ছিত হইয়া উৎকণ্ঠাবশতঃ চিন্তা করিল। ২৭।

এই লোকটি আমার চক্ষে এবং মনে অত্যন্ত সুন্দর বোধ হইতেছে। এ যদি আমার প্রেমে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে, সন্তাপ নিবৃত্ত হইবে না। ২৮।

ইহাঁর নখসম্পর্কে সুমধুর শব্দকারিণী ও রাগযুক্তা এই বীণাটি

ধন্যা। যেহেতু ইহা পুণ্যবলে ইহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে সমর্থা হইয়াছে। ২৯।

গোপপত্নী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, সকম্পহস্তে তদীয় কর স্পর্শ করিয়া বিভ্রমসহকারে ও ধীরস্বরে তাঁহাকে বলিল। ৩০।

হে মানদ! কৃতঘ্ন জন যেরূপ প্রীতির স্মরণ করে না, তদ্রূপ তোমাতে আসক্ত আমার মন, স্ত্রীজনোচিত লজ্জা স্মরণ করিতেছে না। ৩১।

কামোন্মত্ত এবং লজ্জাহীন স্ত্রীগণ সুশীলতা, কুলাচার, অভিমান ও প্রাণসংশয়ের পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না। ৩২।

তুমি প্রণয়বশতঃ আমার অভিলাষ সফল কর। স্ত্রীগণ সম্মানিত হইলে, দেবতাগণের প্রীতিজনক হয়। ৩৩।

রাজপুত্র গোপপত্নীর এইরূপ গদ্‌গদস্বরযুক্ত ও বিশৃঙ্খল বাক্য শ্রবণ করিয়া সভয়ান্তঃকরণে ঐ চপলা নারীকে বলিলেন। ৩৪।

মাতঃ! সজ্জনের শীলভ্রষ্ট হওয়া সমুচিত নহে। নষ্টস্বভাব জনের পাপরূপ বিষ-জর্জ্জরিত জীবনে ধিক্। ৩৫।

যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গদ্বারা পরাঙ্গনার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, সে পতঙ্গবৎ স্বেচ্ছায় নরকস্থ অগ্নিশিখাকে আলিঙ্গন করে। ৩৬।

যাঁহারা পরোপকারে নিরত, পরদারে হতাদর এবং অহিংসাপরায়ণ, তাঁহারাই যথার্থ জীবিত আছেন; অন্য সকলেই মৃত বলিয়া গণ্য। ৩৭।

গোপপত্নী রাজপুত্রকথিত এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগ্নমনোরথা হইল। যোষিদ্‌গণের পক্ষে প্রণয়ভঙ্গ নিধনাপেক্ষাও অধিক বলিয়া গণ্য হয়। ৩৮।

তৎপরে ঐ কালসর্পী নিজ মনোরথ ভঙ্গ হওয়ায় স্বামীর নিকট আসিয়া ক্রোধরূপ বিষ বমন করিতে করিতে বলিল। ৩৯।

হে সাধো! তুমি সরলস্বভাববশতঃ পরের প্রতি বৎসলতা কর,

এটা তোমার মহাদোষ। কোন্ ব্যক্তি অজ্ঞাতকুলশীল জনকে গৃহে স্থান দেয়। ৪০।

পরের প্রতি এতদূর বিশ্বাস করা তোমার ভাল নহে। কাহার ধন কত আছে এবং কার চিত্ত কিরূপ, এ কথা কে জানে। ৪১।

তুমি যে অন্ধটিকে গৃহে রাখিয়াছ, সে পরদারবিষয়ে সহস্রনয়ন। দীন ও অন্ধজনের প্রতি বাৎসল্য করার উচিত ফল অদ্য দেখ। ৪২।

অদ্য সেই অন্ধ বিজন দেখিয়া আমাকে সঙ্গমের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। যদি তাহার চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে, পলায়ন করা দুষ্কর হইত। ৪৩।

পত্নীর নিকট এই কথা শুনিয়া গোপপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং অন্ধকে দূরে নিষ্কাশিত করিয়া গৃহ ও মন শীতল করিল। ৪৪।

পিতা যে পুত্রকে ত্যাগ করে এবং সুহৃদ্ যে মিত্রকে হত্যা করে, এ সমস্তই বন্ধুবিচ্ছেদের খড়গধারাস্বরূপ স্ত্রীগণেরই কার্য্য জানিবে।৪৫।

স্ত্রীগণের ভ্রূদ্বয়ে ও চক্ষুদ্বয়ে যে কুটিলতা, তীক্ষ্ণতা ও চপলতা আছে এবং কুচদ্বয়ে যে কঠিনতা আছে, তৎসমুদয়ই তাহাদের হৃদয়েও আছে। ৪৬।

তৎপরে রাজপুত্র কল্যাণকারী বণিক্‌গণকর্ত্তৃক দুর্গম পথ হইতে আনীত হইয়া শুনিলেন যে, তদীয় পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন এবং ভ্রাতা রাজা হইয়াছেন। ৪৭।

কালক্রমে তিনি ভাবী শ্বশুর রাজা পুণ্যসেনের নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসায় তাঁহার দূরদেশগমনজন্য ক্লেশের প্রশম হইয়াছিল। ৪৮।

কল্যাণকারী সমুদ্রমগ্ন হইয়াছেন, এই কথা প্রচার হওয়ায় রাজকন্যা মনোরমার (যিনি পূর্ব্বে কল্যাণকারীর সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া, বাগদত্তা ছিলেন), স্বয়ম্বরার্থ রাজগণকে আহ্বান করা হইয়া-

ছিল। যথাক্রমে তাঁহারা স্বয়ম্বর-সভায় উপবিষ্ট হইলে, রত্নশিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক মনোরমা স্বয়ম্বরসভায় যাইতেছিলেন। ৪৯-৫০।

চঞ্চলনয়না মনোরমা ক্রমে ক্রমে রাজগণকে দেখিতে দেখিতে যদৃচ্ছা-ক্রমে তথায় সমাগত রাজপুত্র কল্যাণকারীকে দেখিতে পাইলেন। ৫১।

কল্যাণকারী অন্ধ হইলেও সহসা রাজকন্যার নয়নের প্রিয় হইয়া পড়িলেন। গ্রহগণমধ্যে বর্ত্তমান চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইলেও কুমুদিনীর প্রিয় হয়। ৫২।

রাজগণ বিফলাগমনহেতু লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া গেলে, রাজকন্যা গুণহীন কল্যাণকারীকেই বরণ করিলেন। ৫৩।

আয়তলোচনা রাজকন্যা কল্যাণকারীর কণ্ঠে হার নিক্ষেপ করিয়া মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন যে, আমি তোমারই অধীনা। ৫৪।

স্ত্রীস্বভাবে ভীত কল্যাণকারী বিজনে রাজকন্যাকে বলিলেন যে, তুমি বুদ্ধিহীন স্ত্রীলোক। এ কার্য্য করা তোমার উচিত হয় নাই। ৫৫।

কামাভিলাষযুক্ত, পদ্মনেত্র রাজগণ থাকিতে জন্মান্ধ ও নিষ্ফল-জীবন আমাকে তুমি কেন বরণ করিলে। ৫৬।

চক্ষুষ্মান্ জনগণেরও জায়া পরপুরুষের মুখ বিলোকন করিয়া থাকে। অন্ধের পত্নী ত দিবাভাগেই অন্যের নিকট অভিসার করিবে। ৫৭।

স্ত্রীলোকে আমার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোকের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। নদীগণ যেরূপ তটকে নিপাতিত করে, কুটিল-স্বভাব স্ত্রীগণ তদ্রূপ কুলকে নিপাতিত করে। ৫৮।

কল্যাণকারী এইরূপ বলিলে রাজকন্যা লজ্জিতা হইলেন এবং বলিলেন, নাথ! সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতি শঙ্কা করা উচিত নহে। ৫৯।

যদিও আপনি কোন নারীর দোষ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও নির্দোষ স্ত্রীকেও কেন সেই দোষে দোষী করিতেছেন। ৬০।

যদি তোমাতেই আমার প্রীতি থাকে এবং আমার মন যদি অন্যগত না হয়, তাহা হইলে, এই সত্যবলে তোমার একটি নেত্র নির্ম্মল হউক। ৬১।

সুলোচনা মনোরমা এই কথা বলিবামাত্র তাহার সত্যপ্রভাবে কল্যাণকারীর দক্ষিণ নয়ন প্রফুল্লকমলসদৃশ হইয়া উঠিল। ৬২।

অতঃপর রাজপুত্র সেই সুলোচনাকে প্রসন্ন করিলেন এবং তদীয় মুখপদ্মের লাবণ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন। ৬৩।

তোমার পিতা পূর্ব্বে যাহাকে তোমার বিবাহের জন্য বাগ্দান করিয়াছিলেন, আমিই সেই সুন্দর রাজপুত্র কল্যাণকারী। ৬৪।

আমি যদি সেই হস্ত এবং চক্ষু উৎপাটনেও যদি নির্বৈর থাকি, তাহা হইলে, সেই সত্যবলে আমার দ্বিতীয় নয়ন স্বস্থ হউক। ৬৫।

এইরূপ সত্যযাচনাদ্বারা সহসা তাহার দ্বিতীয় লোচনটিও বিমলতা প্রাপ্ত হইল এবং তজ্জন্য তাহার চিত্তের মলিনতা দূর হইল। ৬৬।

তৎপরে রাজা পুণ্যসেন সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার সাহায্য করায় তিনি জায়াসহ নিজ রাজ্য পাইলেন। ৬৭।

ভগবান বুদ্ধ বলিলেন, সেকালে আমিই সেই কল্যাণকারী নামে রাজপুত্র ছিলাম এবং দেবদত্ত মদীয় অনুজরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবদত্ত সেই পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ অদ্যাপি সেইরূপই রহিয়াছে। ৬৮।

ভিক্ষুগণ এইরূপ উদার ও উপকারনির্ম্মল বোধিসত্ত্বের চরিত্র এবং খলজনের আচরণ শ্রবণ করিয়া অনুপম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬৯।

কল্যাণকারী অবদান নামক একত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ পল্লব।

বিশাখাবদান।

বামাঃ সজ্জনবামাঃ প্রায়েণ ভবন্তি নীচরাগিণ্যঃ।
তিমিরোন্মুখী সরাগা ক্ষিপতি রবিং ভূধরাৎ সন্ধ্যা। ১।

সজ্জনবিমুখ বামাগণ প্রায়ই নীচজনে অনুরাগবতী হয়। সরাগা সন্ধ্যা তিমিরোন্মুখী হইয়া সূর্য্যকে ভূধর হইতে নিক্ষিপ্ত করে। ১।

দেবদত্তের বহুজন্মান্তরসম্বন্ধ চরিতকথা বলা হইলেও জ্ঞানসাগর ভগবান্ পুনশ্চ বলিলেন। ২।

পুরাকালে কলিঙ্গদেশে অশোক নামে একজন বিখ্যাত পরাক্রমশালী ও শত্রুবিজয়ী রাজা ছিলেন। ৩।

অশোকের শাখ, প্রশাখ, অনুশাখ ও বিশাখ নামে চারিটি জগদ্বিখ্যাত পুত্র ছিলেন। ৪।

কুমারগণ যৌবনে মত্ত হওয়ায় রাজা তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পত্নীগণসহ নির্ব্বাসিত করিলেন। পিতা পুত্রের অন্যায়াচরণে পরাভূত হইলে, তাঁহার পুত্রস্নেহও বিনষ্ট হয়। ৫।

কুমারগণ ক্রমে পাথেয়হীন হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, স্ত্রীগণই বিপৎকালে পাদবন্ধনের শৃঙ্খলস্বরূপ হয় এবং আমরা অতিকষ্টে ভক্ষণার্থ পত্রমাত্র আহরণ করিলে স্ত্রীরাও তাহার অংশ লইয়া থাকে। ৬ ৭।

তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিয়া স্ত্রীবধে কৃতনিশ্চয় হইলেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যগণের বুদ্ধিও ঘোরতরা হয়। ৮।

তাঁহাদের মধ্যে বিশাখ ঐরূপ পাপসঙ্কল্পে শঙ্কিত হইয়া কৃপা-পূর্ব্বক নিজ ভার্য্যাকে লইয়া অন্যত্র পলাইয়া গেলেন। ৯।

তদীয় ভার্য্যা কলঙ্কবতী বহুদূর পথ গমন করায় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছাবশতঃ ভূমিতে পতিত হইলেন। ১০।

তৎপরে ভর্ত্তা করুণাবশতঃ ভার্য্যার প্রাণসঙ্কটসময়ে নিজ শিরা বিদ্ধ করিয়া, তাহা হইতে নির্গত নিজ শোণিত ভার্য্যাকে পান করাইলেন। ১১।

সত্ত্বসাগর বিশাখ রক্তপানে লব্ধপ্রাণা ভার্য্যাকে নিজদেহ হইতে মাংসও কর্ত্তন করিয়া খাওয়াইলেন। ১২।

তৎপরে তাঁহারা ক্রমে জলহীন ঘোর কানন পার হইয়া ছায়াতরু-সমন্বিত গিরিনদীতটে উপস্থিত হইলেন। ১৩।

তাঁহারা তথায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে ছিন্নহস্তপদ একটি পুরুষ চীৎকার করিতে করিতে নদীবেগে ভাসিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৪।

বিশাখ ঐ বিপন্ন মনুষ্যকে দেখিয়াই করুণাবশতঃ নদীতে অবতরণ করিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। ১৫।

তৎপরে তিনি তাহাকে ফল-মূল আহার করাইয়া, কতিপয় দিন-মধ্যেই সুস্থ ও ব্যথাহীন করিলেন। সে সুস্থ হইলেও পদহীন হওয়ায় কোথায়ও যাইতে পারিত না। বিশাখের পত্নী যথাকালে তাহার ভোজন আয়োজন করিয়া দিতেন এবং সে সেই স্থানেই থাকিত। ১৬-১৭।

রাজপুত্র বিশাখ খুব অল্পই জায়ার সহিত সঙ্গত হইতেন। বিজিগীষু শূরগণ প্রায়শঃ সিংহের ন্যায় অল্পরতি হইয়া থাকেন। ১৮।

বিশাখপত্নী ক্রমে দিব্য ওষধিরস পান করিয়া পরিপূর্ণদেহা হইয়া উঠিল এবং মনে মনে সেই বিকলাঙ্গ পুরুষের সহিত সুরত স্পৃহা করিল। ১৯।

স্ত্রীগণ স্বেচ্ছানুসারে স্পর্শসুখ ভোগ করে। উহারা স্নেহে লিপ্ত হয় না, গুণে বাধা হয় না এবং গৌরবের অপেক্ষা করে না। ২০।

পরে ঘনস্তনী বিশাখপত্নী রাত্রিকালে নিঃশব্দে তাহার সহিত প্রায়শঃ রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু নিঃশঙ্কভাবে সুরত না হওয়ায় পতিকে বিঘ্নস্বরূপ বুঝিল। ২১।

এ কারণ ঐ স্বৈরিণী নিজপতিকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হইল। পাপীয়সী স্ত্রীগণ পাপকার্য্যাদি শিক্ষায় বেশ নিপুণ হয়। ২২।

সে ছল করিয়া মস্তকে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছে, এই কথা বলিয়া নিজ ললাট একটা বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিল। ২৩।

রাজপুত্র বিশাখ তাহার তীব্র শিরোবেদনার কথা শুনিয়া করুণা-বশতঃ তাহার প্রতীকারের যুক্তি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৪।

কলঙ্কবতী স্বামীকে বিষাদে ও চিন্তায় মগ্ন এবং দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত দেখিয়া হিমমলিনা পদ্মিনীর ন্যায়, শীতপীড়িত ভ্রমরগণের গুন গুন্ শব্দের ন্যায় মৃদুস্বরে বলিল। ২৫।

পূর্ব্বে আমার কন্যাবস্থায় এইরূপ শিরঃশূল হইয়াছিল। তখন বৈদ্যগণ পাষাণভেদ লেপন করিয়া উহা নিবারণ করিয়াছিলেন। ২৬।

এই পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে বহুতর পাষাণভেদ আছে। আপনি যদি পারেন, তাহা হইলে, রজ্জুদ্বারা অবতরণ করিয়া লইয়া আসুন। ২৭।

আমি নিজহস্তে দড়া ধরিয়া থাকিব, আপনি অবতীর্ণ হইবেন। রাজপুত্র পত্নীকর্ত্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। ২৮।

অতঃপর কলঙ্কবতী রজ্জু ধরিয়া থাকিল এবং রাজপুত্র উহা অবলম্বন করিয়া শিলায় আস্ফালন জন্য গর্জ্জনকারিণী গিরিনদীর তটে অবতীর্ণ হইলেন। ২৯।

তিনি ঔষধসংগ্রহে নিযুক্ত হইলে, কলঙ্কবতী রজ্জুটি ছাড়িয়া দিল।

তিনি তখন স্ত্রীচিত্তের ন্যায় চঞ্চলতরঙ্গযুক্ত মহাগর্ত্তে পতিত হইলেন। ৩০।

তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের অবশেষ থাকা হেতু তাঁহার হস্তপদাদি ভগ্ন হয় নাই। তিনি সেই প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে ধীরভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ৩১।

এই নদী নারীগণের চিত্তসদৃশ নিজ মধ্যবর্ত্তী আবর্ত্ত দেখাইয়া আমাকে স্ত্রীগণের আচরণ বিষয়ে নিশ্চয়ই উপদেশ দিতেছে। ৩২।

মায়াবিনী স্ত্রীগণের বিস্তৃত-বুদ্ধিবৃত্তি অতি দুর্বোধ্য। উহারা স্বপ্নকালীন চিন্তার ন্যায় মিথ্যাময়। উহারা রাগ, দ্বেষ, আসক্তি ও আয়াস সম্পাদনেই সদা নিরত এবং সমস্ত লোকের মোহ বিধান করিতে প্রবৃত্ত। অধিক কি, উহারা ক্ষণপরিচিত জনেরও মোহ-বিধায়িনী। কামিজন পতনের জন্য ইহাদিগকে আশ্রয় করে। ৩৩।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রবল নদীবেগে ভাসিতে ভাসিতে নিজপুণ্যবলে পুষ্করাবতী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। ৩৪।

ঐ সময়ে তথাকার রাজা অপুত্রাবস্থায় মৃত হওয়ায় লক্ষণজ্ঞ প্রধান অমাত্যগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিশাখকেই রাজরূপে গ্রহণ করিলেন। ৩৫।

তিনি তথায় অমাত্যগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি মঙ্গলজলদ্বারা অভিষিক্ত হইলেন এবং স্ত্রীচরিত্র অদ্ভুত বুঝিয়া বিবাহ করিতে একান্ত অনিচ্ছু হইয়া রহিলেন। ৩৬।

এ দিকে বোধিসত্ত্ববিবর্জ্জিত হওয়ায় সেই পর্ব্বতে আর সেরূপ ফলমূলাদি উৎপন্ন হইল না। কলঙ্কবতী আহারাভাবে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ৩৭।

তখন সে সেই বিকলাঙ্গকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া পতিব্রতা সাজিয়া গ্রাম ও নগরের পথে ভিক্ষা করিতে লাগিল। ৩৮।

পতিব্রতার প্রতি গৌরববশতঃ সকলেই তাহাকে প্রচুর দ্রব্য দিতে

লাগিল। সচ্চরিত্রতার মিথ্যাপ্রবাদও বিপৎকালে সম্পদ্ সম্পাদন করে। ৩৯।

কলঙ্কবতী পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পুষ্করাবর্তী নগরীতে উপস্থিত হইয়া এবং সতী বলিয়া সকল লোকের বন্দিতা হইয়া রাজ-প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইল। ৪০।

রাজা স্ত্রীচরিত্রের প্রতি বিদ্বেষী, কিন্তু পতিব্রতা-ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন, ইহা জানিয়া পুরোহিত ভক্তিসহকারে রাজাকে বলিলেন। ৪১।

হে দেব! দূরদেশ হইতে একটি পতিব্রতা আসিয়াছেন, তাঁহার চরণ-বিন্যাসদ্বারা পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে। ৪২।

হে দেব! সেই সাধ্বী নারীকে অবলোকন করুন। তিনি নিজ ভর্ত্তাকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া আনিয়াছেন। পতিব্রতাকে প্রণাম করিলে পুরুষের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। ৪৩।

রাজা পতিব্রতা-দর্শনের জন্য পুরোহিতের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন,—সরল ব্রাহ্মণ, আপনি স্ত্রীচরিত্র কিছুই জানেন না। ৪৪।

স্ত্রী স্নেহবতী, এ কথা প্রবাদমাত্র। স্ত্রী অকপট, এটা মতিভ্রমের কথা। স্ত্রী সতী, এ কথা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। স্ত্রী পাপীয়সী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৪৫।

নারীগণ বেতসলতার ন্যায় মূল ও বন্ধনবর্জিত। উহারা জন সঙ্গমকালে সরলা হয় এবং নিষ্ফল হইলে অগ্নিতে পর্য্যন্ত আরোহণ করে। ৪৬।

ভেদ ও দ্রোহে একান্ত পরায়ণা ও স্বভাবতঃ দুঃশীলা নারীগণকে আমি শত শত বার দূর হইতে নমস্কার করি। ৪৭।

আমি স্ত্রীচরিত্রের দোষ দেখিয়াছি এবং সেই চিন্তায় সদাই ব্যথিত; এজন্য এই রত্নপূর্ণা পৃথিবীও আমার রুচিকর নহে। ৪৮।

স্ত্রীগণ পার্ব্বতীয় হরিণীর ন্যায় মুগ্ধা এবং পরকে বঞ্চনা করিতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণা। ইহারা দেহদানে সংসক্ত হইয়া পুরুষের জীবন হরণ করে। ইহারা পুষ্পোদ্‌গম হইলে ভীত হয়, কিন্তু অগ্নি পান করে; অতএব এইরূপ সরল ও কুটিলস্বভাবা স্ত্রীগণকে বহু বিচার করিয়াও চিনিতে পারা যায় না। ৪৯।

তথাপি যদি আপনি নির্বন্ধ করেন, তাহা হইলে, আমি তাহাকে দেখিব। এই কথা বলিয়া রাজা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তাহাকে দেখিলেন। ৫০।

রাজা সেই বিকলাঙ্গসঙ্গিনী পাপীয়সী কলঙ্কবতীকে চিনিতে পারিয়া মন্ত্রিগণের নিকট তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৫১।

কলঙ্কবতীও রাজাকে চিনিতে পারিয়া কিছুক্ষণ অধোবদন হইয়া রহিল এবং পরে জনগণ কাণে হাত দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ায় সত্বর চলিয়া গেল। ৫২।

আমিই সেই বিশাখ নামক রাজপুত্র ছিলাম এবং দেবদত্ত সেই বিশাখবধূ কলঙ্কবতী ছিলেন। ভিক্ষুগণ জিনকর্ত্তৃক কথিত এইরূপ ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া দেবদত্ত-চরিতের নিন্দা করিলেন। ৫৩।

বিশাখাবদান নামক দ্বাত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ পল্লব।

নন্দোপনন্দাবদান।

স কোঽপি পুণ্যপ্রশমানুভাবঃ শুদ্ধাত্মনামস্ত্যমৃতস্বভাবঃ।
যস্য প্রভাবেণ ভবন্তি সদ্যঃ ক্রূরা অপি ক্রোধবিষপ্রমুক্তাঃ। ১।

শুদ্ধাত্মা জনগণের অমৃতময় পুণ্য ও প্রশমগুণের প্রভাব অনির্ব্বচনীয়। তাহার বলে ক্রূরগণও সদা ক্রোধরূপ বিষ পরিত্যাগ করে। ১।

পুরাকালে ভগবান্ তথাগত যখন জেতবনে বিহার করিতেছিলেন এবং ভিক্ষুগণ তাঁহার আজ্ঞায় গিরিকাননে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সুমেরুপর্ব্বতবাসী ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষুগণ কৃশ ও মলিনবদন হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিবার পর ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া নিজদেহের দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিলেন। ২-৩-৪।

নন্দ ও উপনন্দ নামে নাগদ্বয় সুমেরুপর্ব্বতকে ত্রিধা বেষ্টন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। গরুড় তাহাদিগকে দেখেন নাই। ঐ নাগদ্বয় সর্ব্বদাই নিশ্বাসত্যাগদ্বারা অগ্নিবমণ করে। সেই নিশ্বাসস্পর্শে শিলাও সহসা ভস্মীভূত হয়। ৫-৬।

আমরা ধ্যানপরায়ণ যোগী তাহাদের বিষনিশ্বাস দ্বারা দগ্ধ হইয়া বিবর্ণবদন ও কৃশতাপ্রাপ্ত হইয়াছি। ৭।

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর ঐ নাগদ্বয়ের দমনের জন্য ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে অনুরোধ করায় ভগবান্ তৎকার্য্যে উপযুক্ত মৌদ্গল্যায়নকে আদেশ করিলেন। ৮।

মৌদ্গল্যায়ন অভ্রঙ্কষশিখর সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া যোগদ্বারা নিজ আকৃতি অন্তর্হিত করিয়া প্রসুপ্ত নাগদ্বয়কে দেখিলেন। ৯।

পরে মৌদ্গল্যায়ন তাহাদিগকে মৃদুভাবে আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু তাহারা যখন জাগরিত হইল না, তখন তিনি মহানাগদেহ গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে বেষ্টন করিলেন। ১০।

তখন নাগদ্বয় জাগরিত হইয়া ভীষণাকৃতি নাগরূপধারী মৌদ্গল্যায়নকে দেখিয়া নররূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং কিয়দ্দূর গিয়া ভয়-বিহ্বলভাবে অবস্থান করিল। ১১।

তখন মৌদ্গল্যায়নও নাগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া পলায়মান নাগদ্বয়কে বলিলেন। ১২।

হে নাগদ্বয়! তোমরা কোথায় যাইতেছ? ভয় ত্যাগ কর। যে ভীষণাকার নাগকর্ত্তৃক তোমরা তাড়িত হইয়াছ, সে আর এখানে নাই। ১৩।

যদি সেই মহানাগের ভয়ে তোমাদের অস্থির হইতে হয়, তাহা হইলে শরণাগতপালক ভগবান্ বুদ্ধের বন্দনা কর না কেন? ১৪।

নাগদ্বয় মৌদ্গল্যায়নের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিনয় সহকারে তাঁহাকে বলিল, আর্য্য! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভগবানের দর্শন করাইয়া দিন। ১৫।

নাগদ্বয় এই কথা বলিলে, তিনি তাহাদিগকে ভগবানের নিকট লইয়া গিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাহাদের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া উপবেশন করিলেন। ১৬।

অতঃপর ভগবান্ শরণাগত নাগদ্বয়কে উপদেশ দিলেন। তাহারাও ফণামণিদ্বারা ভূতল আলোকিত করিয়া প্রণাম করিল। ১৭।

তোমরা শিক্ষাপদ পাইয়া সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করিয়াছ। আমার শরণাগত হওয়ায় এখন আর তোমাদের ভয় নাই। ১৮।

এইরূপে ভগবানের দর্শনমাত্রেই নাগদ্বয় হিংসাদ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজস্থানে গমন করিল। ১৯।

মহাশয়গণের সন্দর্শনমাত্রেই দ্বেষবিষতাপে সন্তপ্ত হিংস্রগণও প্রভাস্থলে শরীরলগ্ন শান্তিবারি দ্বারা শীতলতা প্রাপ্ত হয়। ২০।

ভিক্ষুগণ নাগদ্বয়ের প্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় সর্ব্বদর্শী ভগবান্ তাহাদের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ২১।

পুরাকালে বারাণসীতে কৃষি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ভগবান্ কাশ্যপ হইতে ধর্ম্মশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২২।

রাজা কৃষি নিজ অমাত্যদ্বয় নন্দ ও উপনন্দের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজে বোধিসংসক্ত হইয়া সত্যদর্শনদ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ২৩।

মন্ত্রিদ্বয় তখন ধর্ম্মাধর্ম্মময় রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং কাশ্যপের জন্য একটি সর্ব্বোপকরণযুক্ত বিহার নির্ম্মাণ করিলেন। ২৪।

কালক্রমে ঐ মন্ত্রিদ্বয় নন্দ ও উপনন্দ নামে এই দুই মহানাগরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। বিহার অর্পণ করার জন্য পুণ্যে সুমেরু-পর্ব্বত উহাদের বাসস্থান হইয়াছে। ২৫।

শান্তিপরায়ণ মুনিগণ ভগবান্ জিনকর্ত্তৃক কথিত নাগচরিত্র এবং তাহাদের পুণ্যপরিণতির কথা শ্রবণ করিয়া সর্পদমনের বহু প্রশংসা করিলেন। ২৬।

নন্দোপনন্দাবদাননামক ত্রয়স্ত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ পল্লব।

গৃহপতি সুদত্তাবদান।

दत्तः परहितभावनया यदि तनुधनकणलेशः ।
अपरिमयगुणकल्पनया भवति सुपुण्यविशेषः । १ ।

যদি পর-হিত কামনা করিয়া সামান্য মাত্র ধনলেশ দান করা হয়, তাহাতে অত্যধিক পুণ্য হইয়া থাকে এবং উহার গুণ অক্ষয় বলিয়া কল্পিত হয়। ১।

অতঃপর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে নন্দ ও উপনন্দ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য ভগবানের নিকট আসিলেন। ২।

সেই সময় রাজা প্রসেনজিৎও ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য তথায় আসিলেন। তখন নন্দ ও উপনন্দ রাজাকে প্রণাম ও সমাদর না করায়, তিনি উহাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ৩।

রাজা ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন এবং উহাদের নিগ্রহের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে যখন নন্দ ও উপনন্দ আকাশমার্গে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৪।

তখন ভগবৎপ্রেরিত মৌদ্‌গল্যায়ন সত্বর তথায় আসিয়া রাজার সেই অস্ত্রবৃষ্টিকে পদ্মমালায় পরিণত করিলেন। ৫।

তখন প্রসেনজিৎ পুনর্বার ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার আদেশানুসারে সমাগত ফণীশ্বরদ্বয়-সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ৬।

অতঃপর রাজা প্রার্থনা করায় ভগবান্ ভক্তিপূত অন্ন ভোজন করিবার জন্য ভিক্ষুগণসহ রাজভবনে গমন করিলেন। ৭।

তথায় রাত্রিকালে যখন ভক্ষ্যদ্রব্য পাক করা হইতেছিল, তখন হঠাৎ অগ্নিবিপ্লব উপস্থিত হইল ; কিন্তু ভগবানের প্রভাবে উহা সহসা শান্তিপ্রাপ্ত হইল। ৮।

ভগবান্ ভোজন করিয়া চলিয়া গেলে, রাজা নিজ নগরে ঘোষণা করিলেন যে, রাত্রিকালে যে কেহ অগ্নি জ্বালাইবে, সে দণ্ডার্হ হইবে। ৯।

ইত্যবসরে গৃহপতি সুদত্তের পুত্র ঋদ্ধিবল নামক একটি যুবক মিথ্যা দোষবশতঃ রাজা কর্ত্তৃক ঘাতিত হইয়াছিল। ১০।

সুদত্ত ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার উপদেশ দ্বারা জ্ঞান ও ধৈর্য্যগুণ লাভ করিয়াছিলেন,এ কারণ তিনি পুত্রশোকেও বিচলিত হইতেন না। ১১।

অপুত্রক সুদত্ত নিজ প্রভূত ধন দীনগণকে দান করিয়া অতিশয় আনন্দ সহকারে ক্রমে নিজ সম্পদ্‌কে একপণমাত্র অবশেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১২।

সুদত্ত ঐ একপণ ধনদ্বারাই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য করিতেন এবং স্বল্পমাত্র দান করিতেন। সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রম স্বল্পধনই হইয়া থাকে। ১৩।

একদা সুদত্ত ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন এবং স্বল্প দান করেন বলিয়া লজ্জিতভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভগবান্ দয়াপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। ১৪।

হে গৃহপতি সুদত্ত! তুমি অল্প দান কর বলিয়া লজ্জিত হইও না। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে উহা কণামাত্র হইলেও কনকশৈলতা প্রাপ্ত হয়। ১৫।

পুরাকালে বেলম নামক ব্রাহ্মণ বহুতর দান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার শ্রদ্ধার অভাবে উহা সেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। ১৬।

যে ব্যক্তি এই জম্বুদ্বীপবর্ত্তী সমস্ত লোককে ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করান এবং যিনি একটিমাত্র বোধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভোজন করান, এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত জনেরই পুণ্য অধিক হয়। ১৭।

সুদত্ত ভগবানের এই যথার্থ বাক্য শ্রবণ এবং অভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। ১৮।

তিনি নিজ গৃহে রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালিয়া বুদ্ধানুশাসন পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় রাজপুরুষগণ অগ্নি জ্বালাইয়াছেন বলিয়া দণ্ড দিবার জন্য তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। ১৯।

দণ্ডসম্ভাবনায় বদ্ধ ও বন্ধনাগারবর্ত্তী সুদত্তকে দেখিবার জন্য ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ রাত্রিকালে তথায় আসিলেন। ২০।

সুদত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক ধনগ্রহণ জন্য প্রার্থিত হইয়াও যখন গ্রহণ করিলেন না, তখন তাঁহার গৃহে এই ধর্ম্মোপদেশটি প্রবৃত্ত হইল। ২১।

রাজাও সুদত্তের প্রভাবে সমস্ত নগর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে বন্ধনাগার হইতে মোচন করিয়া কুত্রাপি জল দেখিতে পাইলেন না। ২২।

একদা সুদত্ত ভগবান্‌কে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন, পরে রাজাও ভগবান্‌কে প্রণাম করিতে আসিলেন। সুদত্ত তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি এবারেও অগ্রে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন, রাজার সমাদর করিলেন না। জগৎপূজ্য ভগবানের সম্মুখে অন্য কেহ পূজার্হ হইতে পারে না। ২৩-২৪।

রাজা ভগবান্‌কে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া নিজপুরে গমন পূর্ব্বক সুদত্তকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে আদেশ দিলেন। ২৫।

তৎপরে সুদত্তের প্রসাদগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কতগুলি ক্ষুদ্র জন্তু প্রেরণ করিয়া তাহাদের দংশন-বিষে রাজাকে ব্যাকুল করিলেন। ২৬।

রাজা ঐ সকল ক্ষুদ্র জন্তু হইতে ভীত হইয়া পরে জিনাজ্ঞানুসারে অমাত্য ও অন্তঃপুরগণ সহ গিয়া সুদত্তকে প্রসন্ন করিলেন। ২৭।

গৃহপতি সুদত্ত এইরূপে সতত ভগবানের সঙ্গ করিয়া ও তাঁহার

কথিত পরমামৃতস্বরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। বিমলমনাঃ জনগণের নিকটবর্ত্তী লোক বিঘ্ন, আয়াস ও প্রয়াসবর্জ্জিত স্বকীয় ধনের ন্যায় বিবেকরূপ মহানিধি লাভ করিয়া থাকেন। ২৮।

গৃহপতি সুদত্তাবদান নামক চতুস্ত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ পল্লব।

সুধনাবদান।

फलं समानं लभते स दातुः याति क्षणं दानसहायतां यः।
परोपकारप्रणयोद्यतानां नापुण्यकर्म्मा सचिवत्वमेति ॥ १ ॥

যে জন ক্ষণকালের জন্যও দাতার দানের সহায়তা করে, সেও দাতার সমান ফল লাভ করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই পরোপকারপরায়ণ জনের সহায়তা করিতে পারে না। ১।

পুরাকালে ভগবান্ যখন শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ নামক বিহারে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন কৌশাম্বী নগরীতে উদয়ন নামে এক রাজা বিদ্যমান ছিলেন। অদ্যাপি বিদ্যাধরবধূগণ তাঁহার কীর্ত্তিগান করিয়া থাকেন। ২-৩।

উদয়নের রাজ্যমধ্যে সুধন নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। ইনি ধনরক্ষায় অত্যন্ত বিচক্ষণ ও যাবজ্জীবন কর্ম্মনিরত ছিলেন। ৪।

একদা রাজা কার্য্যবশতঃ রাজসভায় উপস্থিত সুধনের বাক্যভঙ্গীতে তাঁহাকে ধনবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া সমাদর পূর্ব্বক বলিলেন। ৫।

হে গৃহপতে! আমি তোমার কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি যে, তুমি বহু হিরণ্য সঞ্চয় করিয়াছ। তুমি সঞ্চয়জ্ঞ। তোমার সুবর্ণনিধি আছে বলিয়া বোধ হয়। ৬।

সুধন রাজাকর্ত্তৃক হাস্য-সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, হে রাজন্! সত্যই আমার গৃহে কিছু সুবর্ণ সঞ্চিত আছে। ৭।

আপনি রাজা, প্রজাগণের পিতাস্বরূপ ও রক্ষক। আপনি যখন প্রজার প্রতি বাৎসল্যবান্ ও মঙ্গলচিন্তাপরায়ণ, তখন আমাদের কোনই অভাব নাই। ৮।

রাজা যদি আমিষাঘ্রাণে নির্দ্দয় ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে ধনিগণ নির্ধন হয় এবং দরিদ্রগণ নিধনপ্রাপ্ত হয়। ৯।

রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে প্রজাগণ নিঃশঙ্ক হইয়া ধন অর্জ্জন করে, অর্জ্জিত ধন পরস্পর বিভাগ করে এবং বিভক্ত ধন স্বচ্ছন্দে ভোগ করে। ১০।

রাজা সুধনের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মিতমুখে নিজ প্রসন্নতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। ১১।

তুমি বুদ্ধিমান্। অতএব তুমিই আমার কর্ম্মসচিব হইবার উপযুক্ত। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদ্বারাই পৃথিবীভার ধারণ করা যাইতে পারে। ১২।

সুধন রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, হে রাজন্! আমরা রাজসেবায় অনভিজ্ঞ। এমন কি, সভায় বসিতেই জানি না। ১৩।

সেবাবৃত্তি দ্বারা পুরুষের স্বচ্ছন্দতা থাকে না। সুনিদ্রাসুখ হয় না। সংসারে যত প্রকার দুঃখ ও দৈন্য আছে, তৎসমুদয়ই সেবাবৃত্তি দ্বারা সংঘটিত হয়। ১৪।

সেবক পাদপীঠের ন্যায় নিজ প্রভুর চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হয় এবং তাহাতেই সর্ব্বদা অহঙ্কার করে। ১৫।

সেবারূপ মহাপ্রয়াসে সম্পদ্ লাভ করিলেও খলগণই তাহার ভোগ করিয়া থাকে এবং ঐ সম্পদ্ প্রভুর ভ্রূভঙ্গমাত্রেই ভঙ্গপ্রাপ্ত হয়। ১৬।

হে নৃপ! এই সম্পদকে প্রযত্ন সহকারে ধরিয়া রাখিলেও চিরদিন

থাকে না। দর্পবশতঃ উগ্র দুরাগ্রহরূপ গ্রাহ থাকায় সম্পদ্‌সাগর অতি দুর্গম। ১৭।

বিভূতি নিত্য নূতন প্রকার আলিঙ্গনবিশেষ, তাহা প্রণয়প্রকাশে উন্মত্তা নির্লজ্জা বাররমণীর ন্যায় ক্ষণকালের জন্যই রমণীয় হয়। ১৮।

সুধন এইরূপে অনভিমত প্রকাশ করিলেও রাজা তাঁহাকেই মন্ত্রী করিলেন। প্রভুর অভিপ্রায় কে অতিক্রম করিতে পারে? ১৯।

সুধন উচ্চপদ এবং সমস্ত রাজকার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইলে, অন্যান্য মন্ত্রিগণ বিদ্বেষবশতঃ তাহা সহিতে পারিলেন না। ২০।

রাজা খলজন-প্রেরিত হইয়া সুধনের ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেও তিনি কখনও অসৎকার্য্য করিতেন না। ২১।

রাজা মিথ্যা কোপ প্রকাশ করিয়া প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেও সুধন কখনই অধর্ম্মযুক্ত শাসন প্রকাশ করিতেন না। ২২।

সুধন বলিতেন যে, আমি এক জন্মের সুখের জন্য বহু শত জন্মের কষ্টজনক, সজ্জনবিগর্হিত কর্ম্ম কখনই করিব না। ২৩।

সুধন রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ ভয় প্রদর্শনদ্বারা ধর্ম্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমস্ত প্রার্থিগণের অবারিতদ্বার একটি দানসত্র স্থাপিত করিলেন। ২৪।

যশস্বী সুধনের দানসত্র সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলে, জনগণের কল্পবৃক্ষের প্রতি সমাদর অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইল। ২৫।

ইত্যবসরে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত কয়েকজন তীর্থযাত্রী মুনি কষ্টকর, নির্জ্জল ও দুর্গম বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৬।

তথায় মুনিগণ তৃষ্ণায় এরূপ কাতর হইলেন যে, তাঁহারা শুইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে অচেতন পদার্থগণের নিকটেও জল বাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। ২৭।

তাঁহারা বলিলেন যে, দেব, গন্ধর্ব্ব বা নাগগণমধ্যে যে কেহ

দয়াবান্ এখানে বর্ত্তমান আছেন, তিনি আমাদিগকে জল দান করুন। ২৮।

তৎপরে রত্নখচিত কেয়ূর ও শব্দায়মান কঙ্কণের মনোহর ধ্বনিসহ হেমভৃঙ্গার হস্তে করিয়া একটি পুরুষ তরুমধ্য হইতে বিনির্গত হইলেন। ২৯।

তখন মুনিগণ তাঁহার পাণিপল্লবদ্বারা অবনামিত ভৃঙ্গার হইতে পতিত জল আকণ্ঠ পান করিয়া জীবন লাভ করিলেন ও হৃষ্ট হইলেন। ৩০।

মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অদৃশ্য বৃক্ষনিলয় হইতে উদ্ভূত আপনি কে ? ৩১।

তিনি বলিলেন যে, শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথপিণ্ডদ নামে এক-জন বিখ্যাত যশস্বী, লক্ষ্মীর বাসভবনস্বরূপ ও সর্ব্বপ্রদ গৃহস্থ আছেন। ৩২।

পূর্ব্বে আমি একজন সূচিকর্ম্মকারী ছিলাম এবং তাঁহার বাটীর নিকটে বাস করিতাম। অমি সদাই হাত তুলিয়া অর্থিগণকে তাঁহার বাটী দেখাইতাম। ৩৩।

সেই পুণ্যে আমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া এখানে বিহার করিতেছি। আমার এই দক্ষিণ হস্ত অর্থিগণের নিকট উদারভাব প্রাপ্ত হইয়া শোভিত হইতেছে। ৩৪।

তৎপরে মুনিগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া পুনর্ব্বার বনপথে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পথভ্রমণে বনমধ্যে অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ৩৫।

তাঁহারা ঐ বৃক্ষের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে ভোজন যাচ্ঞা করি-লেন। তখন সেই বৃক্ষ হইতে গম্ভীরা ও বিস্ময়জননী বাণী উচ্চারিত হইল। ৩৬।

এই পুষ্করিণীতীরে একটি দ্রোণীতে দিব্য অন্ন পরিপূর্ণ আছে। তথায় গিয়া যথেচ্ছভাবে আহার কর। ৩৭।

মুনিগণ এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক দিব্য ভোজ্য আহার করিয়া সেই দিব্যতরু-সংশ্রিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?" ৩৮।

তিনিও বলিলেন যে, শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথপিণ্ডদ নামে এক গৃহস্থ আছেন। আমি তাঁহার সঙ্ঘভোজনের ব্রাহ্মণ ছিলাম। ৩৯।

আমি পরিচর্য্যায় চতুর ছিলাম এবং দধিকুম্ভ লইয়া পরিবেশন করিতাম। সঙ্ঘভোজন শেষ হইলে আমি স্বল্পমাত্র অবশিষ্ট অন্ন আহার করিতাম। ৪০।

আমি ভিক্ষুগণের তাদৃশ গৌরব ও রাজভোজন-লাভ দেখিয়া এবং নিজের স্বল্পমাত্র অলবণ ভোজনে দুঃখিতমনাঃ হইয়াছিলাম। ৪১।

তৎপরে আমি অনাথপিণ্ডদের কথায় এবং ভোজন-গৌরব-প্রত্যাশায় অষ্টাঙ্গযুক্ত পোষধব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। ৪২।

আমি লোভবশতঃ ব্রত-সমাপ্তি না হইতেই রাত্রিকালে ভোজন করিয়াছিলাম। এজন্য আমি খণ্ডপোষধ নামে লোকসমাজে খ্যাত ছিলাম। ৪৩।

সেই খণ্ডিত ব্রতের ফলেও আমি দেবপুত্র হইয়াছি। মুনি-গণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ৪৪।

তাঁহারা যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন যে, আমরা চিরকাল তীব্র তপস্যাদ্বারা কেবল ক্লেশই পাইতেছি। অদ্যাপি কুশল-লাভ হইল না। ৪৫।

এখন আমরা পোষধব্রত করিবার জন্যই চেষ্টা করিব। নিরপায় ও সুখোপায়ভূত নিজ হিতকার্য্যে কাহার না আদর হয়? ৪৬।

মুনিগণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কৌশাম্বী নগরাভিমুখে গেলেন এবং সেই বিখ্যাত সুধনের গৃহে উপস্থিত হই-লেন। ৪৭।

তথায় তাঁহারা সুধনদত্ত আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গেই অনাথ-পিণ্ডদকে দেখিতে গেলেন। ৪৮।

তাঁহারা শ্রাবস্তী নগরীতে গিয়া অনাথপিণ্ডদ কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদর সহকারে পূজিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটেও যেরূপ দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন। ৪৯।

ধর্ম্মপরায়ণ অনাথপিণ্ডদ প্রীত হইয়া ঐ সকল ব্রতার্থী মুনিগণকে এবং সুহৃত্তম সুধনকে ভগবানের নিকটে লইয়া গেলেন। ৫০।

ভগবান্‌ও অনাথপিণ্ডদের কথায় তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। তাঁহারা ভগবানের অনুগ্রহে সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া সুগতি প্রাপ্ত হইলেন। ৫১।

তৎপরে মুনিগণ চলিয়া গেলে ভগবান্ পক্ষপাতযুক্ত দৃষ্টিপাত দ্বারা সুধনকে বিলোকন করিয়া তাঁহাকে সম্যক্ জ্ঞানভাজন করিলেন। ৫২।

সুধন সত্যসন্দর্শন দ্বারা বিশেষ কুশল লাভ করিয়া কৌশাম্বী-নগরে গমনপূর্ব্বক জিনের জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ৫৩।

চুন্দনামক এক ভিক্ষু ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ বিহার নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া উহা চুন্দবিহারভূমি নামে খ্যাত হইল। ৫৪।

রাধানাম্নী একটি দাসী ঐ বিহারের পরিচারিকা ছিল। ভগবান্ দয়া করিয়া তাহার প্রদত্ত একটি শীর্ণ বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৫৫।

আমি যেন অদাসী হই, এইরূপ মনে মনে প্রণিধান থাকায় রাধা দাসী কর্তৃক প্রদত্ত সেই শীর্ণ চীবরটি ভগবানের সমানবর্ণ হইল। ৫৬।

সুধনের উজ্জ্বল ও অদ্ভুত পুণ্যসম্ভার দেখিয়া ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিলেন। ৫৭।

পুরাকালে বারাণসীতে সুবন্ধান নামে একটি গৃহস্থ ছিলেন। মহা-কুঞ্জরের যেরূপ দানবারি (অর্থাৎ মদধারা) ক্ষয় হয় না, তদ্রূপ ইহাঁরও দানের পরিক্ষয় হয় নাই। ৫৮।

একদা দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি বশতঃ মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, সেই সুবন্ধানেরই অন্নসত্র অর্থিগণের নিকট অবারিত ও অনবরত খোলা ছিল। ৫৯।

তাঁহার গৃহে পদ্মাকর নামে একজন ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ইহাঁর দানকার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইহাঁর ব্যবস্থায় সমৃদ্ধি-সকল দানের নিমিত্ত সর্ব্বদা হাতের কাছে উপস্থিত থাকিত। ৬০।

ধর্ম্মদূত নামক ধীমান্ তাঁহার মন্ত্রী প্রত্যেক বুদ্ধসঙ্ঘের ভোজন-কালের বিজ্ঞাপক হইয়া তথায় উপস্থিত থাকিতেন। ৬১।

একদিন কার্য্যানুরোধে তাঁহার কালব্যতিক্রম সংঘটিত হওয়ায়, কুকুর নামক একজন অগ্রেই সঙ্ঘগণের ভোজনকাল বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। ৬২।

সম্প্রতি সেই সুবন্ধানই আমি হইয়াছি। সেই কোষাধ্যক্ষ অনাথ-পিণ্ডদ হইয়াছেন এবং যিনি ধর্ম্মদূত ছিলেন, তিনিই রাজা উদয়নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৬৩।

কুকুরনামক যে ব্যক্তি সংজ্ঞানির্দ্দেশক ছিলেন, তিনিই সুধন হইয়াছেন। ইহাঁর ঘোষ অর্থাৎ শব্দদ্বারা রাজা ইহাঁকে চিনিতে পারায় ইহাঁর অপর নাম ঘোষিল হইয়াছে। ৬৪।

ভিক্ষুগণ সংসারনাশক ভগবান্‌কর্ত্তৃক কথিত এই [illegible]ত চরিত-কথারূপ পুণ্যময় সৌরভযুক্ত সুধারস, সন্তুষ্টমনে [illegible]র্ণরূপ অঞ্জলিদ্বারা পান করিয়াছিলেন। ৬৫।

সুধনাবদান নামক পঞ্চত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ পল্লব।

পূর্ণাবদান।

বিবুধসদসি পদ্মং শোভতে পঙ্কজন্ম

শুচিপরিসরজাতং স্পৃশ্যতে ন স্থলাজম্।

সহজপরিচিতানাং নিত্যমন্তর্গতানাং

ভবতি সিতগুণানাং কারণং নৈব জাতিঃ ॥ ১ ॥

পঙ্কে উৎপন্ন পদ্ম দেবসভামধ্যে শোভিত হয়। শুচি স্থানে উৎপন্ন স্থলপদ্মকে কেহ স্পর্শও করে না। অতএব জাতি কখনই সতত অন্তর্বর্ত্তী ও পরিচিত স্বাভাবিক সদ্‌গুণের কারণ হইতে পারে না। ১।

পুরাকালে যখন সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলচিন্তা-পরায়ণ ভগবান্ জিন শ্রাবস্তী নগরীর জেতবন নামক আরামে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন শূর্পারক নামক নগরে মনীষিগণের অগ্রগণ্য ও বহুরত্ন সঞ্চয় করায় সাগরসদৃশ ভবনামক এক বণিক্ বিদ্যমান ছিলেন। ২-৩।

কালে এই ভবের কেতকী নামক জায়ার গর্ভে ভবিল, ভবভদ্র ও ভবনন্দী নামে বিখ্যাত তিনটি পুত্র হইল। ৪।

একদা ভব রোগবশতঃ মুমূর্ষুপ্রায় হইলে তাঁহার বাক্‌পারুষ্যভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তদীয় পত্নী ও পুত্রগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার সেবাশুশ্রূষা হইতে বিরত হইল। ৫।

তখন মল্লিকা নাম্নী একটি দাসী ভক্তিবশতঃ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল এবং তাহারই সেবায় ভব ক্রমে সুস্থ হইলেন। ৬।

কৃতজ্ঞ ভব, দাসীর স্নেহে ও উপকারে বাধ্য হইয়া, তাহার সহিত

উপগত হইলেন এবং ঋতুকালে তাহার সহিত সঙ্গত হইয়া একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ৭।

ঐ পুত্রের জন্মে পিতার সকল মনোরথ পূর্ণ হইয়া উঠিল, এ জন্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বালকটির নাম পূর্ণ রাখা হইল। ৮।

পূর্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় বিবাহাদি করিয়া ধনাশাবশতঃ সমুদ্র-গমন করিলেন; কিন্তু পূর্ণ নিজ পিতার দোকানে থাকিয়াই প্রচুর ধন অর্জ্জন করিতেন। ৯।

তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক সাগর হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গণিতে গণিতে নিজ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০।

সমুদ্র-গমন করিয়া তাঁহাদের যত ধনাগম হইয়াছিল, পূর্ণের নিজ গৃহে থাকিয়াই পুণ্যবলে তদপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন হইয়াছিল। ১১।

ইহা দেখিয়া উহাদের বৃদ্ধ পিতা পরিণামে হিতকর এই কথা বলি-লেন যে, অধিক আশা করিলে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ১২।

তোমাদের সমুদ্র-গমন দ্বারা বহু পরিশ্রম করিয়া কিরূপ লাভ হইয়াছে, তাহা ত দেখিয়াছ, কিন্তু মহীয়ান্ পূর্ণ অক্লেশে ততোঽধিক ধন অর্জ্জন করিয়াছে। ১৩।

নিজ নিজ পুণ্যকর্ম্মের ফলে লোকের ধনাগম হইয়া থাকে। কাহারও হস্ত হইতে ধন অপগত হয়, কেহ বা পতিত ধন প্রাপ্ত হয়। ১৪।

সদাচার পরিত্যাগ না করিলে, যথোচিত বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে এবং দেশ ও কালের পরিজ্ঞান থাকিলে, সকল স্থানেই সজ্জনের সম্পদ্ লাভ হয়। ১৫।

ধর্ম্মপরায়ণ সুধীগণ নিজ গৃহেই কৃতার্থতা লাভ করেন। অন্যেরা রত্নাকর সমুদ্রে গিয়াও প্রাণসঙ্কট প্রাপ্ত হয়। ১৬।

ধনোপার্জ্জনের এই মূল সূত্রটি যত্নসহকারে বুঝা উচিত। পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগদ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি, স্বাধীনচেতাগণেরই ধনদ্বারা অভ্যুদয় হয়।১৭।

তোমরা সতত একমত থাকিবে। কদাচ যেন মতভেদ না হয়। বংশমধ্যে মতভেদ হইলে ভগ্ন কুম্ভ হইতে যেরূপ জল অপসৃত হয়, তদ্রূপ বংশ হইতে সমস্ত কল্যাণ অপগত হয়। ১৮।

যেরূপ অগ্নির সহিত কাষ্ঠযোগ না থাকিলে, উহার উজ্জ্বল তেজ নষ্ট হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিদের মধ্যে মতভেদ হইলে, বিপুল বংশেরও বিভূতি নষ্ট হয়। ১৯।

রাত্রিকালে পত্নীগণ কর্ত্তৃক সতত বিদ্বেষবিদ্যা অধ্যাপিত হইলে, ভ্রাতৃগণের মধ্যে মতভেদ হওয়া নিশ্চিত। তাহা কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে? ২০।

যে পর্য্যন্ত কুঠারধারাসদৃশ নারীর প্রভাব অন্তরে প্রবেশ না করে, সে পর্য্যন্ত উন্নত বংশের দ্বৈধভাব কখনই হয় না। ২১।

স্ত্রীগণ ধনালোচনাদ্বারা ভ্রাতাকে, কটুবাক্য ও কুৎসাদ্বারা গুরুজনকে এবং একাভিলাষদ্বারা মিত্রকে বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলে। ২২।

নারীগণ হাসিতে হাসিতেও ভ্রূবিলাসদ্বারা এরূপ বাক্য বলে, যে তাহাদ্বারা মিত্রের স্নেহের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হয়। ২৩।

ভব নিজ পুত্রগণের মঙ্গলের জন্য এইরূপ হিতকথা উপদেশ দিয়া কালে অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ২৪।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় পৈতৃক ধন অবিভক্ত রাখিয়াই দেশান্তরে ধনার্জ্জনের জন্য আসক্ত হইলেন, কিন্তু পূর্ণ গৃহেতেই ধনচিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৫।

কালক্রমে তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং স্ত্রীগণ তাঁহাদের

কর্ণে মন্ত্র দান করায়, বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া তাঁহারা বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এ জন্য তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। ২৬।

অতঃপর তাঁহারা যখন পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ণ দাসীগর্ভজাত বলিয়া তাঁহাকে কোন অংশ দিলেন না। ২৭।

কিছু দিন পরে পূর্ণ পথিমধ্যে শীতে সঙ্কুচিত এবং গ্রীষ্মতাপে বিবর্ণ একটি কাষ্ঠভারবাহীকে দেখিতে পাইলেন। ২৮।

তিনি সেই ভারবাহীর নিকট হইতে মূল্য দিয়া কাষ্ঠভারটি গ্রহণ করিলেন এবং তন্মধ্যে অগ্নিতাপেরও শান্তিপ্রদ দিব্য চন্দন দেখিতে পাইলেন। ২৯।

তিনি নিজ পুণ্যবলে সেই কাষ্ঠভারদ্বারা প্রচুর ধন লাভ করিলেন এবং ক্রমে সার্থবাহগণ ও রাজারও পূজ্য হইয়া উঠিলেন। ৩০।

তৎপরে পূর্ণ অর্থিগণকে সর্ব্বস্ব দান করিলেন এবং ছয়বার সমুদ্রগমন করিয়া সমস্ত বণিক্‌গণের পারাপারের ব্যয় নিজে বহন করিলেন। ৩১।

পরে তিনি শ্রাবস্তীবাসী বণিক্‌গণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার প্রবহণে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রদ্বীপে যাত্রা করিলেন। ৩২।

এইবার প্রত্যাবৃত্তিকালে পূর্ণ প্রবহণস্থ বণিক্‌গণকর্ত্তৃক গীয়মান সুগতবিষয়ক একটি শৈলগাথা শ্রবণ করিলেন। ৩৩।

এই গাথাগুলি কাহার, এই কথা পূর্ণ জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক্‌গণ বলিলেন যে, এই গাথাগুলি ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং গান করিয়াছিলেন। ৩৪।

তিনি এইরূপে বুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়াই অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন। পুরুষগণের নিজবাসনাবর্ত্তী বস্তু উদীরিত হইলেই তাহা প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। ৩৫।

তৎপরে পূর্ণ বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক বিস্তারিতভাবে কথিত ভগবৎ-কথা

শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রতি আসক্তমন এবং ভগবদ্দর্শনে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন। ৩৬।

ক্রমে তিনি গৃহে আসিয়া সমস্ত পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রাবস্তীনগরবাসী নিজসুহৃৎ অনাথপিণ্ডদের সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন। ৩৭।

জিতেন্দ্রিয় পূর্ণ তথায় অনাথপিণ্ডদের নিকট প্রব্রজ্যাভিলাষ নিবেদন করিয়া তাঁহার সহিত ভগবানের নিকট গমন করিলেন। ৩৮।

তিনি তথায় মোহান্ধকারের নাশক দিবাকরসদৃশ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে দেখিয়া তদীয় পাদদর্শনদ্বারাই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। ৩৯।

ভগবান্ পূর্ণের মনোভাব অবগত হইয়া নিজ দশনকান্তিদ্বারা চতুর্দ্দিক্ বিবেকবৎ বিমল করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৪০।

হে ভিক্ষো! আশঙ্কাবর্জ্জিত, বিপক্ষহীন ও ক্ষয়রহিত মৎকথিত ধর্ম্মবিনয়ে আগমন কর এবং নিজ অভিপ্রেত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর। ৪১।

প্রসাদশীল জিন এই কথা বলিবামাত্র সহসা সর্ব্বসমক্ষে অলক্ষিত-ভাবে পূর্ণের দেহে প্রব্রজ্যা পতিত হইল। ৪২।

তৎপরে তিনি প্রশম প্রাপ্ত হইয়া শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞানী হই-লেন এবং শাস্তার শাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক নিজ-স্থানে গমন করিলেন। ৪৩।

পরে পূর্ণ নিজ ক্ষান্তিগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য একটি লোকের সহিত ক্রূরজনের নিবাসস্থান শ্রোণাপরান্তকনামক দেশে গমন করিলেন। ৪৪।

তথায় একটি লুব্ধক মৃগয়ার ব্যাঘাতকারী পূর্ণকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে ধনুঃ আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে মারিতে ধাবিত হইল। ৪৫।

কিন্তু সেই লুব্ধক নির্বিকার, নিরুদ্বেগ, ভয়হীন এবং প্রহারের অনুমোদক পূর্ণকে দেখিয়াই শান্তিভাব অবলম্বন করিল। ৪৬।

তখন প্রসাদগুণসম্পন্ন পূর্ণ সহসা শান্তিপ্রাপ্ত ঐ লুব্ধককে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহাদ্বারা অনুচরসহ লুব্ধক পরিণামে বোধিপ্রাপ্ত হইল। ৪৭।

ক্রমে পূর্ণ তথায় সুগতজনোচিত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যে পরিপূর্ণ, রমণীয় পঞ্চশত বিহার নির্ম্মাণ করাইলেন। ৪৮।

জ্ঞানপূর্ণ পূর্ণ তথায় দেবগণের পূজনীয় হইয়া উঠিলেন এবং মুনিগণের স্পৃহণীয় বৈরাগ্যসম্পৎদ্বারা শোভিত হইলেন। ৪৯।

এ দিকে পূর্ণের অগ্রজ ভাবিল কালক্রমে ধনহীন হইয়া ধনাশা-বশতঃ পুনর্ব্বার সমুদ্র-গমন করিলেন। ৫০।

তিনি প্রবহণে আরোহণ করিয়া অনুকূল বায়ুবশতঃ অল্পদিনমধ্যেই গোশীর্ষচন্দনবনে উপস্থিত হইলেন। ৫১।

তথায় পঞ্চশত কুঠারিকগণ সেই ভুজঙ্গগণব্যাপ্ত দিব্য চন্দন-বন ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, সেই বনের অধিপতি যক্ষসেনাপতি মহেশ্বর ক্রোধ করিয়া কালিকনামক মহাবায়ু ছাড়িয়া দিলেন। ৫২-৫৩।

সেই মহাবায়ুদ্বারা বণিক্‌গণ সকলেই প্রাণসংশয় প্রাপ্ত হইয়া শিব ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। ৫৪।

তখন সেই দলের নায়ক ভবিল অনুতাপসহকারে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আর্ত্তরবকারী বণিক্‌গণকে বলিলেন। ৫৫।

আমার পরমহিতৈষী কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণ পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিল যে, সমুদ্রগমনে বহুতর ক্লেশ; সুখ অতি অল্প। অতএব তথায় যাওয়া উচিত নহে। ৫৬।

ধীমান্ ও সত্যদর্শী পূর্ণের বাক্য না শুনিয়া আমি ধনলোভে এই ঘোর বিপৎসাগরে পতিত হইয়াছি। ৫৭।

বণিক্‌গণ সকলেই এই কথা শুনিয়া এবং মনে মনে পূর্ণের লোক-বিশ্রুত প্রভাব চিন্তা করিয়া তাঁহারই শরণাগত হইল। ৫৮।

জগতের ক্লেশরূপ বিষদোষের অপহারক ও করুণাপূর্ণচিত্ত পূর্ণকে নমস্কার। বণিক্‌গণের এইরূপ সমস্বর শব্দে আকাশ সংপূরিত হইলে, সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্ষণকালমধ্যেই গিয়া পূর্ণকে সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ৫৯-৬০।

শ্রোণাপরান্তকদেশস্থ পূর্ণ বণিক্‌গণের এইরূপ বিপ্লবকথা শুনিয়া সমাধিবলে ক্ষণকালমধ্যে আকাশমার্গে প্রবহণে আগমন করিলেন।৬১।

তখন পূর্ণ তথায় পর্য্যঙ্কবন্ধ অর্থাৎ পর্য্যঙ্কনামক আসনবন্ধদ্বারা মেরুপর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইয়া প্রলয়কালীন বায়ু-সদৃশ সেই উত্তাল বেগবান্ বায়ুর গতি রোধ করিলেন। ৬২।

যক্ষরাজ, পূর্ণ কর্ত্তৃক বায়ুবেগ রুদ্ধ হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং বণিক্‌গণকে চন্দনবন অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। ৬৩।

তখন ভাবিল পূর্ণের অনুগ্রহে বহুতর চন্দন-বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া হর্ষ-সহকারে পূর্ণের সহিত শুর্ব্বার নামক নিজ নগরে গমন করিলেন।৬৪।

অনন্তর পূর্ণ ভ্রাতার সম্মতিক্রমে গোশীর্ষ-চন্দনদ্বারা সুগতগণের বাসোপযুক্ত চন্দনমালা নামক একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। ৬৫।

তৎপরে পূর্ণ ধ্যানযোগে ভগবান্‌কে আহ্বান করিলে, তিনি জেতবন হইতে সত্বর আকাশমার্গে শতযোজন অতিক্রম করিয়া তথায় আগমন করিলেন। ৬৬।

ভগবানের আগমনকালে সম্মুখে বিস্তৃত তদীয় দেহপ্রভাদ্বারা বস্তু-সকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যেন সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। ৬৭।

নগরের উপান্তবাসিনী অঙ্গনাগণ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া অত্যধিক চিত্তপ্রসাদবলে প্রশমে উন্মুখ হইয়া উঠিল। ৬৮।

ভগবান্ অঙ্গনাগণের কুশলের জন্য সংসারে সমাদৃত সত্যোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা দ্বারা তাহারা কুশলপ্রাপ্ত হইল। ৬৯।

ভগবানের প্রভাবে অঙ্গনাগণ তথায় পৌরাঙ্গনা নামক একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিল। অদ্যাপি চৈত্যবন্দকগণ সেই চৈত্যকে বন্দনা করিয়া থাকে। ৭০।

ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া মুনিগণের ও বল্কলধারী মুনির বিশুদ্ধ প্রব্রজ্যা বিধান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। ৭১।

তৎপরে ভগবান্ জিন সেই চন্দনমালানামক প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া উহাকে জনসমূহের ভারধারণে সক্ষম স্ফটিকময় করিলেন। ৭২।

অতঃপর করুণানিধি ভগবান্ রত্নাসনে আসীন হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর শান্তির জন্য নির্ব্বাণোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৭৩।

ইত্যবসরে কৃষ্ণ ও গোতম নামক দুইটি মুনীন্দ্র অনুচরগণসহ তথায় আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক শাস্তার শাসন গ্রহণ করিলেন। ৭৪।

অতঃপর ভগবান্ তথায় প্রাসাদটি প্রতিগ্রহ করিয়া পুনর্বার জেতবনে যাইবার জন্য ভিক্ষুগণসহ উত্থিত হইলেন। ৭৫।

যাইবার সময় ভগবান্ মারীচিলোকবর্ত্তিনী মৌদ্‌গল্যায়নের মাতাকে সদুপদেশদ্বারা ধর্ম্মমার্গে সন্নিবেশিত করিলেন। ৭৬।

অনন্তর ভগবান্ জেতবনে উপস্থিত হইলে, ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইয়া ভগবান্‌কে পূর্ণের পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে তাহা বলিলেন। ৭৭।

পুরাকালে পূর্ণের পূর্ব্বজন্মে পূর্ণ কাশ্যপ নামক সম্যক্‌সম্বুদ্ধের বিহারাধিকারী ও সঙ্ঘগণের সেবক ছিলেন। ৭৮।

একদা তিনি বিহারভূমি মার্জ্জনা করা হয় নাই দেখিয়া ক্রোধবশতঃ প্রব্রজিত উপধিবারিককে কটুকথা বলিয়াছিলেন। ৭৯।

হে উপধিবারিক ! অদ্য কোন্ দৃপ্ত দাসীপুত্রের ভূমিমার্জ্জনার পালা। কি কারণ এই বিহার মার্জ্জনা করা হয় নাই। এই কথা বলিয়া তিনি উপধিবারিককে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। ৮০।

সেই কটুকথা বলার পাপে পূর্ণ নরকদুর্গতি ভোগ করিয়া পঞ্চশত জন্ম দাসীপুত্র হইয়াছেন। ৮১।

ভিক্ষুসঙ্ঘের উপাসনা করাই পূর্ণের মহাপুণ্যের কারণ হইয়াছিল। সেই পুণ্যবলেই ইনি নিঃশেষ-সংসারক্লেশ-বর্জ্জিত অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮২।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত পূর্ণের পুণ্যোপচয়জনিত ঈদৃশ প্রভাব-কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং সভামধ্যে পুণ্যের প্রশংসায় রত হইলেন। ৮৩।

ইতি পূর্ণাবদাননামক ষট্ত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ পল্লব।

মূক-পঙ্গু অবদান।

आकिञ्चन्यसुखाय निस्पृहतया वैराग्यलक्ष्मीजुषः

सर्व्वं यान्ति विहाय कायसचिवाः सन्तः प्रशान्त्यै वनम् ।

तत्रापि व्रतडम्बरे परिकरारम्भाय चेत् सञ्चयः

तत् कः कोशपरिच्छदोपकरणे गेहेऽपराधः कृतः ॥ १ ॥

বৈরাগ্যসম্পন্ন জনগণ নিস্পৃহভাবশতঃ অকিঞ্চনভাবরূপ সুখ-লাভের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া কেবল দেহ সঙ্গে লইয়া শান্তির জন্য বনে গমন করেন। বনে গিয়াও যদি ব্রত-আড়ম্বরের উপকরণ সঞ্চয় করা হয়, তাহা হইলে গৃহে থাকিয়া ধন ও পরিচ্ছদাদি-সংগ্রহে কি অপরাধ হইল ?। ১।

পুরাকালে যখন ভগবান্ জিন জেতবনারাম নামক বিহারে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত শাক্যকুমারগণের বিচিত্র চীবর, উৎকৃষ্ট ভিক্ষাপাত্র ও যোগপট্ট প্রভৃতির প্রভূত সঞ্চয় বিলোকন করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন। ২-৩।

হায়! এখনও ইহাদের দেহাভিমানময় বন্ধনের কারণ নিবৃত্ত হয় নাই। এখনও ইহাদের উপকরণ-সংগ্রহে আগ্রহ আছে। ৪।

দেহ থাকিলে, তাহা পরিষ্কার করিতে হয় এবং তাহার উপকরণ সংগ্রহও করিতে হয়। অহো! দেহাভিমান কিরূপ বন্ধনের শৃঙ্খলস্বরূপ। ৫।

সকল বিষয়েই মধ্যস্থ ভগবান্ জিন এইরূপ চিন্তা করিয়া করুণা-বশতঃ সমাগত শাক্যগণের কুশলের জন্য উদ্যত হইলেন। ৬।

ভগবান্ ভিক্ষুগণের সহিত দেখা না করিবার জন্য এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিবে, তাহাকে তিন মাস সেখানে অপেক্ষা করিতে হইবে। ৭।

এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে, ক্ষুদ্রচীবরধারী ও আরণ্যক-ব্রতচারী উপসেন নামক একজন ভিক্ষু কার্য্যোপলক্ষে তথায় আগমন করিলেন। ৮।

শ্লাঘনীয় উপসেন আসিবামাত্র নিয়মানুসারে নিবারিত হইয়াও তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শনলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং ক্ষণকাল থাকিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ৯।

তিনি যখন গমন করেন, তখন ভিক্ষুগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে আর্য্য! ভগবান্ কিরূপে আপনাকে দর্শন দিলেন? ইহা বড়ই আশ্চর্য্য!। ১০।

ভগবানের আজ্ঞায় তিন মাস অপেক্ষা করিবার যে নিয়ম করা হইয়াছে, আপনি উন্মার্গগামী হইয়া কিরূপে ভিক্ষুসঙ্ঘের সে নিয়মভঙ্গ করিলেন?। ১১।

উপসেন ভিক্ষুগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, আমি কোনরূপ নিয়ম লঙ্ঘন করি নাই। ১২।

দর্শনকালে ভগবান্ স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি আরণ্যক-ভিক্ষু, আমার দর্শনলাভে কোনও নিষেধ নাই। ১৩।

পরিচ্ছদাদি উপকরণ ত্যাগ করায় বন্ধমুক্ত, বৃক্ষমূলবাসী ও ধূলি-শায়ী ভিক্ষুগণের ভগবদ্দর্শনে বারণ নাই। ১৪।

যাঁহারা "এইটি অদ্য হইবে, অন্যটি কল্য হইবে", এইরূপে পাত্র ও চীবর প্রভৃতির সঞ্চয়ে নিরত থাকেন, তাঁহাদেরই দর্শনলাভ হইবে না।১৫।

যাঁহারা শান্তিব্রতের উপকরণ-সংগ্রহে অধিকতর আগ্রহ করেন, তাঁহারা হিমশিশির জল লাভ করিয়াও তৃষ্ণাতুরই থাকেন। নিত্য-নিধান

বিবৃত হইলেও তাঁহারা অন্যাপেক্ষা অধিক দরিদ্রই থাকেন এবং তাঁহাদের চন্দনবৃক্ষ হইতেও সন্তাপপ্রদ অগ্নি উদ্গত হয়। ১৬।

শাক্য ভিক্ষুগণ উপসেন-কথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া সহসা লজ্জায় হতোৎসাহ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৭।

ভগবান্ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন, অন্য লোক-উদ্দেশে বলেন নাই। যেহেতু আমরাই বিচিত্র চীবর পরিধান করিয়া থাকি। ১৮।

ইচ্ছারহিত লোকগণই ভগবানের প্রিয়। আমরা মহেচ্ছাবান্, এজন্য তাঁহার অপ্রিয়। অতএব আমরা ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব। ১৯।

তাঁহারা সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া সুন্দর চীবরগুলি পরিধান করিলেন এবং অতিরিক্তগুলি ত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ২০।

তাঁহাদের কামনা বিরত হওয়ায় ভগবান্ তখন তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করিলেন। যাহাতে জ্ঞানরূপ বজ্রদ্বারা তাঁহাদের সৎকায়দৃষ্টি অর্থাৎ মায়ারূপ শৈল বিদীর্ণ হইল। ২১।

তথাগত ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক স্রোতঃপ্রাপ্তিফলপ্রাপ্ত শাক্যকুমার-গণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন। ২২।

পূর্ব্বকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। দানজলে সতত আর্দ্র বদীয় বাহু দিগ্‌গজের ন্যায় পৃথিবী ধারণ করিয়াছিল। ২৩।

মুক্তালতার ন্যায় গুণশালিনী ব্রহ্মাবতীনাম্নী তদীয় পত্নী সৎপুরুষের কীর্ত্তির ন্যায় বিখ্যাতা ছিলেন। ২৪।

নির্ম্মলাশয়া ব্রহ্মাবতী জলক্রীড়াবস্থায় দিব্যলক্ষণসম্পন্ন ও পতির প্রতিবিম্বসদৃশ একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ২৫।

জলমধ্যে উৎপন্ন ঐ বালক উদক নামে খ্যাত হইয়াছিল।

পিতার যৌবরাজ্যাভিলাষের সহিত বালকটি ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ২৬।

কুমারের জন্মদিনেই তাঁহার পঞ্চশত অমাত্যগণও কুমারের তুল্যরূপ পঞ্চশত পুত্র লাভ করিলেন। ২৭।

জাতিস্মর কুমার শিশুকালেই নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিজের হিতকর ও সমুচিত পুণ্যবিষয়ে চিন্তা করিতেন। ২৮।

পুরাকালে আমি ষষ্টিবর্ষকাল যৌবরাজ্য করিয়া বহুদিন নরকসঙ্কটে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৯।

এই জন্মেও আমার পুনর্ব্বার যৌবরাজ্য উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে অনুরোধ করিলেও আমি কখনই এ পাপকার্য্য করিব না। ৩০।

কুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্যভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া পিতার উদ্বেগজনক মূক ও পঙ্গুভাব গ্রহণ করিলেন। ৩১।

তখন তিনি সকল প্রকার সুলক্ষণযুক্ত হইয়াও রাজ্যলাভের অযোগ্য হওয়ায় বন্ধুজনের দুঃখজনক মূক-পঙ্গু নামে খ্যাত হইলেন। ৩২।

মন্ত্রিপুত্রগণ সকলেই শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় উন্নতিলাভ করিলেন, কিন্তু রাজপুত্র বর্দ্ধিত হইয়াও উঠিতেন না এবং কথাও কহিতেন না। ৩৩।

তৎপরে রাজা বৈদ্যগণকে কুমারের রোগের ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, হে রাজন্! রাজপুত্রের কোনরূপ বিকলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ৩৪।

যদ্যপি অভ্যাসবশতঃ সুখসেবী কুমারের এরূপ দোষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভয় ও সংবেগদ্বারা ইনি উঠিবেন ও কথা কহিবেন। ৩৫।

রাজা বৈদ্য-কথিত এই কথা অনুমোদন করিয়া মিথ্যা ভয় দেখাইবার জন্য পুত্রকে বধ্যভূমিতে পাঠাইলেন। ৩৬।

কুমার বধকারী পুরুষগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া রথস্থ রাজাকে বলিলেন,—এই বারাণসীতে কোন লোক বাস করে না কি? । ৩৭।

পুরুষগণ কুমারের এই কথা শুনিয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে রাজার নিকটে লইয়া গেল, কিন্তু তথায় পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি পুনর্ব্বার কোন কথা কহিলেন না, মূকই রহিলেন। ৩৮।

তৎপরে পুনর্ব্বার বধ্যভূমিতে নীত হইলে কুমার একটি শব দেখিয়া বলিলেন,—এই শবটি কি বাঁচিয়া আছে, না সম্পূর্ণ মরিয়াছে ? ৩৯।

এই কথা শুনিয়া পুরুষগণ তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া গেলে তিনি পুনর্ব্বার মৌনী হইয়াই রহিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার বধ্যভূমিতে নীত হইয়া পথিমধ্যে কুমার তাহাদিগকে বলিলেন যে, এই যে ধান্যরাশি রহিয়াছে, ইহা একবার ভুক্ত হইয়া পুনরায় ভুক্ত হয়। এই কথা বলিয়াও কুমার পিতৃসন্নিধানে নীত হইয়া পিতার সম্মুখে কোন কথাই বলেন নাই। ৪০-৪১।

তৎপরে রাজা কুমারকে যন্ত্রণা দিতে আদেশ করিলে কুমার বলিলেন যে, যদি আমাকে বর দেন, তাহা হইলে আমি কথা কহি এবং পদ দ্বারা গমনও করি। ৪২।

এই কথা শুনিয়া রাজা হৃষ্ট হইয়া বরদান অঙ্গীকার করিলে, কুমার পদ দ্বারা নিজে আগমন করিয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন। ৪৩।

আমি পঙ্গু, মূক বা জড়াশয় নহি, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের ক্লেশ স্মরণ করিয়া বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৪।

আমি পুরাকালে ষষ্টিবর্ষকাল যৌবরাজ্য-সুখ ভোগ করিয়া ষষ্টিসহস্র বৎসর নরকমধ্যে বাস করিয়াছি। ৪৫।

এজন্য আমি রাজভয়ে মূক ও পঙ্গুভাব অবলম্বন করিয়াছি। আমি প্রব্রজ্যাদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিব, আমি এই বর চাহি। ৪৬।

রাজা পুত্র মূক নহে, এ কারণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুত্র সংসারে বিরক্ত, এজন্য দুঃখিতও হইলেন। পরে পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন। ৪৭।

হে পুত্র ! আমার রাজ্য ধর্ম্মমূলক। ইহা ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। যজ্ঞ, দান ও প্রজাপালন দ্বারা রাজসম্পৎ পুণ্যে পূর্ণ হয়। ৪৮।

হে পুত্র ! তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তোমাকে পরিত্যাগ করার কথা শুনিয়া আমি নিদ্রাহীন ও শোকশয্যাশ্রিত হইয়াছি। ৪৯।

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ ও মুক্তাফলবৎ সুন্দর হাস্যশালিনী এই রাজসম্পৎ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা কেন তোমার মনোনীত হইল ? ৫০।

কেন তুমি প্রভূত রাজ্যসুখের সমুচিত শয্যা ত্যাগ করিয়া বনবাসে আসক্ত ও ধূলিপূর্ণ স্থানে শয়নাভিলাষী হইতেছ ? ৫১।

কান্তাগণের লীলোপযুক্ত ও দর্পণমণিমণ্ডিত প্রাসাদশালিনী এই রাজধানী ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রাদির সঞ্চারে ভীষণ, প্রকাণ্ড অজগর সর্পের নিশ্বাস দ্বারা দগ্ধপত্র ও শুষ্কপ্রায় লতাসমন্বিত বনভূমিতে কেন তোমার প্রীতি হইতেছে ? ৫২।

রাজপুত্র পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দন্ত ও অধরের কমনীয় কান্তিদ্বারা তাঁহাকে যেন বৈরাগ্য গ্রহণ করাইয়া বলিতে লাগিলেন। ৫৩।

শীতল ও নির্ম্মল জলসমন্বিত, সন্তোষরূপ চন্দ্রকিরণে শীতল ও বৈরাগ্য দ্বারা সুন্দর বনভূমি কাহার প্রিয় নহে ? ৫৪।

পরদার যেরূপ ক্ষিপ্রসুখদ্বারা দুর্জ্জনকে আবর্জ্জিত করে এবং নরকগমনে আয়াসিত করিয়া অপায় সাধন করে, সকল নারীই তদ্রূপ বলিয়া আমি বোধ করি। ৫৫।

চিন্তা, মন্ত্রণা, বিবেচনা ও ইন্দ্রিয়সংযম এইগুলি রাজগণের মন্দ নহে ; কিন্তু তাঁহাদের প্রযত্ন করিয়া হিংসা করিতে হয়, ইহাই নরকের কারণ। ৫৬।

কাননভূমি কুসুমচ্ছলে সংসারকে উপহাস করে এবং স্বভাবতঃ বুধগণের প্রশমময়ী প্রীতি বিধান করে। রাজসম্পৎ গাঢ় চিন্তায় পরি-

শ্রান্ত ও ব্যজনের বায়ুদ্বারা উচ্ছ্বাসময়, অতএব ইহা সুখকর নহে, ইহা নিশ্চিত। ৫৭।

হে তাত! আমাকে অনুমতি দান করুন। আমি তপোবনে যাই-তেছি। সমস্ত পদার্থই অনিত্য বলিয়া জানিবেন। ৫৮।

মনীষী মহীপতি পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা যথার্থ বলিয়া বুঝিলেন এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৫৯।

হে পুত্র! তুমি যদি বিবেকবিমল বনভূমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অগ্রে আমার সংশয় দূর করিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবে। ৬০।

যখন তুমি বধ্যভূমিতে যাইতেছিলে, তখন বক্রভাবে কথা কহিয়া-ছিলে, তাহার কি অভিপ্রায়, তাহা তত্ত্বতঃ আমাকে বল। ৬১।

কুমার রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, এখানে এমন কোন লোক নাই যে, আপনাকে আমার বধ হইতে নিবৃত্ত করে। ৬২।

সুকৃতী ব্যক্তি মৃত হইয়াও জীবিত থাকে, পাপী ব্যক্তি না মরিয়াও মৃত হয়। ধনিগণ ধান্যরাশির ন্যায় পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যই মূল হইতে ভোগ করে। এই আশয়ে আমি তখন সেই কথা বলিয়াছি। ৬৩।

রাজা এই কথা শুনিয়া আদর সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি কুশল লাভের জন্য যাহা সমুচিত বোধ কর, তাহাই কর। ৬৪।

তৎপরে তিনি সজলনয়ন পিতা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পঞ্চশত মন্ত্রিপুত্রের সহিত তপোবনে গমন করিলেন। ৬৫।

তথায় তিনি অনুচরগণ সহ মহর্ষির নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরে দেখিলেন যে, মন্ত্রিপুত্রগণ কুণ্ড ও বল্কল প্রভৃতি প্রচুর সংগ্রহ করিয়াছেন। ৬৬।

তৎপরে সঞ্চয়বিদ্বেষী কুমার তাহাদের সহিত দেখা করিবেন

না মনে করিয়া কিছুকাল একাকী বিজন বনে বাস করিতে লাগিলেন। ৬৭।

কুমার দর্শন ও সম্ভাষণে বদ্ধনিয়ম হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত মৃগকে স্বাগতবাক্য ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। ৬৮।

অমাত্যতনয়গণ একটি মৃগব্রতধারী মুনিকে কুমার কর্ত্তৃক সমাদৃত দেখিয়া সকলেই লজ্জিত হইয়া চিন্তা করিলেন। ৬৯।

মৃগ ও মৃগব্রতচারী মুনি, উভয়েই সঞ্চয়হীন, এজন্য কুমার ইহাদিগকে সমাদর করিয়াছেন। ইহাদের অজিন, দণ্ড বা অন্য কোন সম্ভারের আড়ম্বর নাই। ৭০।

এই জন্যই কুমার আমাদের সহিত দেখা করা নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। ইনিও যদি ব্রতোপকরণ-সংগ্রহে ব্যগ্র থাকিতেন, তাহা হইলে ইহাঁরও দর্শন নিশ্চয়ই বারণ করিতেন। ৭১।

মন্ত্রিপুত্রগণ সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত ব্রতোপকরণ বারণা নদীতে নিক্ষেপপূর্ব্বক শুদ্ধান্তঃকরণে কুমারের নিকট গমন করিলেন। ৭২।

অতঃপর কুমার, গৃহত্যাগী মন্ত্রিপুত্রগণের প্রকৃতি ও ধাতু বিবেচনা করিয়া আশয় ও অনুশয়ের সমুচিত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। ৭৩।

আমিই সেই মূকপঙ্গু রাজপুত্র ছিলাম এবং শাক্যগণই তখন মন্ত্রিপুত্র হইয়াছিলেন। আজও আমি পুনর্ব্বার ইহাঁদিগকে ত্যাগোপদেশ প্রদান করিলাম। ৭৪।

ভিক্ষুগণ স্বয়ং জিন কর্ত্তৃক কথিত এইরূপ শাক্যকুমারগণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্রিতবৎসল ভগবান্ জিনের পরমকরুণার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৭৫।

ইতি মূক-পঙ্গু অবদান নামক সপ্তত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ পল্লব।

ক্ষান্তি অবদান।

ते जयन्ति धृतिशालिनः परं निर्व्विकाररुचिसूचिताद्भुताः ।
शेषवत् पृथुलभारनिर्व्यथा ये वहन्ति सुकृतक्षमाः क्षमाम् । १ ।

যে সকল সৎকার্য্যক্ষম জনগণ বাসুকির ন্যায় গুরুভারে ব্যথিত না হইয়া পৃথিবীকে বহন করেন এবং নিবিকার রুচি দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সূচনা করেন, এরূপ ধৃতিশীলগণই ধন্য। ১।

পুরাকালে কোন এক নগরে প্রজাগণের হৃৎকম্পকারী শত্রু-স্বরূপ প্রসেন নামক এক যক্ষ লোকগণকে অত্যন্ত পীড়া দিয়া উদুম্বর বৃক্ষে বাস করিত। ২।

অনাথবন্ধু ও সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্ ভগবান্ সেই অকাল কালস্বরূপ যক্ষকে শিক্ষোপদেশ দ্বারা শরণাগত করিয়া শান্তি উপ-দেশ দ্বারা বিনয়সম্পন্ন করিলেন। ৩।

সেই জগতের পীড়াদায়ক শান্তিগুণাবলম্বী হইলে দেবরাজ ইন্দ্র হৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হাস্যকারী ও সঞ্চরণকারী ভগবান্‌কে বলিলেন। ৪।

কি জন্য আপনার মুখপদ্মে হাস্যরূপ চন্দ্রলেখার উদয় হইল। ইহা কোন আশ্চর্য্য বৃত্তান্তসূচক হইবে। সত্ত্বগুণসাগর জনগণ সামান্য লোকের ন্যায় অকারণ হাস্য করেন না। ৫।

সর্ব্বদর্শী ভগবান্ দেবরাজের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে ইন্দ্র! এই স্থানে আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় হাস্য করিয়াছি। ৬।

পুরাকালে রোষবর্জ্জিত ক্ষান্তিরতি নামে এক মুনি এই বনে বাস করিতেন। ইন্দু যেরূপ অরবিন্দে বিদ্বেষবান্, তদ্রূপ ইনিও পৃথিবীস্থ লোকমাত্রেরই ক্রোধ বা রজোগুণের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন। ৭।

একদা উত্তরদেশাধিপতি বসন্ত বনশোভা-দর্শনে কৌতুকবশতঃ কেলিসুখের জন্য অন্তঃপুরিকাগণসহ ক্ষান্তিরতির আশ্রমসন্নিধানে আগমন করিলেন। ৮।

ভূমিপাল বসন্ত ক্রোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্য একটি নাম কলি ছিল। তিনি তথায় নিতম্বিনীগণের ক্রীড়াকালীন পাদপ্রহারলাভে অশোকবৃক্ষের শোভা এবং তাহাদের মুখমদিরা-লাভে বকুল-বৃক্ষের শোভা লাভ করিলেন। ৯। *

রাজার বনবিহারে তাপসগণের তপস্যার বিলোপ হওয়ায় অত্যধিক কোপবশতঃ তাঁহাদের ভ্রূকুটীভঙ্গীর ন্যায় দৃশ্যমান এবং কামাগ্নির ধূমের ন্যায় অনুভূয়মান উড্ডান ভ্রমরগণ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারিত হইল।১০।

পবনাকুল ভ্রমর লতাগণের পুষ্পস্তবকে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহা স্তনের আকার ধারণ করিল এবং রক্তাধর ললনাগণও পাটলবর্ণ পল্লব-শোভিত লতার শোভা ধারণ করিল। ১১।

রাজাঙ্গনাগণ কৌতুকবশতঃ বনে বিচরণ করিতে করিতে নিশ্চল-ভাবে ধ্যানাসক্ত পূর্ব্বোক্ত রাগবর্জ্জিত ঋষিকে দেখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া অবস্থান করিলেন। ১২।

অনন্তর রাজা সেই স্থানে আসিয়া এবং বধূগণবেষ্টিত ঐ ঋষিকে বিলোকন করিয়া ঈর্ষ্যা ও ক্রোধবশতঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঋষির হস্ত ও পদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৩।

ধীরপ্রকৃতি ঋষি ছিন্নাঙ্গ হইয়াও বিকারপ্রাপ্ত হইলেন না এবং

* আলঙ্কারিকগণ বলেন যে, কামিনীগণের পদাঘাতে অশোক এবং মুখমদিরা-লাভে বকুল পুষ্পিত হয়।

রাজার প্রতি কোন কোপও প্রকাশ করিলেন না। ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও দেবগণ রাজার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ১৪।

তৎপরে রাজা নিজরাজধানীতে গমন করিলে অন্যান্য বন হইতে সমাগত মুনিগণ তথায় ঋষিকে ছিন্নাঙ্গ দেখিয়া তাঁহারা ক্ষান্তিপরায়ণ হইলেও ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ১৫।

তখন ঋষি শাপপ্রদানে উন্মুখ মুনিগণকে নিবারণ করিয়া ক্ষমা করিতে বলিলেন। ক্ষমাগুণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতচিত্ত জনগণের কখনই কোপ কার্য্যসহ সঙ্গত হয় না। ১৬।

প্রসন্নচিত্ত ঋষি বলিলেন যে, যদি পাণিপদচ্ছেদে আমার কোনরূপ বিকারবেগ বা ক্রোধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমি যেন পুনশ্চ অক্ষতদেহ হই। ১৭।

তৎপরে ক্ষণকালমধ্যেই ঋষির হস্তপদ পুনঃ সংলগ্ন হইল। তখন দেবগণ স্তবপাঠপূর্ব্বক সত্ত্বশুভ্র পুষ্পদ্বারা ক্ষান্তিগুণান্বিত ঋষিকে পূজা করিলেন। ১৮।

রাজাও সেই পাপরূপ বিষাক্ত বিস্ফোটকের যাতনায় চেষ্টাবিহীন হইয়া এবং তাহার উৎকট পূয়রূপ আবর্ত্তে গড়াগড়ি দিয়া সংবর্ত্তপাক নামক নরকে গমন করিলেন। ১৯।

আমিই পুরাকালে সেই ক্ষান্তিরতি নামক মহর্ষি ছিলাম এবং দেবদত্তই কলি নামক রাজা ছিলেন। এই অতীত বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় আমি হাস্য করিয়াছি। অকারণ হাসি নাই। ২০।

দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিতমানস হইলেন এবং আনন্দাতিশয়বশতঃ তদীয় সহস্র নয়ন বিকসিত হওয়ায় সূর্য্যকিরণস্পর্শে বিকসিত কমলাকরের শোভা ধারণ করিয়া দেবগণের বসতিস্থান স্বর্গে গমন করিলেন। ২১।

ইতি ক্ষান্তি অবদান নামক অষ্টত্রিংশ পল্লব সমাপ্ত।

উনচত্বারিংশ পল্লব।

কপিলাবদান।

অত্যন্তমুন্নতিমতাং মহতাং বিনাশদোষস্য দুর্জ্জনসমাগম এব হেতুঃ।
কূলদ্রুমাঃ কিল ফলপ্রসবৈঃ সহৈব সদ্যঃ পতন্তি জলসঙ্গতিভিন্নমূলাঃ ।১।

দুর্জ্জন-সমাগমই অত্যন্ত উন্নতিশালী মহাজনের বিনাশ-দোষের কারণ হয়। নদীতীরস্থ বৃক্ষ জল-সঙ্গমে ভগ্নমূল হইয়া ফল ও পুষ্প সহ নিপতিত হয়। ১।

পুরাকালে ভগবান্ তথাগত রুচির অট্টালিকা-শোভিত বৈশালী নগরীতে বল্গুমতী নদীর তটে বিচরণ করিতেছিলেন। ২।

সেই সময় কৈবর্ত্তগণ ঐ নদীর দুস্তর ও গভীর জলে জাল নিক্ষেপ করিয়া ঘোরাকার একটি মকর উদ্ধৃত করিল। ৩।

ঐ মকরের আঠারটি মস্তক এবং সিংহ ও গজের ন্যায় প্রখর মুখ ছিল। উহার পর্ব্বতাকার দেহ বহু সহস্র লোকে আকর্ষণ করিয়া তুলিল। ৪।

জনগণ উহাকে দেখিয়াই ভয়ে আকর্ষণ-রজ্জু ছাড়িয়া দিল এবং বিস্ময়ে নিশ্চলনয়ন হইয়া ক্ষণকাল সেই স্থান হইতে যাইতেও পারে নাই, থাকিতেও পারে নাই। ৫।

এই বৈচিত্র্যময় সংসারে শত শত আশ্চর্য্যময় বিকৃত পদার্থ কত যে আছে, তাহার কে গণনা করিতে পারে? ৬।

ইত্যবসরে ভূতভাবন ভগবান্ জিন সর্ব্বপ্রাণীর পরিত্রাণের জন্য উদ্যত হইয়া ঐ স্থানে আসিলেন। ৭।

তিনি তথায় কৌতুকবশতঃ একত্র সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা জনগণকে দেখিয়া নদীতীরে আসন গ্রহণ করিলেন। ৮।

ভিক্ষুগণপরিবৃত ভগবান্‌কে তথায় আসীন দেখিয়া জনগণ সকলেই উন্মুখ হইয়া সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। ৯।

কৈবর্ত্তগণ ভগবান্‌কে দেখিয়াই বিনয়াবনত হইয়া প্রাণিগণের বন্ধনসাধন সংসারসদৃশ বিশাল জাল ত্যাগ করিল। ১০।

তাহারা ভগবানের বাক্যে মৎস্য, কুম্ভীর ও নক্রাদিকে জলে ত্যাগ করিয়া হিংসাবিরত ও পাপবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। ১১।

ভগবান্ কৈবর্ত্তগণকর্ত্তৃক সমুদ্ধৃত সেই মহামকরকে সম্মুখে দেখিয়া দশনকান্তিদ্বারা করুণানদীর সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বলিলেন। ১২।

বৎস! তুমি কি কপিল? তুমি কি নিজ দুষ্কৃত স্মরণ করিতেছ না? তুমি নিজ বাক্যদোষের এইরূপ ফলভোগ করিতেছ। ১৩।

তোমার অকল্যাণের হেতুভূতা জননী এখন কোথায় আছেন? সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মকর নিজ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল। ১৪।

হে বিভো! আমি কপিলই বটে এবং আমার নিজ দুষ্কৃতও স্মরণ করিতেছি। বাক্য-দোষেরই এই ফলভোগ করিতেছি বটে। ১৫।

আমার নরকের উপদেষ্টী মাতা অগ্রেই নরকে গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া মকর তথায় উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১৬।

ভগবান্ শোকসাগরে নিমগ্ন মকরকে পুনরায় বলিলেন,— এখন তুমি তির্য্যক্‌যোনিপ্রাপ্ত। এ অসময়ে আমি কি করিব? ১৭।

প্রমাদবান্ জনগণের উল্লাসজনিত উচ্চহাস্য ও পাপকার্য্য নরক-পাতের কারণতা প্রাপ্ত হইলে, তখন শান্তিরহিত অনুতাপ প্রতি রাত্রে বিষতুল্য অত্যধিক ক্লেশাবেশ দ্বারা সন্তাপ ও রোদনের শরণাগত হইতে উপদেশ দেয়। ১৮।

দুঃখক্ষয়ের জন্য ক্ষণকাল আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ কর। চিত্ত প্রসন্ন হইলে যথাকালে ত্রিদশালয়ে গমন করিবে। ১৯।

বৎস ! এই হিতবাক্য শ্রবণ কর এবং মনে বিচার করিয়া কার্য্য কর। সকল সংস্কারই অনিত্য। কেবল শান্তি ও নির্ব্বাণের ক্ষয় নাই।২০।

ভগবানের এইরূপ আজ্ঞায় মকর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলে তত্রত্য জনগণ বহুক্ষণ বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া রহিল । ২১ ।

তৎপরে একজন প্রণয়সহকারে আর্য্য আনন্দের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের নিকট মকরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২২ !

বিমলজ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন ভগবান্ আনন্দকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,---এই অকুশলশীল মকরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ২৩।

পুরাকালে ভদ্রকনামক কল্পে যখন মনুষ্যের অযুতবর্ষ পরমায়ু-কাল ছিল, তখন কাশ্যপ নামক বুদ্ধ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ২৪।

ঐ সময়ে বারাণসীতে অর্থিগণের কল্পবৃক্ষসদৃশ মহাবদান্য কৃকি নামে রাজা বিদ্যমান ছিলেন। ২৫।

একদা পণ্ডিতসভায় সমাসীন দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য কৃকির নিকট বাদিসিংহনামক একটি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন। ২৬।

তিনি আগমন মাত্রেই রাজদর্শন, আসন ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যগণসহ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ২৭।

হে বিভো ! আপনি পণ্ডিতসভাস্থিত ও কল্যাণবান্ আপনার মঙ্গল হউক। আমরা কেবল আপনার সচ্চরিতামৃতের লুব্ধক এবং দর্শনের অভিলাষী। আমরা অন্য রাজার নামোচ্চারণও করি না। কেবল আপনারই সদ্গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। কি জন্য আপনি সর্ব্বগুণাধার হইয়া আমাদিগকে দোষযুক্ত করিয়াছেন। ২৮।

আপনি নিরন্তর রত্নবৃষ্টি করেন বলিয়া যাচকগণও বহু অর্থিগণের কামনার পরিপূরক হন। হে অনুপম পুণ্যনিধি বদান্য ! ইহা সমস্তই আপনারই দান-বৈভবের বিকাশ। ২৯।

হে রাজন্! আমরা সদ্‌গুরুর সেবা করিয়া পণ্ডিতগণের বিজয়কারী কিছু বিদ্যার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিতরূপ কমলমণ্ডিত এই সভায় আমাদের শিক্ষিত বিদ্যার কিছু পরিচয় দিয়া তাহার উৎকর্ষ দেখাইব। ৩০।

নিজের গুণকীর্ত্তনে সজ্জনের বুদ্ধি লজ্জিত হয়। তথাপি প্রৌঢ়-ভাবে তর্কযুদ্ধ করিতে অভিলাষ হওয়ায় এরূপ বলিতেছি। হে রাজন্! এই পৃথিবীমধ্যে যদি কেহ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত থাকেন, তাহা আপনি অন্বেষণ করিয়া দেখুন। ৩১।

রাজা বাদিসিংহের এইরূপ গুরুগম্ভীর ও উৎকট সন্দর্ভময় বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তখনই মনে মনে চিন্তা করিলেন। ৩২।

ইনি যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না পাইয়া গর্ব্বে উদ্ধতভাবে চলিয়া যান, তাহা হইলে ইহা আমার রাজ্যের যশোনাশের ডিণ্ডিমস্বরূপ হইবে। ৩৩।

যেখানে রাজা মূর্খ ও গুণের অপমানকারী হয়, লোকে তথায় বিদ্যার্জ্জনের পরিশ্রম করে না। ৩৪।

রাজা বিবেক দ্বারা বিমল জ্ঞানসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে লোক-মধ্যে সদাচারের ন্যায় বিদ্যা প্রবর্ত্তিত হয়। ৩৫।

অতএব প্রযত্ন সহকারে ইহাঁর গর্ব্বের নিগ্রহ করা উচিত। দেশ-মধ্যে বিদ্যার অভাব রাজারই দোষে হয়। ৩৬।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া নগরোপান্তগ্রামবাসী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ একটি ব্রাহ্মণকে অমাত্যগণ দ্বারা আনয়ন করিলেন। ৩৭।

উপাধ্যায় রাজসভায় আসিয়া তর্ককর্কশ বাদিসিংহের দর্পরূপ কেশরের কর্ত্তন কারলেন। ৩৮।

অশেষবাদিবিজয়ী বাদিসিংহ উপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিজিত হইলে সরস্বতী যেন লজ্জিতা হইয়া মৌনভাব গ্রহণ করিলেন। ৩৯।

শুভ্রতেজে সমারূঢ় মনীষিগণের গুণোৎকর্ষ নক্ষত্রোদয়ের ন্যায় পরপর উপর্য্যুপরি দেখা যায়। ৪০।

রাজা বাদিসিংহকে প্রভূত ধনদান পূর্ব্বক বিদায় দিয়া বিজয়ী ব্রাহ্মণকে নগরসদৃশ গ্রামটি প্রদান করিলেন। ৪১।

অনন্তর উপাধ্যায় উত্তম গজ ও অশ্ব লাভ করিয়া সুন্দর কেয়ূর ও কঙ্কণ ধারণপূর্ব্বক শ্রীসম্পন্ন হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ৪২।

সম্পৎ ভূমিপালগণের বাহুবলে লব্ধ হয় এবং বণিক্‌গণের সাগর-গমন দ্বারা লব্ধ হয়; কিন্তু বিদ্যাবান্‌গণের গুণে অর্জ্জিত সম্পৎ অধিকতর শোভিত হয়। ৪৩।

কিছুদিনের পরে শ্রীমান্ উপাধ্যায়ের পুত্রজন্মে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। সুখের উপর সুখসম্পৎ হওয়াই পুণ্যকার্য্যের লক্ষণ। ৪৪।

কপিলনামক ঐ শিশুটির মস্তকের কেশ অগ্নির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। ধীমান্ কপিল পিতা অপেক্ষাও অধিক বিদ্বান্ হইল।৪৫।

মহাবংশেই বিদ্বান্ উৎপন্ন হয়। বিদ্যা হইলে বিভবাগম হয়। বিভবাগমে পুত্রের গুণোৎকর্ষ হয়। এ সকল পুণ্যবৃক্ষেরই ফল।৪৬।

কালক্রমে ব্যাধিযোগে মুমূর্ষুদশাপ্রাপ্ত, পুত্রবৎসল উপাধ্যায় পুত্রকে বিজনে আহ্বান করিয়া বলিলেন। ৪৭।

হে পুত্র! আমি বাল্যকালে গুণার্জ্জন ও যৌবনে ধনার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু পরলোকের সুখার্জ্জন কিছুই করি নাই। ৪৮।

সুনিশ্চিত সীমাবদ্ধ কাল উত্তমর্ণের ন্যায় উপস্থিত হইলে এখন আমি বিবশ হইয়াছি। আমার বিদ্যা বা ধন কোথায় রহিল। ৪৯।

গুণরূপ পুষ্প-শোভিত ও সুখরূপ ফলমণ্ডিত এবং ধনদ্বারা বদ্ধমূল এই জনরূপ কাননে দুঃসহ বজ্রের ন্যায় অকাল কাল পতিত হয়। ৫০।

কলাবান্ জন ক্ষণিক সুখের জন্য নিজ বিদ্যাকলা দ্বারা জন্মকাল

যাপন করে। মোহাধীন মনুষ্য পশু-শিশুতেও প্রীতিমান্ হয়, কিন্তু দেহত্যাগকালে সমস্তই অন্যরূপ হয় এবং সেও অন্যরূপ হয়। ৫১।

স্নেহ ও মোহের বশীভূত হইয়া আমি তোমাকে এই হিতকথা বলিতেছি। বৎস! তুমি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ। সংসারের সার আশ্রয়ণীয় বিষয় তুমি সবই জান। ৫২।

সজ্জনকে প্রণাম করিবে। কটুকথা বলিবে না। প্রযত্ন সহকারে পরোপকার করিবে। এই তিনটি পুণ্যই পুরুষের পাপগর্ত্তে পতনের বিরোধী অবলম্বনস্বরূপ। ৫৩।

অলোভ-শোভিত বৈভব, বিদ্বেষে অনাসক্তি ও নিজ সুখে মোহাভাব, এই তিনটি কুশল-বৃক্ষের মূলে সমস্ত সৎফল বাস করে। ৫৪।

যতদিন এই ভূমণ্ডলে সূর্য্য তাপ দিবেন, হে পুত্র! ততদিন তোমার সদৃশ বিদ্বান্ ও বাদী কেহই থাকিবে না। ৫৫।

তুমি কদাচ ভিক্ষুগণ সহ বাদবিতণ্ডা করিও না। গভীর জ্ঞানবান্ ও বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ভিক্ষুগণের বুদ্ধি অতি দুর্বোধ। ৫৬।

পূর্ব্বে আমি একটি ভিক্ষুকে একটা পদের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাস্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রশ্ন করিতেই জান না অথচ পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেও। ৫৭।

অতএব তুমি ভিক্ষুর সহিত বিবাদ করিও না। উহা পাণ্ডিত্যের পীড়নমাত্র। বলপরীক্ষা করিবার জন্য কেহ মস্তকদ্বারা পর্ব্বতে তাড়ন করে না। ৫৮।

বিপ্র তনয়কে এই কথা উপদেশ দিয়া পরলোক গমন করিলেন। কায়রূপ পান্থগৃহবাসী পথিকস্বরূপ প্রাণিগণ কেহই চিরকাল থাকে না। ৫৯।

কালক্রমে বাগ্মী কপিল সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া রাজসকাশে বহু ধন, মান ও অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইলেন। ৬০।

তৎপরে একদিন কাচরানাম্নী কপিলের জননী বাদিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত নিজপুত্র কপিলকে একান্তে বলিলেন। ৬১।

হে পুত্র! তুমি বাদিগণের দর্পনাশ করিয়া দিগ্‌বিজয়ী হইয়াছ। কিন্তু দর্পান্ধ ও অতিদুর্জ্জন শ্রমণগণকে পরাজিত কর না কেন, তাহাদের কেন ছাড়িয়া দিয়াছ? ৬২।

যে ব্যক্তি পরের উৎকর্ষে অধিরূঢ় হয় এবং প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমাবান্ হয়, তাহাকে লোকে অক্ষম বলে এবং শীঘ্রই তাহার যশঃক্ষয় হয়। ৬৩।

কপিল মাতার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,— বিদ্বান্ পিতা আমাকে শ্রমণগণের সহিত বিতণ্ডা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ৬৪।

আমরা পুথির পাতা অবলম্বন করিয়া বিবাদ করিয়া থাকি, ইহা আমাদের দুর্জীবিকা। এই জীবিকা দ্বারা আমরা গুণবান্ ও মান্য-গণের মানহানি করি। ৬৫।

গুরুজনের বিদ্বেষে দুঃসহ এই প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যে ধিক্। ইহাতে মহাজনের সুখভঙ্গ করিতে উদ্যম করা হয়। ৬৬।

যে বুদ্ধিতে কপটতা নাই, সেই বুদ্ধিই যথার্থ বুদ্ধি। যে সম্পদ্ লোভ নাশ করে, তাহাই যথার্থ সম্পদ্। যাহার দর্প নাই, তাহারই যথার্থ বিদ্যা হইয়াছে। যে শক্তি ক্ষমাশালিনী, সেই শক্তিই যথার্থ শক্তি। ৬৭।

অতএব হে মাতঃ! কাহারই সহিত বিদ্বেষ বা বিগ্রহ করা উচিত নহে। জগৎপূজ্য ও বিখ্যাতকীর্ত্তি ভিক্ষুগণের সহিত কোন মতে বিবাদ করা উচিত নহে। ৬৮।

প্রমাণের উপর অবস্থিত ভিক্ষুগণকে কেহই বিজয় করিতে পারে না। উঁহাদের নৈরাত্ম্যবাদ কোনও বাদী খণ্ডন করিতে পারে নাই। ৬৯।

কপিলমাতা পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিতা হইলেন এবং বলিলেন যে, তোমার পিতা নিশ্চয়ই পাপাচারী শ্রমণগণের চেটক ছিলেন। ৭০।

তুমিও মহান্ ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন, প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া সেই-রূপই হইয়াছ দেখিতেছি। ৭১।

প্রমাণরূপ বিপুল খড়গ দ্বারা শ্রমণগণের নিগ্রহ কর। মেঘ-সঙ্ঘকে বিদারণ না করিয়া সূর্য্য বিরাজিত হন না। ৭২।

মাতৃভক্ত কপিল মাতৃবাক্যে এইরূপ পরিচালিত হইয়া ধীরে ধীরে ভিক্ষুগণের আশ্রমে যাইতে উদ্যত হইলেন। ৭৩।

তিনি যাইবার সময় পথিমধ্যে সম্মুখাগত একটি ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা-চ্ছলে গ্রন্থসার ও সময়োচিত প্রমাণবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ৭৪।

ভিক্ষু কপিল কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিলেন যে, আমাদের শাস্ত্রে গভীর শব্দার্থের নির্ণয় ও তিন লক্ষ প্রমাণ আছে। ইহা তীর্থিকগণের দুর্লভ। ৭৫।

লোক কোথা হইতে পরাবৃত্ত হয় ও কোন্ পথে থাকে। সুখ ও দুঃখ কোথায় লোকের চিত্ত বন্ধন করে। ৭৬।

শাস্তা ভগবানের বাক্য এইরূপ গভীর শব্দার্থযুক্ত। যাহারা সর্ব্বজ্ঞের উপাসনা করে নাই, তাহারা কোন ক্রমে ইহা বুঝিতে পারে না। ৭৭।

কপিল এই কথা শুনিয়া ও শ্লোকের গাম্ভীর্য্য-দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভগবান্ কাশ্যপের পবিত্র তপোবনে গমন করিলেন। ৭৮।

তথায় ভিক্ষুগণকে দেখিয়া প্রসন্নহৃদয় ও প্রসন্নবদন হইয়া এবং অশ্রদ্ধা ত্যাগ পূর্ব্বক গতমৎসর হইয়া চিন্তা করিলেন। ৭৯।

ইহাঁদিগের প্রতি বিদ্বেষ ও কলুষবুদ্ধি করিয়া কে ক্রূরতা করিতে পারে? ইহাঁদের সন্দর্শনেই মন বিমল হয়। ৮০।

কপিল বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ

করিতে অনিচ্ছুক হইলেন এবং পথক্লেশমাত্র লাভ করিয়া স্বগৃহে গমন পূর্ব্বক মাতাকে বলিলেন। ৮১।

হে মাতঃ! তুমি আমাকে অকারণ কলহকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছ। গূঢ়ার্থগ্রন্থবাদী শ্রমণগণকে কেহ জয় করিতে পারে না। ৮২।

আমি পথিমধ্যে একটি ভিক্ষুমুখে একটিমাত্র শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাহার কিছুমাত্র অর্থ বুঝিতে না পারায় লজ্জাবশতঃ বহুক্ষণ অধোবদন হইয়া ছিলাম। ৮৩।

উহঁাদের গ্রন্থ যাহারা অভ্যাস করে নাই, এরূপ কোন লোকই তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেও পারে না। তাঁহারা প্রব্রজিত লোক ব্যতীত অন্ত কাহাকেও শাস্ত্র কহেন না। ৮৪।

জননী পুত্রকথিত এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি কেবলমাত্র ক্লেশই প্রাপ্ত হইয়াছি। ৮৫।

যে পুরুষ সঙ্ঘর্ষ ও অমর্ষবিহীন এবং দৈন্যবশতঃ সকলের নিকটে নত হয় ও ধর্ষণা করিলে বিকারপ্রাপ্ত হয় না, এরূপ পুরুষে প্রয়োজন কি? ৮৬।

সকল রত্নেরই তেজদ্বারা লোকসমাজে মহার্ঘতা হয়। তেজো-জীবনবর্জ্জিত পুরুষের প্রাণধারণে প্রয়োজন কি? ৮৭।

লোকে কি তাহাদের গ্রন্থলাভের জন্য বৃথা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে না? মস্তকস্থিত কেশ কর্ত্তন করিলে তাহাতে কি পুনর্ব্বার কুশ উদ্গত হয়? ৮৮।

মাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কপিলের মন সহসা প্রলয়-কালীন বায়ুর তাড়নে উড্ডীন ধূলিদ্বারা রুদ্ধ আকাশের ন্যায় কলুষিত হইয়া উঠিল। ৮৯।

তৎপরে কপিল ছলপূর্ব্বক প্রশম অভিলাষ করিয়া ভিক্ষুকাননে

গমনপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সৌগত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ৯০।

কালক্রমে বিদ্বান্ কপিল ধর্ম্মকথক হইয়া গুণগৌরববশতঃ সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মদেশনা করিতে লাগিলেন। ৯১।

কপিল জননীবাক্যে প্রেরিত হইয়া ধর্ম্মদেশনা করিতে করিতে ক্রমে ভিক্ষুধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা বলিতে উপক্রম করিলেন। ৯২।

ধর্ম্মনাশক উপদেশ-শ্রবণে দুঃখিত ভিক্ষুগণ পদে পদে নিবারণ করিলেও কপিল মুখ বিকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৯৩।

তোমরা কিছু না জানিয়া দর্পবশতঃ চীৎকার কর এবং অযথা বহু বিতণ্ডা কর। তোমরা স্থূল দন্ত ও ওষ্ঠ ধারণ করিয়া আমার ব্যাখ্যা বিনাশ করিতেছ। ৯৪।

তোমাদের মুখ গর্দ্দভ, মর্কট, উষ্ট্র, হস্তী, মার্জ্জার, হরিণ, বরাহ ও কুক্কুরের ন্যায় অতি কদাকার। তোমরা নিঃশব্দে বসিয়া থাকিলেও সহ্য করা যায় না। তোমরা ভ্রূভঙ্গ করিয়া বিকটগর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক বিচরণ করিলে উহা বড়ই দুঃসহ হয়। কপিল ভিক্ষুগণকে এইরূপ ভৎর্সনা করিলেন। ৯৫।

ভিক্ষুগণ কপিলের এইরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কোন কথার উত্তর না দিয়াই তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ৯৬।

দ্বিজসন্তান কপিল পরে এই কটুবাক্যজনিত পাপবশতঃ অনু-তাপ প্রাপ্ত হইয়া জননীকে ত্যাগ করিলেন; কিন্তু প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিলেন না। ৯৭।

কপিলমাতা “শ্রমণগণ আমার পুত্রকে হরণ করিয়াছে,” এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে উম্মাদিনী হইয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক এখন নরকে অবস্থান করিতেছে। ৯৮।

নিষ্পাপ কপিল কালক্রমে সাক্ষাৎ কলিরূপী হইয়া বাক্‌পারুষ্যদোষ-বশতঃ দেহান্তে এইরূপ মকরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯৯।

ইনি ভিক্ষুগণের ভৎর্সনাকালে যতগুলি মুখের কথা বলিয়াছিলেন, ততগুলি ইহাঁর মুখ হইয়াছে। কর্ম্মরূপ বীজ হইতে সদৃশরূপ ফলই উৎপন্ন হয়। ১০০।

ভগবান্ এই কথা বলিয়া অবশেষে বোধিবিধায়ক শাশ্বত ধর্ম্ম উপদেশদ্বারা জনগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করিলেন। ১০১।

তৎপরে ভগবান্ জিন নিজস্থানে গমন করিলে তন্ময়মানস মকর আহার ত্যাগ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। ১০২।

সে ক্ষণকালের জন্য সুগতের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করায় চাতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশদদ্যুতিশালী ও শ্রীমান্ হইল। ১০৩।

তৎপরে ঐ মকর সম্পূর্ণচন্দ্রবদন, মাল্যধারী ও মনোজ্ঞ কুণ্ডল-মণ্ডিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ আনন্দের ন্যায় সুগতকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিল। ১০৪।

সে দিব্যকুসুম বিকীর্ণ করিয়া ও কিরীটদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রভাদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূরণ করত ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিল।১০৫।

সে উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা দ্বারা সে স্রোতঃপ্রাপ্তিফল প্রাপ্ত হইয়া ও সত্য দর্শন করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। ১০৬।

গুরুতর দেহধারী মকরও সহজে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহা দেখিয়া জনগণও জিন কর্ত্তৃক দুঃখ হইতে উদ্ধৃত হইল। পুণ্যশীলগণ অবলীলাক্রমে ব্যসননিপতিত জনগণের ক্লেশ আমূল উন্মূলিত করেন। ১০৭।

ইতি কপিলাবদান নামক উনচত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

চত্বারিংশ পল্লব।

উদ্রায়ণাবদান।

तुल्यमेव पुरुषेण भुज्यते कायभाजनगतं शुभाशुभम् ।
देहिनां विविधकर्म्मजं फलं न ह्यभुक्तमुपयाति संक्षयम् ॥ १ ॥

পুরুষ নিজ দেহরূপ পাত্রে বর্ত্তমান শুভ ও অশুভরূপ ফল যুগপৎ ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণিগণের নানাবিধ কর্ম্মজনিত ফল ভোগ না হইলে কখনই কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ১।

পুরাকালে ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহনামক নগরে কলন্দকনিবাস নামক বনমধ্যে কিছুকাল বিহার করিয়াছিলেন। ২।

তখন তথায় বিখ্যাত রাজা শ্রীমান্ বিম্বিসার বিদ্যমান ছিলেন। ইনি রত্নাকরের ন্যায় সত্বগুণরূপ রত্নের আকর ছিলেন। ৩।

সেই সময়ে রৌরুকাখ্যনগরে উদ্রায়ণ নামে এক রাজা বিদ্যমান ছিলেন। ইনিও মহা যশস্বী ছিলেন। ৪।

ইহাঁর পত্নীর নাম চন্দ্রপ্রভা ছিল এবং ইহাঁর পুত্রের নাম শিখণ্ডী ছিল। শিখণ্ডী অতি পরাক্রান্ত যুবরাজ ছিলেন। ৫।

হিরুক ও ভিরুক নামে ইহাঁর দুইটি অমাত্য ছিলেন। ইহাঁরা এত দূর শিক্ষিত ছিলেন যে, শুক্র ও বৃহস্পতি ইহাঁদের নিকট গণ্য ছিলেন না। ৬।

যেরূপ কমলাকরের প্রতি দূরস্থিত সূর্য্যের প্রীতি হয়, তদ্রূপ ইহাঁদের ভাগ্যগুণে ইহাঁদের প্রতি দেবতুল্য কান্তিসম্পন্ন রাজার পরম প্রীতি ছিল। ৭।

রাজা বহুবার ইহাঁদিগকে অপূর্ব্ব রত্ননিচয় প্রদান করিয়া বিধানানুসারে ইহাঁদের সখ্য পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ৮।

সজ্জনের প্রীতি দূরস্থ হইলেও কীর্ত্তির ন্যায় অক্ষয় হয় এবং খলজনের প্রীতি নিকটস্থ হইলেও তৃণসংলগ্ন অগ্নিশিখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়। ৯।

একদা রাজা উদ্রায়ণ দিব্যরত্নখচিত, সুবর্ণোজ্জ্বল একটি মহামূল্য কবচ বিম্বিসারের নিকট উপহার পাঠাইলেন। ১০।

রাজা বিম্বিসার সুহৃৎকর্ত্তৃক প্রেরিত, বিষ, শস্ত্র ও অগ্নি হইতে রক্ষাকারী, বিচিত্র রত্ন-খচিত ঐ কবচটি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন।১১।

রাজা উদ্রায়ণ তাঁহার গাঢ় প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ এই সর্ব্বরক্ষাক্ষম বর্ম্মটি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ইহার অধিক বা সদৃশ প্রতিদান দেখিতেছি না। উপকার বা অপকারের প্রতীকার অল্প হইলে উহা শল্যবৎ অনুভূত হয়। ১২-১৩।

রাজা বিম্বিসার স্বীয় অমাত্যগণকে এই উপহারের উচিত ও ইহাপেক্ষা অধিক প্রতিদান নির্দ্ধারণ করিতে আজ্ঞা দিয়া নিজে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। ১৪।

অনন্তর সর্ব্ববিদ্যাপারগ বর্ষাকার নামক প্রধান ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বহুক্ষণ চিন্তা করার পর রাজাকে বলিলেন। ১৫।

মহারাজ! ইহাপেক্ষা বহুগুণ অধিক অনেক উপায়ন আছে। আপনি যদি পারেন, তবে তাহা পাঠাইতে চেষ্টা করুন। ১৬।

আপনার রাজ্যের সন্নিকটে ভগবান্ বুদ্ধ বিদ্যমান আছেন। ইহাঁর প্রতিকৃতিযুক্ত পট দেবতাদিগেরও আদরণীয়। ১৭।

মহাপুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই চিত্রে, স্বপ্নে অথবা সংকল্পে অশেষ লোকের কল্যাণকারী কল্পপাদপসদৃশ ভগবান্‌কে দর্শন করেন। ১৮।

রাজা বিম্বিসার মন্ত্রীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং ভগবানের নিকট গিয়া নম্রভাবে ঐ কথা নিবেদন করিলেন। ১৯।

তৎপরে রাজা ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিয়া সত্বর তাঁহার প্রতিকৃতি গ্রহণ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণকে আদেশ করিলেন। ২০।

চিত্রকরগণ চিত্রকার্য্যে সুনিপুণ হইলেও ভগবান্ জিনের মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া রূপে মুগ্ধ হইয়া উহার প্রমাণ-গ্রহণে সক্ষম হইল না। ২১।

তখন তপ্তকাঞ্চনসদৃশ ভগবানের ছায়া নির্ম্মল পটে স্বয়ং প্রতিফলিত হইল এবং চিত্রকরগণ উহা ক্রমে ক্রমে পূরণ করিল। ২২।

অনন্তর রাজা বিম্বিসার মূর্ত্তিমান্ জগদ্বাসীর নয়নের পুণ্যরাশিসদৃশ সেই পটটি প্রেরণ করিলেন। ২৩।

রাজা উদ্রায়ণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ পটের পুরোভাগে লিখিত বিম্বিসারের হস্তলেখা স্বয়ং পাঠ করিলেন। ২৪।

ভগবান্ সুগতের চরণপদ্মবিন্যাসে যাহার সীমাপ্রদেশ পবিত্র হইয়াছে, সেই স্বর্গাপেক্ষাও অধিক অতিমহৎ মগধদেশ হইতে কুশলপূর্ণমূর্ত্তি তোমার ধর্ম্মবন্ধু রাজা বিম্বিসার পৃথিবীতলের তিলকস্বরূপ তোমাকে বলিতেছেন। ২৫।

ভব-মহামোহরূপ রোগের মহৌষধিস্বরূপ শশাঙ্ককান্তি ভগবানের এই প্রতিবিম্বটি তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। ইহা রাগ ও দ্বেষরূপ বিষেরও বিনাশকারী এবং তৃষ্ণার প্রশমনকারী। ইহা অতি প্রীতিপ্রদ ও মধুর রসায়নস্বরূপ। তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়া আকণ্ঠ পান কর। ২৬।

ইহা সৎপথের বিনিযোজক, গুণোপার্জ্জনের শিক্ষক, দুর্ব্যবহারের নিবারক এবং স্থায়ী সুখলাভের প্রযোজক। ইহা অকপটভাবে উপকার করিতে প্রবর্ত্তিত করে। মিত্রগণ সজ্জনের ইহাপেক্ষা অধিক আর কি প্রিয় ও হিত করিতে পারেন। ২৭।

রাজা উদ্রায়ণ সুহৃদের এবম্বিধ প্রেমোচিত লেখার্থ আস্বাদন করিয়া সেই গজাধিরূঢ় পটের নিকটে গমম করিলেন। ২৮।

তৎপরে অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত উহার অভিনন্দন করিয়া একটি সুবর্ণময় সিংহাসনের উৎসঙ্গে ঐ পটটি প্রসারিত করিয়া রাখিলেন। ২৯।

লাবণ্য ও পুণ্যের চিরনিলয়স্বরূপ সেই বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তত্রত্য সকলেই "ভগবান্ বুদ্ধকে নমস্কার" এই কথা উচ্চারণ করিল। ৩০।

আকাশবর্ত্তী দেবগণ বুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়াই পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। ৩১।

রাজা তথায় ভগবানের পবিত্র চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া মেঘগর্জ্জন-শ্রবণে ময়ূর যেরূপ উল্লসিত হয়, তদ্রূপ উল্লসিত হইলেন এবং ঐ পটের অধোদেশে লিখিত দ্বাদশাঙ্গ, অনুলোমবিপর্য্যয়সহিত প্রতীত্য-সমুৎপাদ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। ৩২-৩৩।

তিনি স্রোতঃপ্রাপ্তিফললাভ দ্বারা সত্য দর্শন করিয়া প্রিয়সখা বিম্বিসারের নিকট প্রতিসন্দেশ প্রেরণ করিবার জন্য ভিক্ষুগণকে পাঠাইলেন। ৩৪।

রাজা বিম্বিসারও তাঁহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া কাত্যায়ন নামক ভিক্ষু ও শৈলাখ্যা ভিক্ষুণীকে প্রেরণ করিলেন। ৩৫।

অনন্তর আর্য্য কাত্যায়ন তথায় গমন করিয়া সমাদরকারী রাজা উদ্রায়ণের জন্য ধর্ম্মদেশনা করিলেন। ৩৬।

তাঁহার ধর্ম্মদেশনাকালে বহু লোক তথায় সঙ্গত হইল এবং অনেকেই স্রোতঃপ্রাপ্তিফল, সকৃদাগামিফল, অনাগামিফল ও অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৩৭।

ঐ পুরবাসী তিষ্য ও পুষ্য নামক বিখ্যাত দুই জন গৃহস্থ তাঁহার সম্মুখেই শান্তি পাইবার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পরিনির্ব্বাণ পাইলেম।৩৮।

কালক্রমে তাঁহাদের দেহান্ত হইলে তত্রত্য জ্ঞানিগণ তাঁহাদের নামচিহ্নাঙ্কিত দুইটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অদ্যাপি লোকে সেই চৈত্যদ্বয় বন্দনা করেন। ৩৯।

শৈলাখ্যা ভিক্ষুণীও ক্রমে অন্তঃপুরমধ্যে দেবী চন্দ্রপ্রভার নিকট সততই ধর্ম্মদেশনা করিতে লাগিলেন। ৪০।

একদা নিমিত্তজ্ঞ রাজা উদ্রায়ণ ক্রীড়াগারগত স্বীয় প্রিয়ার জীবন সপ্তাহ কালমাত্র অবশিষ্ট আছে, জানিতে পারিলেন। ৪১।

তৎপরে রাজা সংসারের চরিত্র বুঝিতে পারিয়া মহিষীর শুভপদলাভের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি করিলেন। ৪২।

শৈলাখ্যা ভিক্ষুণী কর্ত্তৃক সুন্দররূপে ধর্ম্মবিনয় আখ্যাত হইলে পর রাজার বাক্যানুসারে দেবী প্রব্রজিতা হইয়া সপ্তম দিনে দেহত্যাগ করিলেন। ৪৩।

দেবী চন্দ্রপ্রভা সহসাই চতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে দেবকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া জিনকাননে গমন করিলেন। ৪৪।

পূর্ণচন্দ্রবদনা ও দিব্যাভরণভূষিতা দেবী চন্দ্রপ্রভা তথায় শাক্যমুনিকে দর্শন করিয়া হর্ষসহকারে তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন। ৪৫।

তৎপরে দেবী দিব্যপুষ্প প্রকীর্ণ করিলে তথাগত ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশ করিলেন। উহাতেই তিনি সত্য দর্শন করিয়া গমন করিলেন। ৪৬।

দেবী চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রমূর্ত্তির ন্যায় আকাশমার্গে স্বীয় পতির নগরে গমন করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রিত রাজাকে জাগাইয়া তাঁহার নিকট বোধি প্রকাশ করিলেন। ৪৭।

তৎপরে দেবী নিজধামে গমন করিলে পর প্রভাতকালে রাজা উদ্রায়ণ প্রব্রজ্যাভিলাষী হইয়া নিজ পুত্র শিখণ্ডীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং প্রজাগণের রক্ষার জন্য তাহাকে প্রধান অমাত্যদ্বয়ের

হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিজসুহৃৎ রাজা বিম্বিসারের নগরে গমন করিলেন। ৪৮-৪৯।

বিম্বিসার প্রণত হইয়া ছত্রচামরবিরহিত সমাগত উদ্রায়ণকে প্রীতি-পূত রাজোচিত উপচার দ্বারা সমাদর করিলেন। ৫০।

তৎপরে উদ্রায়ণ বিশ্রান্ত ও আসনোপবিষ্ট হইলে, তদ্দর্শনে হৃষ্ট ও তাঁহার শ্রীবিয়োগে দুঃখিত হইয়া বিম্বিসার অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে তাঁহাকে বলিলেন। ৫১।

মহারাজ! অনন্ত সামন্ত-রাজগণ আপনার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করে। আপনি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য। আপনার এরূপ অবস্থা হইল কেন? । ৫২।

হে বীর! আপনি যেরূপ সৎপ্রকৃতি, সেরূপ মিষ্টভাষী। আপনার মন্ত্রণা-শক্তিও খুব গুপ্ত। অথচ আপনি বুদ্ধিমান্। এরূপ অবস্থায় পরে আপনার রাজ্য হরণ করিয়াছে, ইহা সম্ভব নহে। ৫৩।

উদ্রায়ণ নিজসুহৃৎ বিম্বিসার কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্য-সহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! বৃদ্ধা ও সর্ব্বগামিনী বিভূতি আমার আর প্রিয়া নহে। ৫৪।

আমি বিষয়াস্বাদে বিমুখতাবশতঃ তৃষ্ণাবিহীন হইয়া স্বয়ং এই ভোগভাজন ঐশ্বর্য্য উচ্ছিষ্টজ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছি। ৫৫।

তুমিই আমার কল্যাণকারী মিত্র। তুমি আমার হিতের জন্য সেই যে সুগত-প্রতিমার পটটি পাঠাইয়াছিলে, উহাই আমার বৈরাগ্য-গুরু। ৫৬।

এখন তোমার অনুগ্রহে ভগবানের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজ্যা ও গৃহস্থ অবস্থা হইতে অনগারিক অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করি। ৫৭।

বিম্বিসার নিজ সখার ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইহাই ঠিক হই-

য়াছে, এইরূপ স্থির করিলেন এবং সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। ৫৮।

হে পৃথিবীপতে! আপনি ধন্য ও সজ্জনের বহুমত। আপনার মতি কিরূপে সংসারবিমুখী হইল, জানিতে ইচ্ছা করি। ৫৯।

আপনি সন্তোষ দ্বারা ও বিভবের অভোগদ্বারা বিশেষরূপ শোভিত হইতেছেন। ইহাই শুদ্ধসত্ত্বগণের লক্ষণ। বৈরাগ্যই তাঁহাদের মনের আভরণ। ৬০।

জন্মান্তরোপার্জিত, মহামোহনাশক বৈরাগ্য সংসারোপশমের জন্য চিত্তে উদিত হইলে সজ্জনগণের রজোগুণযুক্ত রাজ্যসমৃদ্ধি বা ছত্র-চামরাদি রাজ্যোপকরণ, কিছুই আর প্রয়োজন হয় না। ক্ষণভঙ্গুর ও পাপপ্রদ ভোগ এবং সত্ত্বসুখকর সুখেরও আবশ্যক থাকে না। ৬১।

যাহাদ্বারা প্রাণসম প্রিয়া বসুমতীকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করা যায় এবং যাহা ত্রৈলোক্যের অভিমত কামসুখেও বিমুখতা সম্পাদন করে, মোহমুগ্ধ ও বিপন্ন এই জগৎ যাহাদ্বারা লোকের অনুকম্পাস্পদ হয়, এবংবিধ সংসারের বিরোধী শমগুণ বহুপুণ্যফলে ধীমান্‌গণের হৃদয়ে উদিত হয়। ৬২।

রাজা বিম্বিসার এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বেণুবনাশ্রমে লইয়া গেলেন এবং তথায় ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া উদ্রায়ণের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ৬৩।

রাজা উদ্রায়ণও বহুকালের বাঞ্ছিত ভগবানের আকার বিলোকন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। ৬৪।

তিনি ব্যগ্র হইয়া প্রণাম করিবার সময় তাঁহার দেহে সংসার-চ্ছেদিনী ভগবানের দৃষ্টি পতিত হইল এবং সেই সঙ্গেই প্রব্রজ্যাও স্বয়ং আসিল। ৬৫।

অনন্তর রাজা উদ্রায়ণ ভিক্ষুভাব অবলম্বন করিয়া, চীবরপরিধান ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া নগরে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। ৬৬।

এ দিকে তদীয় পুত্র শিখণ্ডী কিছুকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া পরে অধর্ম্মরত হওয়ায় কলুষতা প্রাপ্ত হইলেন। ৬৭।

বিদ্যুদ্বিলাসশালিনী মেঘমালা যেরূপ কাঞ্চনরুচি মানসসরোবরের জল কলুষিত করে, তদ্রূপ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলা লক্ষ্মী সকলেরই নির্ম্মল মন কলুষিত করে। ৬৮।

হিরুক ও ভিরুক নামক প্রধান মন্ত্রিদ্বয় নিজপ্রভু শিখণ্ডীকে অধর্ম্মনিরত, ক্রুদ্ধ ও নিজের অনায়ত্ত দেখিয়া মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিলেন। ৬৯।

রাজা শিখণ্ডী উহাঁদের পদে দণ্ড ও মুদ্গর নামে দুই জনকে নিযুক্ত করিলেন। ইহারা চিত্তানুবৃত্তিদ্বারা রাজাকে অনুরক্ত করিয়া একদিন বলিল যে, মহারাজ! ধূর্ত্ত মন্ত্রিগণ নিজ যশঃ খ্যাপন করিবার জন্য প্রজাদিগের মনোরঞ্জনে নিযুক্ত হইয়া রাজার দৌর্জ্জন্য ঘোষণা করিয়া থাকে। ৭০-৭১।

যাহারা প্রভুর কার্য্যের জন্য নিজধর্ম্ম, সুখ, অর্থ, কীর্ত্তি ও জীবন পর্য্যন্ত গণনা করে না, তাহারাই যথার্থ ভক্তিমান্ ভৃত্য। ৭২।

প্রজাগণ তিলের ন্যায় খণ্ডিত, ক্ষয়িত, তপ্ত ও পীড়িত না হইলে কখনই রাজার আবশ্যক সিদ্ধ করে না। ৭৩।

তাহারা এইরূপ কথা বলিলে রাজা উহাদিগকে রাজ্যচিন্তা-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। উহারাও লোভবশতঃ অশরণ প্রজাগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুর্নীতিতে প্রবৃত্ত হইল। ৭৪।

রাজা বিচারবর্জ্জিত, দুরাচার ও কুমতিসম্পন্ন হইলে এবং মহামাত্য মিথ্যাচারপ্রবৃত্ত হইলে প্রজাগণের জীবন রক্ষা কিরূপে হয়? ৭৫।

একদা উদ্রায়ণ নিজরাজ্য হইতে সমাগত এক বণিক্‌কে পথে দেখিতে পাইয়া রাজা ও রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৬।

বণিক্ বলিল,—হে দেব! ত্বদীয় পুত্র রাজা শিখণ্ডী কুশলে আছেন, পরন্তু সৎমন্ত্রিরহিত হইয়া কুমন্ত্রীর বশ হইয়াছেন। ৭৭।

তথায় রাজার শাসন-দোষে প্রজাগণ সততই সন্তপ্ত হইতেছে। অধুনা পুরবাসিগণ দিবারাত্রি কুৎসিত দেশে জন্ম হইয়াছে বলিয়া অনু-শোচনা করে। ৭৮।

যেখানে সূর্য্য অন্ধকার সৃষ্টি করে, চন্দ্র অগ্নি বর্ষণ করে, অমৃত হইতে উৎকট কালকূট উদিত হয় এবং রক্ষক রাজা প্রজাগণের বৃত্তি হরণ করেন, তথায় প্রজাগণের বিপুল উপপ্লবজনিত আক্রন্দ কে না শ্রবণ করে? ৭৯।

উদ্রায়ণ রাজার দুর্ব্যবহারে খিন্ন বণিকের এইরূপ দুঃখময় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৮০।

তুমি সত্বর নগরে গিয়া আমার বাক্যানুসারে প্রজাগণকে সান্ত্বনা কর। আমি স্বয়ং তথায় গিয়া শিখণ্ডীকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিব। ৮১।

বণিক্ উদ্রায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আনন্দ-সহকারে স্বদেশে গেলেন এবং অগ্রেই প্রজাগণকে এই সংবাদ দিয়া আশ্বাসিত করিলেন। ৮২।

ক্রমে এই প্রবাদ প্রসৃত হইলে পর দণ্ড ও মুদ্‌গরনামা অমাত্যদ্বয় বৃদ্ধ রাজার আগমনবার্ত্তায় ভীত হইয়া রাজাকে বলিল। ৮৩।

হে দেব! সর্ব্বত্রই সাধুবিগর্হিত এই প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যাই-তেছে যে, বৃদ্ধ প্রব্রজিত রাজা পুনরায় রাজ্যগ্রহণে যত্নবান্ হইয়া-ছেন। ৮৪।

তিনি কঠোর ব্রত পালন করিয়া অত্যন্ত পরিক্লিষ্ট হইয়াছেন এবং

সম্ভোগ-সুখ অভিলাষ করিতেছেন। এক্ষণে তিনি প্রব্রজ্যার সহিত লজ্জা ত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজ্যে আসিতেছেন। ৮৫।

মহারাজ! অপক্ক-বৈরাগ্য ব্যক্তিগণ সহসাই সমস্ত ত্যাগ করে, কিন্তু উহা তাহাদের পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়। ৮৬।

বিশেষতঃ রোগী ব্যক্তির যেমন অপথ্যের প্রতি স্পৃহা হয়, তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তির লোকাচারবিরুদ্ধ বিষয়েতেই বেশী স্পৃহা হয়। ৮৭।

জড় ব্যক্তি প্রথমতঃ অত্যধিক সুখভোগ করায় গর্ব্ববশতঃ সকল বস্তু পরিত্যাগ করে ও পরে পরহস্তগত সেই সকল বস্তুই আম্রফলের ন্যায় উহাদের প্রিয় হয়। ৮৮।

এ কারণ ক্ষীণচন্দ্রের ন্যায় কৃশতাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ রাজা প্রতাপনিধি আপনাকে অপসারিত করিয়া নিজে রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ৮৯।

ইনি এখন চীবর পরিধান করিতে চাহেন না, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাঁর মুণ্ডিত মস্তকে রত্নখচিত মুকুটধারণের স্পৃহা হইয়াছে। ৯০।

রত্নখচিত গৃহে নব নব সম্ভোগ ও বৈভব-জনিত বিলাস ত্যাগ করিয়া আয়াসকর বনবাস কে সহ্য করিতে পারে। ৯১।

যাহারা সুখকর কোমল শয্যায় চিরাভ্যস্ত, তাহারা কি হরিণ ও শূকরগণের খুরাঘাতে অধিকতর কণ্টকিত বনস্থলীতে শয়ন করিতে পারে? যাহারা জ্যোৎস্নাবৎ শুভ্র, শীতল ও মধুর জল পান করিয়াছে, তাহারা কিরূপে বনগজমদে উষ্ণ ও তিক্ত জল পান করিবে? ৯২।

এখন আসন্নপ্রবেশকালেই তাহার প্রতিবিধান করা উচিত; অতএব হে রাজপুত্র! প্রথমেই তাঁহার নিপাতন করাই নীতিজ্ঞদিগের সম্মত। ৯৩।

অতএব প্রভো! বৃদ্ধ রাজা এখানে আসিবার পূর্ব্বেই তোমার

তাঁহাকে বধ করা উচিত। পতঙ্গ যদি দীপের উপর পতিত হইয়া দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে দীপকে নষ্ট করে। ৯৪।

রাজা শিখণ্ডী উহাদের এইরূপ বাক্যে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। খলজনরূপ মেঘ দ্বারা কাহার মানস কলুষিত না হয়? ৯৫।

শিখণ্ডী শঙ্কান্বিত হইয়া ক্রকচের ন্যায় ক্রূরতা অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলেন,—এ বিপত্তি যেমন আমার, তেমন আপনাদেরও সমানই হইতেছে। ৯৬।

আপনারা দুই জনে স্থিরবুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করুন। ৯৭।

মন্ত্রিদ্বয় রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে উৎসাহিত হইয়া সত্বর উদ্রায়ণের বধের জন্য ঘাতকগণকে পাঠাইল এবং পথে প্রহরী বসাইল। ৯৮।

এ দিকে উদ্রায়ণও প্রজাগণের রক্ষাকার্য্যে পুত্রকে নিয়োগ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া ভগবানের নিকট আসিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ৯৯।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ "নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ কর," এই বলিয়া অনুজ্ঞা করিলে পর উদ্রায়ণ নিজ কর্ম্মপাশে আকৃষ্ট হইয়া রোরুকপুরে গমন করিলেন। ১০০।

দুষ্টামাত্য কর্ত্তৃক প্রেরিত ঘাতকগণ তথা হইতে প্রস্থিত নিষ্কপট রাজা উদ্রায়ণকে পথেই দুর্জ্জনগণ যেরূপ আচারকে বধ করে, সেইরূপ বধ করিল। ১০১।

তৎপরে তাহারা নিহত রাজার চীবর ও ভিক্ষাপাত্রাদি গ্রহণ করিয়া অমাত্যদ্বয়ের সন্তোষার্থ রাজকার্য্য সমাধা করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দিল। ১০২।

অনন্তর শিখণ্ডী প্রহৃষ্ট অমাত্যদ্বয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পিতার রক্তাক্ত চীবর বিলোকন করিয়া সহসা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ১০৩।

পরে ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া ঘোর নরকে পতিত নিজ আত্মার জন্য যত অনুশোচনা করিলেন, নিজ পিতার জন্য তত অনুশোচনা করিলেন না। ১০৪।

শিখণ্ডী বলিলেন, –হায়! খলের পরামর্শে ঐশ্বর্য্যলুব্ধ হইয়া পাপাগম লক্ষ্য না করায় আমার কি শোচনীয় ফললাভ হইল। ১০৫।

হায়! খলের সহিত সঙ্গ করিলে উন্নতিশীল ব্যক্তিগণের সদ্যই নিরালম্ব ঘোর নরকসঙ্কটে পতন হয়। ১০৬।

আমি দুষ্ট মন্ত্রীর বুদ্ধিতে এই মহাপাপ করিয়াছি। এখন আমি পতিত হইয়াছি; পাবকও আমাকে পবিত্র করিতে পারিবেন না। ১০৭।

আমি যুগপৎ পিতা ও অর্হৎ দুই জনকেই বধ করিয়াছি। এখন আমার কিরূপে নিষ্কৃতি হইতে পারে। আমি এই একটি পাত্রে দহন সহ বিষ নিজ হস্তে পান করিয়াছি। ১০৮।

প্রব্রজিত, নিঃশঙ্ক ও শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধ পিতার উপর আমি লোভ-বশতঃ নিজচিত্তরূপ শাণিত অস্ত্র চালনা করিয়াছি। ১০৯।

যাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প হয়, যাহা শুনিতে পারা যায় না, যাহা দেখিলে নিশ্চেতনেরও শোকোদ্গম হয় এবং যাহাতে ক্রূরতাও তীব্র অনুতাপাগ্নি দ্বারা মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, ঈদৃশ বিষয়েও নির্ঘৃণ ব্যক্তি-দিগের খড়্গবৎ তীক্ষ্ণ মনোভাব প্রসৃত হয়। ১১০।

দুঃখসন্তপ্ত শিখণ্ডী এইরূপ বিলাপ করিয়া ক্রোধবশতঃ ঐ দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয়ের নগরে প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিলেন। ১১১।

তখন শিখণ্ডী হিরুক ও ভিরুক নামক পৈতৃক মন্ত্রিদ্বয়কে অধিকতর গুণী জানিয়া অনুনয় পূর্ব্বক পুনরায় আনয়ন করিলেন। ১১২।

তৎপরে রাজা শিখণ্ডী শোক ও চিন্তাবশতঃ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে ঐ দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় ধীরে ধীরে রাজমাতার নিকট আসিয়া বলিল। ১১৩।

দেবি! ত্বদীয় পুত্র শিখণ্ডী স্বভাবতঃ সরলবুদ্ধি। রাজ্যরক্ষার

জন্য স্বজনেরও উচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়, তাহা ইনি জানেন না। ১১৪।

ইহাঁর পিতা প্রব্রজিত হইয়াও রাজ্য হরণ করিতে আসিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে শান্তিধামে পাঠাইয়াছি, ইহাতে কি নিন্দা হইতে পারে। ১১৫।

আমাদের এ কার্য্য যদি নীচজনোচিত ও অশুভ হইয়া থাকে, তবে রাজ্যাভিলাষী ভিক্ষুর পক্ষে সেরূপ কার্য্যটাও কি ভাল হইয়াছিল। ১১৬।

রাজা পিতৃবধজনিত ক্রোধবশতঃ আমাদিগকে পদচ্যুত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে কেন এখনও শোকে বৃথা পরিতপ্ত হইতেছেন।১১৭।

আমরা ভালই করিয়াছি, কিন্তু প্রভু দুঃখে কৃশাঙ্গ হইতেছেন। সকল কার্য্যেই ভৃত্যগণই অপরাধী হইয়া থাকে। ১১৮।

রাজা অতীত বিষয়ে কেন শোক করিতেছেন। যাহা করা হইয়াছে, তাহার আর উপায় কি ? হে দেবি ! আপনি চিন্তাকৃশ নিজ পুত্রকে কেন উপেক্ষা করিতেছেন। ইহার প্রতিবিধান করুন। ১১৯।

রাজমাতা তরলিকা তাহাদিগের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদের বাক্য অনুমোদন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন। ১২০।

এ কার্য্যটি শিখণ্ডী ও তোমাদের উভয়েরই নরকপাতজনক। পরন্তু ইহা তোমাদের মতানুসারে হইয়াছে, কি রাজার পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে ঘটিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ১২১।

যাহা হউক, আমি শিখণ্ডীর পিতৃবধজনিত শোকের নিবারণ করিতেছি। তোমরা উহার অর্হৎবধজনিত দুঃখের অপনোদন কর। ১২২।

রাজমাতা উহাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া রাজার নিকটে গমন করিলেন ও শোকাক্রান্ত, ক্ষীণচন্দ্রাকৃতি রাজাকে বলিলেন।১২৩।

হে পুত্র ! রাজাগণের রাজ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-মিশ্রিত এবং বহুবিধ ছলপূর্ণ। সে বিষয়ে পাপাশঙ্কাবশতঃ কেন শোকে শুষ্ক হই-তেছ। ১২৪।

যদি তুমি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলে বলিয়া তাঁহার বধহেতু সন্তপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার এই দুঃখসঙ্কটকালে লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিতেছি। ১২৫।

তুমি অন্য লোক দ্বারা গুপ্তভাবে জাত হইয়াছ। ধর্ম্মতঃ তিনি তোমার পিতা নহেন। হে পুত্র ! স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই নির্লজ্জ ও আহার-বিহারবিষয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে।১২৬।

রাজা একান্তে মাতার মুখ হইতে ঈদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃবধজনিত উগ্র পাপাশঙ্কা ও মনস্তাপ ত্যাগ করিলেন। ১২৭।

ত্রিভুবনমধ্যে নারীগণের অসাধ্য কিছুই নাই। ইহারা উদয়গিরির সহিত অস্তাচলের যোজনা করিতে পারে। ইহারা ক্ষণকালের মধ্যে পৃথিবী হইতে পর্ব্বতগণের বিঘটন করিতে পারে। ইহারা জল হইতে অগ্নি ও অগ্নি হইতে জল সৃজন করিতে পারে। ১২৮।

তৎপরে রাজা কেবল মাত্র শল্যতুল্য অর্হৎবধজনিত পাপাশঙ্কাতেই পীড়িত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞদিগের নিকট এই পাপের নিষ্কৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২৯।

তখন পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ও মুদ্গর নামক দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় তিষ্য ও পুষ্য নামক চৈত্যদ্বয়ের নিকটে দুইটি বিড়ালশাবক ধরিয়া আমিষলোভ দ্বারা উহাদিগকে চৈত্য-প্রদক্ষিণকার্য্য শিখাইল। ১৩০।

তৎপরে উহারা রাজসভায় নিবিদ্ধপ্রবেশ হইলেও তথায় প্রবেশ করিয়া তীব্র সন্তাপের প্রশমার্থী রাজাকে বলিল। ১৩১।

হে দেব ! আপনি বৃথা চিত্তকে এত আয়াস দিতেছেন। সকলের কল্যাণকারী অর্হৎগণ আমার মতে ইহলোকে নাই। ১৩২।

যদি সত্যই আকাশচারী রাজহংসের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব ঋদ্ধিমান্ অর্হৎগণ ইহলোকে থাকেন, তাহা হইলে অন্যদ্বারা তাঁহাদের বধ কিরূপে সম্ভব হয়? ১৩৩।

অতএব অর্হৎগণ ইহলোকে নাই। তাহা হইলে অর্হৎবধ-জনিত পাপ কি করিয়া হয়? যেখানে গ্রামই নাই, সেখানে সীমা লইয়া বিবাদ কিরূপে হইবে? ১৩৪।

তিষ্য ও পুষ্য নামে যে দুইটি গৃহপতি অর্হৎপদ পাইয়াছিল, তাহারা জন্মান্তরে নিজ চৈত্যসন্নিধানে মার্জাররূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৩৫।

উহাদের দুই জনকে বেশ চিনিতে পারা যায়। প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং দেখিতে পারেন। ১৩৬।

খলস্বভাব মন্ত্রিদ্বয় এই কথা বলিয়া রাজার মন সন্দিগ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত ঐ চৈত্যদ্বয় দর্শনের জন্য গমন করিল। ১৩৭।

অপূর্ব্ব বস্তুদর্শন-কৌতুকে তথায় বহু লোক সম্মিলিত হইলে এবং অমাত্য সহ রাজা দেখিবার জন্য উৎসুক হইলে, ঐ ধূর্ত্ত দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় আমিষভক্ষণাভ্যাসে তিষ্য পুষ্য নামসম্বদ্ধ বিড়ালশাবকদ্বয়ের আহ্বান করিল। ১৩৮-১৩৯-১৪০।

মাংসদানসময়ে ঐ দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় কর্ত্তৃক এইরূপে আহূত বিড়াল-শাবকদ্বয় সত্বর নির্গত হইয়া চৈত্য প্রদক্ষিণ করিল। ১৪১।

ইহা দেখিয়া রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ তখনই বিশ্বাস করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। দুর্জ্জনের কপটতাই জয়লাভ করিল।১৪২।

ধূর্ত্ত লোক মুষ্টিমধ্যে বায়ুকে ধরিতে পারে, প্রস্তরে কমল উৎপন্ন করিতে পারে এবং আকাশপ্রদেশে চিত্র অঙ্কন করিতে পারে। উহাদের জিহ্বাগ্রে সৃষ্টি-সংহার-লীলাময়ী প্রচুর রচনা বিদ্যমান আছে। ইহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকেও পশু ও শিশুতুল্য জ্ঞান করিয়া

তাঁহাদিগের মোহ সম্পাদন জন্য কিবা না করিতে পারে। উহারাই মূর্ত্তিমান্ ইন্দ্রজাল। ক্ষণকালমধ্যেই উহারা অপরিচিতকে পরিচিত ও বিশ্বস্ত করিয়া দেয়। ১৪৩।

তৎপরে রাজা সৌগতদর্শনে বিশ্বাসরহিত হইয়া আর্য্য কাত্যায়ন-সকাশে শ্রদ্ধাপ্রকাশ ও পূজা বারণ করিয়া দিলেন। ১৪৪।

অনন্তর কাত্যায়ন ও ভিক্ষুণী শৈলা রাজধানীতে নিষিদ্ধপ্রবেশ হইলেও শিষ্যগণের প্রতি কৃপাবশতঃ অনুচরগণ সহ নগরের বাহিরেই থাকিলেন। ১৪৫।

একদা কাত্যায়ন সম্মুখেই রাজা আসিতেছেন দেখিয়া অবমাননা-ভয়ে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ১৪৬।

কাত্যায়ন পূর্ব্বমন্ত্রিদ্বয় কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া বহুদিনের শত্রু দুষ্টমন্ত্রিদ্বয় রাজাকে বলিল। ১৪৭।

হে রাজন্! অমঙ্গলের নিধি মুণ্ডিতমস্তক এক ভিক্ষুকে অদ্য পথে দেখিলাম। ইহার ফল কি হইবে, জানি না। ১৪৮।

ঐ ভিক্ষু "পাপিষ্ঠ রাজার মুখ দেখিব না", এই কথা বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ একান্তে থাকিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। ১৪৯।

রাজা এই কথা শুনিয়া দুর্জ্জনের প্রতি অমর্ষবশতঃ অনুচরগণকে আদেশ করিলেন,—এই দূরস্থিত ভিক্ষুকে পাংশুমুষ্টি-নিক্ষেপদ্বারা আচ্ছাদিত কর। ১৫০।

দুষ্ট চেটগণ পাংশুমুষ্টিদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে পর কাত্যায়ন তন্মধ্যে একটি দিব্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া রহিলেন। ১৫১।

পীত ও লোহিতবর্ণে চিত্রিত অতিহিংস্র ব্যাঘ্রগণও কুপিত হইলে ক্রমে শ্রান্ত হইয়া মৃদুতা অবলম্বন করে, কিন্তু রাজভৃত্যগণ কিছুতেই মৃদু হয় না। ১৫২।

তৎপরে রাজা চলিয়া গেলে হিরুক ও ভিরুক নামক মন্ত্রিদ্বয় তথায় আসিয়া ধূলিরাশিদ্বারা আবৃত কাত্যায়নকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন। ১৫৩।

হে আর্য্য! ক্রূর রাজার নিতান্ত দুষ্কৃতিবশতঃ আপনি এরূপ কষ্ট পাইয়াছেন। আমাদের চক্ষুর্দ্বয়কেও ধিক্, যে তাহারা সম্মুখে ইহা দেখিতেছে। ১৫৪।

মোহান্ধ রাজা দুর্জ্জনকর্ত্তৃক পাপরূপ গর্ত্তে পাতিত হইয়াছেন। আমরাও রাজার এই কার্য্য দেখিয়া পাপভাগী হইতেছি। ১৫৫।

আপনি মহা বুদ্ধিমান্। এই পাপপূর্ণ ভূমি আপনার ত্যাগ করাই উচিত। খলের সহিত বাস অতি দুঃসহ; ত্যাগই সকলের সম্মত। ১৫৬।

সজ্জনগণের মনের শান্তি কখনও নষ্ট হয় না এবং তাঁহাদের ক্ষমাগুণও কদাপি যায় না। তাঁহাদের বুদ্ধি কখনও পরুষ বা ক্রোধদুষ্ট হয় না। শল্যতুল্য অপমানও তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। অতএব দুষ্ট জনকে বর্জ্জন করা অপেক্ষা ইহলোকে আর সুখ নাই। ১৫৭।

খল জনের ঐশ্বর্য্য গুণিগণের অধঃপতনের কারণ ও আয়াসপ্রদ। উহা গভীর কূপের ন্যায় তিমিরাকর ও প্রবেশকারী প্রাণিগণের প্রাণাপহ। কূপের উপাদেয়তা যেরূপ সর্পদ্বারা নষ্ট হয়, তদ্রূপ সজ্জনের উপাদেয়তা নিকৃষ্ট, দুষ্ট ও কুটিল জন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। অতএব উহাদিগকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ১৫৮।

মহাকাত্যায়ন তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, কেহ আমাকে পরাভব করিলেও আমি কুপিত হই না। যেহেতু আমার কর্ম্মের গতিই এইরূপ। ১৫৯।

এইমাত্র আমার দুঃখ যে, মূঢ় রাজার খলসঙ্গম-দোষে একটা মহাভয় উপস্থিত হইল। ১৬০।

ইহার রাজধানীতে প্রথমে একটা মহাবায়ু উপস্থিত হইবে, তৎপরে পুষ্পবৃষ্টি, তৎপরে বস্ত্রবৃষ্টি, তৎপরে রূপ্যবৃষ্টি, তৎপরে সুবর্ণবৃষ্টি, তৎপরে রত্নবৃষ্টি ও সর্ব্বশেষে পাংশুবৃষ্টি—এইরূপে সাত প্রকার বৃষ্টি হইবে। ১৬১-১৬২।

সেই বৃষ্টিদ্বারা রাজা বন্ধুবান্ধব ও রাজ্যসহ লয় প্রাপ্ত হইবেন; অতএব তোমরা এই সুযোগে প্রভূত রত্নাদি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিবে। ১৬৩।

মন্ত্রিদ্বয় কাত্যায়নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে বিশ্বাস করিলেন। হিরুক শ্যামকনামক নিজপুত্রকে কাত্যায়নের সেবক করিলেন। ১৬৪।

ভিরুকও নিজকন্যা শ্যামাবতীকে হস্তে ধারণ করিয়া ভিক্ষুণী শৈলার নিকট আসিয়া প্রণয় সহকারে তাঁহাকে বলিলেন। ১৬৫।

আর্য্যে! আপনি আমার এই কন্যাটিকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ঘোষিল নামক গৃহপতির বাটীতে সমর্পণ করিবেন। ১৬৬।

অমাত্যদ্বয় এই কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র ও কন্যা অর্পণপূর্ব্বক নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুণী শৈলাও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঘোষিলালয়ে গেলেন। ১৬৭।

তৎপরে ভিক্ষু যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ক্রমে ক্রমে হইল। জ্ঞানরূপ দীপবতী প্রজ্ঞা যথাযথ বস্তুই দেখিতে পায়। ১৬৮।

অতঃপর ষষ্ঠ দিনে রত্নবৃষ্টির সময় নগর রত্নপূরিত হইলে মন্ত্রিদ্বয় নৌকায় রত্ন পূর্ণ করিয়া অলক্ষিতভাবে প্রস্থান করিলেন। ১৬৯।

তাঁহারা দক্ষিণদিকে গিয়া দুইটি নগর স্থাপন করিলেন। হিরুকের নগর হিরুকনামক ও ভিরুকের নগর ভিরুকনামক হইল।১৭০।

পরদিন প্রচুর পাংশুবৃষ্টি হওয়ায় বন্ধুবান্ধব সহ রাজা লয়প্রাপ্ত হইয়া নরকগামী হইলেন। ১৭১।

রাজা দণ্ড ও মুদ্গরের সহিত নিধনপ্রাপ্ত হইলে পর কাত্যায়ন ঐ মন্ত্রিপুত্রকে গ্রহণ করিয়া আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন। ১৭২।

পুরদেবতাও প্রীতিসহকারে তাঁহারই অনুগমন করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থিতি করিলেন। ১৭৩।

ভিক্ষুর পুণ্যপ্রভাবে ও মন্ত্রিপুত্রের ভাগ্যবলে এবং পুরদেবতার অধিষ্ঠানবশতঃ উহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইল। ১৭৪।

অনন্তর ঐ পুরদেবতা তথায় আর্য্য কাত্যায়নের নিমিত্ত একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন। এখনও চৈত্যবন্দকগণ স্থূরবতী নগরীতে ঐ চৈত্যের বন্দনা করিয়া থাকে। ১৭৫।

তৎপরে কাত্যায়ন স্বীয় চীবর-কোণে মন্ত্রিপুত্রকে গ্রহণ করিয়া আকাশমার্গে লম্বননামক একটি দেশে গমন করিলেন। ১৭৬।

কাত্যায়ন যখন তথায় লম্বভাবে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হন, তখন তত্রত্য জনগণ "ইনি কে লম্বভাবে নামিতেছেন", এই কথা বলায় উহারা লম্বন নামে খ্যাত হইল। ১৭৭।

সেই সময়ে তথাকার রাজা অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া যান। তখন লক্ষণজ্ঞ লোকেরা কাত্যায়নের আজ্ঞানুসারে ঐ মন্ত্রিপুত্র শ্যামককে রাজা করিল। ১৭৮।

তৎপরে কাত্যায়ন ভোক্কানক গ্রামে গিয়া তথায় স্বজননীর সম্মুখে বিশুদ্ধ ধর্ম্মদেশনা করিলেন। ১৭৯।

কাত্যায়ন-মাতা তাহাতে সত্য দর্শন করিয়া আদরসহকারে পুত্রের যষ্টি গ্রহণ করিয়া একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন। এখনও ঐ যষ্টি-চৈত্য লোকে বন্দনা করে। ১৮০।

অতঃপর কাত্যায়ন ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠার সহিত শ্রাবস্তী নগরীতে গমন করিয়া তথায় ভগবান্ জিনকে দর্শন করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। ১৮১।

কাত্যায়ন ভগবানের নিকট উদ্রায়ণ-পুত্রের কথা নিবেদন করিলে পর তত্রত্য ভিক্ষুগণ উহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন। ১৮২।

কোন কানন-সন্নিধানে এক কর্ব্বটে পাশ নামে এক ব্যাধ থাকিত। একদিন সে মৃগবন্ধনের জন্য কূট বাগুড়া বিস্তার করিয়া রাখিল।১৮৩।

ঐ ব্যাধ যন্ত্রপাশদ্বারা আবৃত জাল পাতিয়া চলিয়া গেলে পর যদৃচ্ছাক্রমে ভগবান্ প্রত্যেক বুদ্ধ তথায় আসিয়া বিশ্রাম করেন।১৮৪।

তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে সে দিন কোন মৃগই জালবদ্ধ হইল না। শুদ্ধাত্মা জনগণের সম্মুখে কখনও কেহ অমঙ্গল লাভ করে না। ১৮৫।

তৎপরে লুব্ধক আসিয়া মৃগশূন্য বাগুড়া দর্শনপূর্ব্বক ক্রোধবশতঃ বিষদিগ্ধ বাণদ্বারা প্রত্যেক বুদ্ধকে বধ করিল। ১৮৬।

ব্যাধ তদীয় বাণে বিদ্ধ প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ ভগবানের অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া তাঁহার পদদ্বয়ে নিপতিত হইল। ১৮৭।

তৎপরে ঐ লুব্ধক স্বীয় কুকর্ম্মজনিত উদ্বেগ ও সন্তাপবশতঃ শর ও বাগুড়া পরিত্যাগ করিয়া অনুশোচনা পূর্ব্বক আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ১৮৮।

প্রত্যেক বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে ঐ ব্যাধ তাঁহার অস্থি গ্রহণ করিয়া ছত্র ও ধ্বজাদি দ্বারা মহা সমারোহে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিল। ১৮৯।

ঐ লুব্ধক সেই পুণ্যফলে রাজা উদ্রায়ণ হইয়াছিল এবং সেই প্রত্যেক বুদ্ধকে বধ করার জন্য নিজেও বধপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯০।

নন্দ নামে ধনধান্যাদিসমৃদ্ধিশালী কর্ব্বটবাসী এক গৃহস্থের মদলেখা নামে এক কন্যা হয়। সে একদা গর্ব্ববশতঃ গৃহমার্জ্জন-ধূলি পথিস্থিত প্রত্যেক বুদ্ধের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ১৯১-১৯২।

ঐ দিনেই স্তনভারাক্রান্তা ঐ কন্যার চিরপ্রার্থিত বর বরণার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। ১৯৩।

তখন ঐ কন্যা নিজ ভ্রাতাকে বলিল যে, প্রত্যেক বুদ্ধের মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করায় অদ্য আমার শুভবিবাহোৎসব হইয়াছে। ১৯৪।

তাহার ভ্রাতা এই কথা প্রচার করায় তত্রত্য প্রৌঢ় কন্যাগণ বরলাভমানসে সকলেই প্রত্যেক বুদ্ধের মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিল। ১৯৫।

লোকে একটা অন্ধবিশ্বাসে বিমোহিত হইয়া কোনরূপ বিচার না করিয়াই বিরুদ্ধ কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়। ১৯৬।

কন্যার ভ্রাতা এইরূপ প্রবাদ প্রচার করিয়া পাপপ্রবৃত্ত হইলে বুদ্ধ-বুদ্ধ নামক গৃহপতিদ্বয় উহার এই কার্য্যের নিবারণ করিয়াছিল।১৯৭।

সেই কন্যাই নরপতি শিখণ্ডী হইয়া পাপভাগী হইয়াছে ও প্রবাদ-কর্ত্তা তদীয় ভ্রাতা ভিক্ষু কাত্যায়নরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৮।

ঐ গৃহপতিদ্বয় সেই দুষ্টাচরণের নিবারণ করায় হিরুক ও ভিরুক-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নগরধ্বংস হইতে মুক্ত হইয়াছে। ১৯৯।

ভিক্ষুগণ ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও মনে মনে বিচার করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের কিরূপ ফলপরিণাম হয়, তাহা জানিতে পারিলেন। খল জনের বাক্যতুল্য আর শত্রু নাই। বিচার-বুদ্ধির তুল্য গুরু নাই এবং পুণ্যসদৃশ ইহলোকে কেহই বন্ধু নাই। তাঁহারা ইহা স্থির করিলেন। ২০০।

ইতি উদ্রায়ণাবদান নামক চত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ পল্লব।

পণ্ডিতাবদান।

यद्भूपालविशालदानविभवप्रोद्भूतपुण्याधिकं
दानस्यातिकृशस्य सत्फलभरं प्राप्नोत्यलं दुर्गतः ।
शुद्धस्यैव विवृद्धधर्म्मधवलश्रद्धासमृद्ध्यान्वितं
निःसंसारविजृम्भितं तदुचितं चित्तस्य वित्तस्य च ॥ १ ॥

অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি, রাজগণের বিপুল দানজনিত পুণ্যাপেক্ষাও অধিক নিজ মৎসামান্য দানের যে সৎফল লাভ করেন, তাহা তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত ও বিশুদ্ধ ধনের সমুচিতই হইয়া থাকে। উহা তাঁহার সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধর্ম্মদ্বারা ধবল ও শ্রদ্ধাসমন্বিত নিজ নিষ্কাম ভাবেরই বিকাশ। ১।

পুরাকালে ভগবান্ জিন যখন জেতবনে বিহার করেন, সেই সময়ে শ্রাবস্তী নগরীতে ধীর নামক একজন মহাধনশালী গৃহস্থ বাস করিতেন। ২।

তাঁহার পণ্ডিত নামে একটি পুত্র হইয়াছিল। পণ্ডিত অত্যন্ত সুকৃতশালী, যশস্বী এবং সৎকার্য্যানুষ্ঠান ও বদান্যতাগুণে ভূষিত ছিলেন। ৩।

পণ্ডিত বাল্যকালেই রাজভোগ্য বস্ত্র ও ভোজন দান করিয়া শারিপুত্র প্রভৃতি ভিক্ষুগণের অতিথিসৎকার করিতেন। ৪।

কালে প্রবল দুর্ভিক্ষপ্রকোপে বহু লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং যাচ্য ও যাচক উভয়েরই তুল্য দশা হইলে ভিক্ষুগণের ভিক্ষালাভ দুষ্কর হইয়া উঠিল। ৫।

. সেই পরমদারুণ ভিক্ষুগণের সঙ্কটকালে পণ্ডিত সুগত কর্ত্তৃক আহূত হইয়া জেতকাননে গমন করিলেন। ৬।

পণ্ডিত কাঞ্চনমালা-শোভিত হইয়া যখন অশ্বারোহণে গমন করেন, সেই সময়ে কয়েক জন ধূর্ত্ত লোক তাঁহার গুণোৎকর্ষ সহিতে না পারিয়া তথায় আসিয়া বলিল। ৭।

আপনি যাচকগণের প্রার্থনাবিষয়ে কল্পবৃক্ষস্বরূপ বলিয়া জগতে বিখ্যাত; অতএব আমরা পঞ্চশত প্রার্থী আশা করিয়া আপনার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছি। ৮।

আমরা সকলেই অলঙ্কার ও বস্ত্রযুগল কামনা করিতেছি; অতএব যদি পারেন, তাহা হইলে অবিলম্বে এখনই প্রদান করুন। ৯।

সদাচার পণ্ডিত ধূর্ত্তগণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহাদের যথোপযুক্ত পূজা করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। ১০।

যদি ভগবান্‌কে দর্শন না করিয়াই গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে উপস্থিত অমৃতপানের একটি বিঘ্ন হইল। ইহা কিরূপে সহিতে পারি ? ১১।

যদি অর্থী জনকে প্রিয় বস্তু না দিয়া নির্লজ্জভাবে চলিয়া যাই, তাহা হইলে নিজেকেই স্বীয় দানব্রতের খণ্ডন করিতে হয়, তাহাই বা কিরূপে করিব। ১২।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নাগরাজ বাসুকি ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং অর্থিগণের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিলেন। ১৩।

পণ্ডিত নাগরাজপ্রদত্ত বস্ত্র ও আভরণ তৎক্ষণাৎ অর্থিগণকে প্রদান করিয়া নিজেকে শল্যমুক্তবৎ জ্ঞান করিলেন। ১৪।

তাহারাও এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া পবিত্র সুগত-চিন্তাকেই সকল সম্পৎ ও সিদ্ধির কারণ বলিয়া বুঝিল। ১৫।

তৎপরে তাহাদের চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হওয়ায় বিদ্বেষরূপ পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন তাহারা ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য পণ্ডিতের সহিত গমন করিল। ১৬।

অতঃপর পণ্ডিত ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তদীয় পদধূলি দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন। ১৭।

তৎপরে তিনি জ্যোৎস্নার ন্যায় সমুজ্জ্বল স্বীয় হারটি ভগবানের চরণে বিন্যাস করিয়া সম্মুখবর্ত্তী প্রণত ধূর্ত্তগণের কথা ভগবান্‌কে বলিলেন। ১৮।

জ্ঞানবজ্রধারী ভগবান্ ধর্ম্মদেশনা দ্বারা তাহাদিগের দেহাত্মজ্ঞান-রূপ অজ্ঞান-পর্ব্বত ভেদ করিয়া স্রোতঃপ্রাপ্তিফল বিধান করিয়া দিলেন। ১৯।

তৎপরে তাহারা সত্য দর্শন করিয়া ভগবান্‌কে প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া গেলে ভগবান্ প্রীতিবিশতঃ স্বয়ং পণ্ডিতকে বলিলেন। ২০।

বৎস! তুমি পুণ্যবলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সম্পৎ লাভ করিয়াছ। এই দুর্ভিক্ষকালে তুমি ভিক্ষুগণের ভোজ্যাধিবাসনা সম্পাদন কর।২১।

আমার আশ্রমে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শত ভিক্ষু আছেন। ইহাঁদিগকে এবং অন্যান্য কষ্টপ্রাপ্ত জনগণকে নগরে অন্বেষণ করিয়া তুমি যথাযোগ্য ভোজ্য বিভাগ করিয়া দিবে। ২২।

পণ্ডিত ভগবানের এই আজ্ঞা শ্রবণ কারয়া হর্ষাকুল হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের যাবজ্জীবন নিমন্ত্রণ করিলেন। ২৩।

তৎপরে তিনি নিজগৃহে আগমন করিয়া ভিক্ষুসম্মত রাজভোগ দ্বারা প্রত্যহ সংবুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। ২৪।

তিনি ধনী, দরিদ্র, যাচ্য ও যাচক সকলকেই এবং যাহাঁরা অন্যকে দানদ্বারা অনুকম্পা করেন, তাঁহাদিগকেও অনুকম্পিত করি-লেন। ২৫।

করুণাসাগর পণ্ডিত সমগ্র কৃপণজনকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে দারিদ্র্যরূপ অন্ধকারের নাশক রত্নরাশি দান করিলেন। ২৬।

তিনি কৃপণদিগকে যে সকল রত্ন দান করিলেন, তৎসমুদয়ই অঙ্গাররাশি হইয়া গেল। মনুষ্যগণের ভাগ্যই রত্ন, প্রস্তরজাতীয় মণি রত্ন নহে। ২৭।

তখন কৃপণগণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল যে, আপনি আমাদিগকে ধন বলিয়া অঙ্গাররাশি দিয়াছেন। বোধ করি, আমরা স্বপ্নে ধনরাশি দেখিয়া থাকিব। ২৮।

লোক সহসা ধনলাভ দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কিন্তু ঐ ধনের বিনাশ হইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ২৯।

করুণানিধি পণ্ডিত তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, পুণ্যহীন জনে প্রদত্ত রত্নের রত্নত্ব থাকে না। ৩০।

তোমরা মোহবশতঃ পূর্ব্বে পুণ্য সঞ্চয় কর নাই, সেজন্য তোমাদের রত্নরাশি অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইয়াছে। ৩১।

লোকের পুণ্যক্ষয় হইলে সযত্নে রক্ষিত রত্নও বিনষ্ট হয়। ভাগ্যযোগ থাকিলে রত্ন স্বয়ং উপস্থিত হয়। পতিত জনের ধনার্জ্জন শোকেরই কারণ হয়। ধন পুণ্যচেতাঃ জনেরই উপযুক্ত জানিবে। ৩২।

অতএব তোমরা ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ কর। আমি তোমাদের জন্য ভোজ্যসম্ভার সম্পাদন করিতেছি। ৩৩।

কৃপণগণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া পণ্ডিতপ্রদত্ত ভোজ্যসম্ভার দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে একদিন পূজা করিল। ৩৪।

তাহারা যথাবিধি ভিক্ষুসঙ্ঘকে পূজা করিয়া ক্ষণকাল প্রণিধান করিল যে, আমাদের যেন কখনও দারিদ্র্য হয় না। ৩৫।

তৎপরে তাহারা পণ্ডিতের কথায় গৃহে গিয়া দেখিল যে, সেই অঙ্গাররাশি রত্নরাশি হইয়াছে। ৩৬।

অতঃপর গৃহস্থকুমার পণ্ডিতের ভবনে তদীয় প্রভাববলে শত শত সঞ্চিত নিধি উপস্থিত হইল। ৩৭।

ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঐ সকল নিধির ষষ্ঠ ভাগ রাজা প্রসেনজিৎকে দিলেন, কিন্তু তাহাও অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইল। ৩৮।

তৎপরে রাজা আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন যে, পণ্ডিতেরই পুণ্য-বলে এই সকল নিধি উদ্‌গত হইয়াছে, উহা পণ্ডিতেরই ভোগ্য। ৩৯।

আকাশ হইতে কুমারের কথা উল্লেখ হওয়ায় ঐ সকল নিধি পুনর্ব্বার নিধিত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তৎসমুদয় পণ্ডিতের ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। ৪০।

উদারচেতাঃ পণ্ডিত সেই সকল নিধি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পৎ বিতরণ করিয়া দরিদ্রগণের গৃহে লক্ষ্মীর অবস্থিতি সম্পাদন করি-লেন। ৪১।

অনন্তর পণ্ডিত সংসারের অসারতা বিচার করিয়া স্পৃহাবর্জ্জিত হইয়া অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিয়া পিতাকে বলিলেন। ৪২।

পিতঃ! আমাকে তপোবনে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। এই সকল শত শত জন্মের উচ্ছিষ্ট ধন-সম্পৎ আমার ক্লেশজনক বোধ হইতেছে। ৪৩।

যে আয়ুঃকালে ত্রৈলোক্যের সম্পদ্‌লাভ হইলে উহা ভোগ করা যায়, সেই সকল বস্তুর আধারস্বরূপ আয়ুঃকালই অতি অল্প। ৪৪।

যে দেহের জন্য শীতকালে কোমলস্পর্শ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া থাকি, গ্রীষ্মকালে শীতল চন্দনাদি দ্বারা যে দেহের পরি-চর্য্যা করি এবং যে দেহের জন্যই সতত বিষ, অস্ত্র, অগ্নি ও সর্প প্রভৃতি

হইতে ভয় হয়, সেই দেহ নানাবিধ অপায় হইতে সুরক্ষিত হইলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৪৫।

আমি সুখভোগে বিরক্ত হইয়াছি। আমি আমার প্রিয় প্রব্রজ্যাকে গ্রহণ করিয়া চিন্তাতপ্ত চিত্তের ক্লেশহরণপূর্ব্বক বনে বিচরণ করিব।৪৬।

তিনি এই কথা বলিয়া বিষয়সুখে আসক্তিরূপ বন্ধন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পিতার অনুমতি লইয়া শারিপুত্রের আশ্রমে গমন করি-লেন। ৪৭।

তথায় তিনি শারিপুত্র দ্বারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র ও কৌপীন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারই অনুচর হইয়া সংযতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৮।

পণ্ডিত দেখিলেন যে, কৃষকগণ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জল পরিচালিত করিতেছে এবং ঐ জলধারা নির্দ্দিষ্ট পথেই যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে, হায়! এই অচেতন জলধারারও বিহিত মার্গে গমন করায় কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে, কিন্তু সচেতন মনুষ্য-গণের তাহা হইতেছে না। ৪৯-৫০।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, ইষুকার উত্তাপ দ্বারা বক্র শরকে সরল করিয়া যষ্টি নির্ম্মাণ করিতেছে। ধীমান্ পণ্ডিত ইহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, এই অচেতন শরগণ তাপপ্রাপ্ত হইয়া সরল হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যগণ সংসারতাপে তপ্ত হইয়াও বক্রতা ত্যাগ করে না। ৫১-৫২।

এই চিন্তা করিয়া আরও অগ্রে গিয়া দেখিলেন যে, সূত্রধার অতি কঠিন কাষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া শকটের চক্র নির্ম্মাণ করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি পুনশ্চ চিন্তা করিলেন যে, অহো! এই অচেতন কাষ্ঠসকল ঘটনাযোগে কর্ম্মক্ষম হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যের চিত্ত এরূপ হইতেছে না। ৫৩-৫৪।

এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বধর্ম্ম ও নিয়মে আদরবশতঃ তিনি আশ্রমে গিয়া পুত্র যেরূপ পিতাকে বলে, তদ্রূপ আচার্য্যকে বলিলেন। ৫৫।

অদ্য আপনিই আমার জন্য ভিক্ষা করিতে গমন করুন। আমি আপনার আদেশমত নিজব্রতের বিষয় চিন্তা করিব। ৫৬।

পণ্ডিত উপাধ্যায়কে এইরূপ নিবেদন করিলে, তিনি ভিক্ষার জন্য গেলেন এবং পণ্ডিতও তাঁহার আদিষ্ট বিহারাগারে প্রবেশ করিলেন। ৫৭।

তথায় তিনি পর্য্যঙ্কাসন বন্ধন পূর্ব্বক নিজদেহকে যষ্টিবৎ নিশ্চল করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখ করিয়া নিজধর্ম্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫৮।

পণ্ডিত সমাধিমগ্ন হইলে পর্ব্বতগণসমন্বিত ও বিচলিতজলসমুদ্ররূপ দুকূলধারিণী সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। ৫৯।

ইন্দ্র পণ্ডিতকে ধ্যাননিরত জানিতে পারিয়া নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধির জন্য চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিবার নিমিত্ত চন্দ্র, সূর্য্য ও দিক্পালগণকে আদেশ করিলেন। ৬০।

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পণ্ডিতের কুশল কর্ম্মের পরিপাকবশতঃ সিদ্ধি উপস্থিতপ্রায় জানিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। ৬১।

যদি ইতিমধ্যে শারিপুত্র আসিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করে, তাহা হইলে পণ্ডিতের আসন্ন অর্হৎপদ-লাভের ইহা একটি বিঘ্ন হইবে, সন্দেহ নাই। ৬২।

অতএব আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার আগমনের কালহরণের জন্য নানাপ্রশ্নাশ্রিত কথার আলাপ করি। ৬৩।

ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং সেই দিকে আগমন করিলেন এবং নানা কথাদ্বারা ভিক্ষুর আগমনের বিলম্ব সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ৬৪।

তখন দেবতার প্রভাবে আকাশগত বিহঙ্গগণও নিঃশব্দ হইল এবং পণ্ডিত নিবাত-নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেন। ৬৫।

পণ্ডিত ক্রমে স্রোতঃপ্রাপ্তিফল লাভ পূর্ব্বক সকৃদাগামিফল লাভ করিয়া, অনাগামিফল পাইয়া অবশেষে অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৬৬।

তৎপরে ভগবান্ শারিপুত্রের সহিত কথোপকথন শেষ করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলে, শারিপুত্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিজ শিষ্যকে সূর্য্যসদৃশ তেজঃপূর্ণ দেখিলেন। ৬৭।

তিনি সহসা পণ্ডিতকে ভববন্ধন হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহার সেই যুগশতলভ্য সিদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৬৮।

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের অর্হৎপদলাভের কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি পণ্ডিতের পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন। ৬৯।

পুরাকালে বারাণসীতে ভগবান কাশ্যপনামক তথাগত বিংশতি সহস্র ভিক্ষুগণ সহিত পুরবাসী জনগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে মনোনীত ভোজ্যাদি দ্বারা পূজিত হইয়া কিছু কাল লোকহিতের জন্য বাস করিয়াছিলেন। ৭০-৭১।

তথায় প্রতি গৃহে জনগণ ভিক্ষুপূজাপরায়ণ হওয়ায় দুর্গত নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিল। ৭২।

আমি অত্যন্ত দারিদ্র্যবশতঃ অতি নীচ ও কুশল-ক্রিয়াবর্জ্জিত হইয়াছি। আমায় ধিক্! আমি এতই মন্দভাগ্য যে, একটি ভিক্ষুকেও নিমন্ত্রণ করিতে পারি না। ৭৩।

অর্থহীন পুরুষ নিরর্থক শব্দের ন্যায় লোকের পরিত্যাজ্য এবং ব্যবহারের অযোগ্য। নিরর্থক শব্দ যেরূপ বাক্য, প্রমাণ, পদ ও সন্ধির যোগ্য হয় না, তদ্রূপ অর্থহীন পুরুষও বাক্যালাপ, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও উন্নত পদলাভের অযোগ্য। নিরর্থক শব্দ যেরূপ ক্রিয়া, কারক

ও তর্করহিত হয়, তদ্রূপ অর্থহীন পুরুষের কোন সৎকার্য্য হয় না এবং করিব বলিয়া মনে তর্কও করিতে পারে না। ৭৪।

এইরূপ চিন্তানলে সন্তপ্ত ও ধনাভাবে নিন্দিত দুর্গতের গৃহে এক-জন পুণ্যপ্রবর্ত্তক আসিয়া তাহাকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন। ৭৫।

তুমি অর্থহীন হইলেও জন্মান্তরে শুভলাভের জন্য যে কোন প্রকারে হউক, একটি ভিক্ষুকেও কেন নিমন্ত্রণ কর নাই। ৭৬।

তিনি এই কথা বলিলে দুর্গত দুঃখশল্যে বিদ্ধ থাকিয়াও পুনশ্চ শল্যবিদ্ধবৎ হইলেন এবং ভিক্ষু-ভোজনে অসামর্থ্যবশতঃ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। ৭৭।

ক্ষুধায় ক্ষীণদেহ দুর্গত কোন প্রকারে এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া তথায় কাষ্ঠপাটনকর্ম্ম দ্বারা কিছু পারিশ্রমিক লাভ করিল। ৭৮।

তদীয় পত্নীও ঐ গৃহে ধান ভাণিয়া কিছু পারিশ্রমিক পাইল এবং তাহা নিজ ভর্ত্তার নিকট প্রদান করিল। ৭৯।

অতঃপর দুর্গত ভিক্ষু-ভোজন সম্পাদনের জন্য সমুদ্যত হইলে ইন্দ্র তাহার সত্ত্বগুণের শুদ্ধিসম্পাদনের জন্য অনুকূল হইলেন। ৮০।

ইন্দ্র প্রচ্ছন্নরূপে তথায় আসিয়া প্রীতিসহকারে দিব্যবর্ণ ও রসা-স্বাদযুক্ত ভোজ্য সম্পাদন করিয়া দিলে পর ঐ দুর্গত একটি ভিক্ষুও অন্বেষণ করিয়া পাইল না। ৮১।

ধনমদে মোহিত পুরবাসিগণ পূর্ব্বে সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ জন্য দুর্গত ভিক্ষু না পাওয়ায় দুঃখে দেহত্যাগে উদ্যত হইল। ৮২।

তখন ভগবান্ কাশ্যপ দুর্গতের চিত্তশুদ্ধি অবগত হইয়া তাহার প্রতি কৃপাবশতঃ স্বয়ং আসিয়া দুর্গতপ্রদত্ত ভোজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। ৮৩।

রাজা দুর্গতের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে

ভিক্ষুভোজনের জন্য সমস্ত দ্রব্য দিবেন ; কিন্তু দুর্গত সে কথা গ্রাহ্য করে নাই। ৮৪।

দুর্গত ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিয়া প্রণিধান করিয়াছিল যে, আমি যেন গুণরূপ সম্পদে পরিপূর্ণ হই এবং দরিদ্রের তুষ্টিসাধক হই। ৮৫।

কাশ্যপ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলে এবং ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলে দুর্গতের গৃহ দিব্যরত্নে পরিপূর্ণ হইল। ৮৬।

তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুর্গতের বাসভবন রত্নস্তম্ভে ভূষিত ও মনোরম উদ্যানে শোভিত করিয়া দিলেন। ৮৭।

তখন দুর্গত বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সপ্তাহকাল উত্তম ভোগ দ্বারা সমস্ত ভিক্ষুগণের সহিত ভগবান কাশ্যপকে পূজা করিল। ৮৮।

যে দুর্গতের গৃহে অঙ্গনারা ক্ষুধায় ক্ষীণ হইয়াছিল ও অথিগণ যাহার দ্বারেও আসিত না, বালকগণ যেখানে সতত রোদন করিত, যাহার গৃহকোণে মক্ষিকাগণ নিশ্চল কজ্জলের ন্যায় বসিয়া শব্দ করিত এবং চুল্লীমধ্যে বিড়ালশিশু শয়ন করিয়া থাকিত, অধিক কি, যাহা দ্বিতীয় নরকের ন্যায় হইয়াছিল, সেই দুর্গতের সম্পদ্ এখন রাজারও স্পৃহণীয় হইয়া উঠিল। ইহা কাহার না আশ্চর্য্যজনক হয়। ৮৯।

দুর্গত সেই সুধাবৎ বিশুদ্ধ দানপ্রভাবে জন্মান্তরে পণ্ডিতরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯০।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গুণাদরবশতঃ এইরূপ পণ্ডিতের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুগণ ইহা শুনিয়া কুশললাভের উপায়স্বরূপ দান-পুণ্যের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৯১।

ইতি পণ্ডিতাবদান নামক একচত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ পল্লব।

কণকবর্ণাবদান।

সত্ত্বেন সূর্য্যরুচয়স্তমসি স্ফুরন্তি
ধর্ম্মেণ রত্ননিচয়া নভসঃ পতন্তি।
ধৈর্য্যেণ সর্ব্ববিপদঃ প্রশমং ব্রজন্তি
দানেন ভোগসুভগাঃ ককুভো ভবন্তি॥ ১॥

সূর্য্যকিরণ সত্ত্বগুণপ্রভাবে অন্ধকারমধ্যে স্ফুরিত হয়। ধর্ম্মবলে আকাশ হইতে রত্নরাশি নিপতিত হয়। ধৈর্য্যদ্বারা সকল বিপদ্ বিনষ্ট হয়। তদ্রূপ দানদ্বারা চতুর্দ্দিক্ ভোগাবস্তুশোভিত হয়। ১।

পুরাকালে ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরীতে জেতকাননে সমাগত পুণ্যবান্ জনগণের সমক্ষে ধর্ম্মদেশনা করিয়াছিলেন।২।

পূর্ব্বকল্পে যখন লোকের অষ্টাযুত বর্ষ পরমায়ু ছিল, তখন কনকবর্ণ নামে এক রাজা ছিলেন। ৩।

ইন্দ্রের অমরাবতী পুরীসদৃশ তদীয় রাজধানী কনকা পুরী সমস্ত ধনবান্ ও প্রভাববান্ জনগণের প্রিয় বসতিস্থান হইয়াছিল। ৪।

রাজা কনকবর্ণ রাজোচিত, যশস্কর এবং সদাচার ও সদ্গুণের উপযুক্ত প্রজাকার্য্য শুভ্র, সুগোল ও সুগ্রথিত এবং মধ্যমণিবিরাজিত মুক্তাহারের ন্যায় সতত হৃদয়ে ধারণ করিতেন। ৫।

কালে প্রজাগণের কর্ম্মদোষে তদীয় রাজ্যে অতিভীষণ ও সমস্ত প্রাণীর ভয়প্রদ অনাবৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬।

সমস্ত লোকের সন্তাপকারিণী ও ধৈর্য্যহারিণী অনাবৃষ্টি রাজার মনঃকষ্টেরই হেতুভূত হইল। ৭।

তখন রাজা যতপ্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিলেন, তৎসমুদয় ব্যর্থ হওয়ায় নিস্তব্ধভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রধান অমাত্যগণকে বলিলেন। ৮।

এই প্রতীকাররহিত অনাবৃষ্টিপাত আমার বহুযত্নসম্পাদিত প্রজা-পালনকার্য্য নিষ্ফল করিতেছে। ৯।

প্রজাগণের পাপেই রাজ্যমধ্যে চতুর্দ্দিক্ বৃষ্টিহীন হয়, আকাশ অস্বচ্ছ হয় এবং বাষ্পবৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। ১০।

যে রাজা মহাভয় হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, তাঁহার পক্ষে কিরীট ও মুকুটধারণ অভিনেতা নটের কিরীটধারণসদৃশ নিষ্ফল। ১১।

যখন রাজা প্রজাহিতে রত থাকেন, তখনই সত্যযুগ হয় এবং যখন রাজা প্রজার অহিতে নিরত হন, তখনই কলিযুগ জানিবে। ১২।

রাজার পাপে প্রজাগণ দুর্ভিক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিপক্ষের আক্র-মণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, রোগ ও উদ্বেগযুক্ত হয়, গুরুতর ক্লেশে বিহ্বল হয়, খল জন কর্ত্তৃক অতিশয় পীড়িত হইয়া হাহাকার করে এবং অবশেষে আত্মীয় জনের শোকভাজন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৩।

অতএব সমস্ত ধনাগার শূন্য করিয়াও আমি প্রজাগণকে রক্ষা করিব। প্রজাগণকে পরিত্রাণ করাই রাজার রত্নপূর্ণ নিধিস্বরূপ। ১৪।

এই কথা বলিয়া এবং নিজগৃহ ও ধনাগার সমস্তই প্রজাগণের অর্থে সংগৃহীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাজা নিজের সর্ব্বস্ব প্রজা-সাধারণের ভোগ্য ও উপভোগ্য করিলেন। ১৫।

কালক্রমে সেই উগ্র দুর্ভিক্ষে অত্যধিক ব্যয় হওয়ায় রাজার ধনসঞ্চয় ও অন্নসঞ্চয় ক্ষয় হইয়া একজনের খাদ্যমাত্র অবশিষ্ট রহিল। ১৬।

এই সময় সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী এক প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে তথায় আসিয়া রাজার নিকট ভোজন প্রার্থনা করিলেন। ১৭।

রাজা সেই প্রাণসংশয়কালে কোনরূপ বিচার না করিয়া নিজের প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ সেই অন্ন-সমুদয় প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে দান করিলেন। ১৮।

প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ অন্ন দ্বারা নিজের প্রাণ ধারণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজার সত্ত্বশীলতার প্রশংসা করিতে করিতে আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন। ১৯।

অতঃপর আকাশরূপ মহাগজের নীলভ্রমরপংক্তি-শোভিত মদ-রেখার ন্যায় ও দিগ্বধূর কপোলবর্ত্তী কালাগুরুচন্দন-রচিত মঞ্জরীর ন্যায় পশ্চিমদিকে প্রলম্বিত মেঘমালা উদিত হইল। ২০।

তৎপরে সমস্ত গগনান্তরাল উৎফুল্ল নীলোৎপলবনসদৃশ হইয়া উঠিল এবং ভৃঙ্গরাশিসদৃশ জলপূর্ণ মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হইল। ২১।

তৎপরে সপ্তাহকাল অনবরত প্রজাগণের অভিমত সকল প্রকার খাদ্য বস্তুর বৃষ্টি হইল। তৎপরে ধান্যাদি বৃষ্টি এবং তদনন্তর যথাক্রমে রত্নাদি বৃষ্টি হইল। ২২।

রাজগণের মুকুটমণির ন্যায় শোভমান রাজা কনকবর্ণ এইরূপে প্রজাগণের প্রাণরক্ষা করিয়া পুণ্যসম্পদে প্রীণিত হইলেন। সজ্জনের প্রভাব পরহিতার্থেই নিযুক্ত হয়। ২৩।

এই যে কনকবর্ণ রাজার কথা বলিলাম, আমিই সেই কনকবর্ণ ছিলাম। এখন আমি এই দেহ ধারণ করিয়াছি। ভগবান্ জিন এই কথা বলিয়া ধীমান্ সজ্জনগণের ধর্ম্মদেশনা করিলেন। ২৪।

ইতি কনকবর্ণাবদান নামক দ্বিচত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ পল্লব।

হিরণ্যপাণ্যবদান।

সর্ব্বোপকারপ্রণয়ী প্রভাবঃ সর্ব্বোপজীব্যা মহতী বিভূতিঃ।
পুণ্যাঙ্কুরোহস্য ফলং বিশালফলার্হমেতৎ প্রথমং হি পুষ্পম্ ॥ ১ ॥

সর্ববপ্রাণীর উপকারে আগ্রহযুক্ত প্রভাব এবং সর্ববপ্রাণীর উপজীব্য বিপুল সম্পদ্, এই দুইটিই মনুষ্যের পুণ্যরূপ অঙ্কুরোদ্গমের ফলস্বরূপ এবং ইহাই ভবিষ্যতে উৎপৎস্যমান বিশাল ফলের প্রথম পুষ্পোদ্গমস্বরূপ। ১।

পুরাকালে যখন ভগবান্ জিন জেতবনারামে বিহার করিতেছিলেন, তখন শ্রাবস্তী নগরীতে দেবসেন নামে একজন গৃহস্থ ছিলেন। ২।

হিরণ্যপাণি নামে ইহাঁর এক পুত্র ছিল। হিরণ্যপাণির হস্তদ্বয় সুবর্ণময় ছিল এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইহাঁর দুই হস্তে দুই লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা প্রাদুর্ভূত হইত। ইহাতে ইনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছিলেন। ৩-৪।

কালক্রমে ইহাঁর কুশল কর্ম্মের পরিপাকবলে বিবেকোদয় হওয়ায় ভগবান্ জিনের প্রতি ভক্তি উদিত হইল। ৫।

অতঃপর হিরণ্যপাণি জেতবনে গিয়া ভগবান্ তথাগতকে দর্শন-পূর্ব্বক আনন্দ সহকারে তদীয় পাদবন্দনা করিলেন। ৬।

ভগবান্‌ও ইহাঁর প্রতি সংসারতাপের প্রশমনে চন্দ্রিকাস্বরূপ ও কুশললাভের দূতিকাস্বরূপ সুধাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ৭।

হিরণ্যপাণি ভগবানের দৃষ্টিপাত দ্বারাই মোহান্ধকার-বর্জ্জিত হইলেন এবং সূর্য্যকিরণস্পর্শে কমলের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া ভগবানের সহিত কথোপকথন করিলেন। ৮।

তৎপরে ভগবান্ তাঁহাকে সদ্ধর্ম্ম উপদেশ করিলেন। সেই উপদেশদ্বারা তাঁহার উজ্জ্বলকান্তি ধর্ম্মময় চক্ষু উদিত হইল। ৯।

তখন ইহাঁর পূর্ব্বপুণ্যের পরিণামে বৈরাগ্যবাসনা উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবান্কে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন। ১০।

হে শরণাগতপালক ভগবন্! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি আমার অশেষক্লেশ-নাশের জন্য সংসারনাশিনী প্রব্রজ্যা বিধান করুন। ১১।

প্রাণিগণের আয়ুঃকাল অতি অল্প। যৌবনকাল তদপেক্ষাও অত্যল্প। এই সম্পদ্ বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; অতএব সম্পদ্ই সর্ব্বাপেক্ষা অল্পক্ষণস্থায়ী। ১২।

হিরণ্যপাণি এই কথা বলিবামাত্র ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার রজোগুণ বিগত হইল এবং প্রব্রজ্যা স্বয়ং আসিয়া তদীয় দেহে নিপতিত হইল। ১৩।

তিনি রক্তবস্ত্র দ্বারা সুব্যক্ত বিরক্তভাব ধারণ করিয়া পাত্রগ্রহণ দ্বারা পুনশ্চ সংসারপাত্র হওয়ার সম্ভাবনা ত্যাগ করিলেন। ১৪।

ভিক্ষুগণ হিরণ্যপাণির ঐরূপ অদ্ভুত সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের নিকট তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন। ১৫।

পুরাকালে বারাণসী নগরীতে ভগবান কাশ্যপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে কৃকি নামক রাজা তদীয় দেহ সংকার করিয়া একটি রত্নময় স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্তূপটি তদীয় পুণ্যের ন্যায় উন্নত ও স্বর্গা-রোহণের সোপানবৎ হইয়াছিল। ১৬-১৭।

ঐ স্তূপে পূজাকালে যখন ধ্বজযষ্টি আরোপণ করা হয়, তখন কন্দল নামে একজন বৃদ্ধ দুইটি রৌপ্যমুদ্রা তথায় নিহিত করিল। ১৮।

চিত্তপ্রসাদে পরিশুদ্ধ সেই মহাপুণ্যফলে অদ্য হিরণ্যপাণি মহাজনের স্পৃহণীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯।

সমগ্র গুণসমন্বিত দানশক্তিযুক্ত বিভব লাভ হওয়া, চন্দ্রতুল্য শুভ্র যশঃ বিস্তার হওয়া এবং অল্প পুণ্য পরিণামে অনল্পভাব প্রাপ্ত হওয়া, এতৎসমুদয়ই শ্রদ্ধাবিশুদ্ধ নির্ম্মল মনের ফলস্বরূপ। ২০।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত পুণ্যানুভাব হিরণ্যপাণির এইরূপ প্রভাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হর্ষ, আদর ও বিস্ময়ের ভাজন হইলেন। ২১।

ইতি হিরণ্যপাণি অবদান নামক ত্রিচত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ পল্লব।

অজাতশত্রু পিতৃদ্রোহাবদান।

দুর্জ্জনদুঃসহবিষধরভীষণতরতিমিরপতিতানাম্।
আলম্বনজননং ভবভয়হরণং জিনস্মরণম্॥ ১॥

ভবভয়নাশক জিনস্মরণই দুর্জ্জনরূপ দুঃসহ বিষধরের ভীষণতর অন্ধকারে নিপতিত জনগণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ। ১।

পুরাকালে যখন ভগবান্ তথাগত রাজগৃহ নগরে গৃধ্রকূট নামক পর্ব্বতের গুহায় বিহার করিতেছিলেন, তখন পুত্রবৎসল রাজা বিম্বিসার ক্রূরকর্ম্মা তদীয় পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক তদীয় সুহৃৎ দেবদত্তের সম্মতিক্রমে জনসঞ্চারবর্জ্জিত ঘোর বন্ধনাগারে প্রেরিত হইলেন। ২-৩-৪।

বিম্বিসারের পত্নী গুপ্তভাবে বন্ধনাগারে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন। অজাতশত্রু তাহা জানিতে পারিয়া পিতার বিনাশমানসে তাহা নিবারণ করিয়া দিল। ৫।

রাজা বিম্বিসার ক্রমে রূক্ষ, কৃশ ও অতিমলিন হইয়া কাল-মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় হইতে লাগিলেন। ৬।

কোমলচেতাঃ জনের পক্ষে সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর। ইহাতে প্রৌঢ়া বিপৎ অর্থাৎ মৃত্যু তাহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে। ৭।

তখন শোকার্ত্ত বিম্বিসার সুগতাধিষ্ঠিত দিক্ উদ্দেশে নতশিরাঃ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন। ৮।

তুমি ভগবান্, মহার্হ ও দীনজনের উদ্ধারে বদ্ধপরিকর এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধচেতাঃ, তোমায় নমস্কার। তুমি ঘোর সংসারসমুদ্রে

সেতুস্বরূপ এবং জনগণের জন্মক্লেশ-নাশের একমাত্র হেতু, তোমায় নমস্কার। তুমি নিত্যপ্রবুদ্ধ, সর্ব্বপ্রাণীর একমাত্র বন্ধু, বিশুদ্ধধাম এবং করুণামৃতের সাগর, তোমায় নমস্কার। ৯-১০-১১।

বিম্বিসার সুগতের শ্রবণযোগ্য এইরূপ ভক্তিসুধা সেচন করিয়া পুণ্যরূপ পুষ্পের প্রসবিনী স্তুতিমঞ্জরী দ্বারা ভগবানের স্তব করিলেন। ১২।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিম্বিসারের কায়ক্লেশময়ী অবস্থা অবগত হইয়া বন্ধনাগারের ক্ষুদ্র বিবর দ্বারা আলোক প্রদান করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। ১৩।

অজাতশত্রু এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শঙ্কাকুল হইলেন এবং পিতার বন্ধনাগারের ক্ষুদ্র বিবরগুলিও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ১৪।

তৎপরে অজাতশত্রুর আদেশে বন্ধনাগারের রক্ষকগণ ক্ষুরদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ বিম্বিসারের পাদদ্বয় কর্ত্তন করিল। ১৫।

বিম্বিসার তখন তীব্রক্লেশে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন পূর্ব্বক "বুদ্ধকে নমস্কার, বুদ্ধকে নমস্কার," এই কথা বলিলেন। ১৬।

অতঃপর সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইলেন এবং ইন্দ্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া করুণাপ্রকাশে তাঁহাকে বলিলেন।১৭।

হে রাজন্! কি করিবেন, ক্রূরকর্ম্মাদিগের এইরূপই গতি হইয়া থাকে। শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ না করিলে উহা ক্ষয় হয় না। ১৮।

রাগ ও দ্বেষরূপ বিষময় এবং নানা প্রকার দুঃখসঙ্কুল এই অসার সংসারে এইরূপ দুঃখই হইয়া থাকে। ১৯।

অত্যধিক ক্লেশকালে, বিপদ্ ও সম্পদ্ উভয়ের মিশ্রণে এবং সঙ্কট অবস্থায় ধৈর্য্যই একমাত্র পরিত্রাতা এবং বৈরাগ্যই ব্যাকুলতানাশক হয়। ২০।

সংসাররূপ ঘোর গহনমধ্যে দুঃখরূপ দাবানল বৰ্দ্ধিত হইতেছে এবং উহা হইতে সমুদ্গত ও দূরপ্রসৃত ধূমদ্বারা আকুলনয়ন হইয়া সকলেই বাষ্প মোচন করেন। কেবল পুণ্যবান্ জনগণের লোচন ঐ ধূমে আক্রান্ত হয় না। ২১।

হে ভূপতে! এই দুঃখকালে ধৈর্য্য অবলম্বন কর এবং ভোগাশা ত্যাগ কর। সংসারের সকল ভাবই পরিণামে কষ্টদায়ক হয়। ২২।

এখনই তোমার দেহান্তের পর কুশলফল উপস্থিত হইবে। এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক ভগবান্ নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। ২৩।

বিম্বিসারও অবিলম্বে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে জিনর্ষভ নামে কুবেরের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৪।

অজাতশত্রু পিতার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার দেহের সৎকার সম্পাদন করিলেন এবং নিজের দুষ্কর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ২৫।

দুষ্কর্ম্মে দূষিত ও তীব্র পাপে আর্ত্ত তদীয় চিত্ত পশ্চাত্তাপরূপ অগ্নিতে পতিত হইয়া যেন প্রায়শ্চিত্ত করিল। ২৬।

তিনি বলিলেন,—হায়! আমি মোহবশতঃ ঐশ্বর্য্যমদে লুব্ধবুদ্ধি হইয়া মহাপাপরূপ গর্ত্তে অধোমুখ হইয়া পতিত হইলাম। ২৭।

বিদ্যা ও বুদ্ধিহীন এবং খল জনের মন্ত্রণানুসারী জনগণের পাপানুষ্ঠানজনিত দুশ্চিন্তা নিদ্রাসুখ নাশ করিয়া গাত্রদাহ সম্পাদন করে। ২৮।

আমি প্রমাদবশতঃ পাপপঙ্কে পতিত হইয়া অবসন্ন হইয়াছি। আমার অবলম্বন নাই। জিনস্মরণই আমার পরিত্রাতা। ২৯।

অজাতশত্রু বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া সুগতসমীপে গমন

করিলেন এবং নিজ কুকার্য্য জন্য আত্মগ্লানি হওয়ায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া রহিলেন। ৩০।

তথায় তিনি আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়া লজ্জিতভাবে যেন পাপস্পর্শভয়ে দূর হইতেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন। ৩১।

তিনি সজলনয়নে ভগবানের নিকট নিজ পরিত্রাণের কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন তাঁহার দেহ কম্পিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, তিনি তাঁহার দেহলগ্ন পাপ ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন। ৩২।

হে ভগবন্! আমি পাপ করিয়াছি। নরকাগ্নি আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে। আমি সন্তপ্ত হইয়া করুণাসাগর আপনারই শরণাগত হইলাম। ৩৩।

গঙ্গার ন্যায় পবিত্রা ও পাপপ্রক্ষালনে সক্ষমা ভবদীয় পদ্মসদৃশী ও শোণবর্ণপর্য্যস্তা দৃষ্টি আমাকে স্পর্শ করুন। ৩৪।

আমি প্রমাদবশতঃ খল জনের মন্ত্রণায় বিভবলুব্ধ হইয়া পিতাকে নিহত করিয়াছি। আমি মহাপাপী ও অত্যন্ত দুর্বৃত্ত। ৩৫।

ভগবান্ তথাগত এইরূপ প্রলাপকারী অজাতশত্রুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদায় পাপমল-শুদ্ধির জন্য পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিলেন।৩৬।

হে রাজন্! তুমি খল জনের ন্যায় নিজকর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া পিতৃবধরূপ মহাপাপে পতিত হইয়াছ। তুমি পাপের কথা চিন্তা কর নাই। ৩৭।

তোমার পিতার সেই দুঃখ পাইতেই হইত এবং তোমারও এই পাপ অর্জ্জন করিতেই হইত। হে ভূপাল! তোমার ও ত্বদীয় পিতার এইরূপ সমান ভবিতব্যতা জানিবে। ৩৮।

মনুষ্যগণের ললাটবর্ত্তিনী নিজকর্ম্মানুযায়িনী নিয়তি শিলাখোদিত লিপির ন্যায় নিশ্চলা, উহার অন্যথা হয় না। ৩৯।

তুমি খল জনের প্রেরণায় পাপকার্য্য করিয়া প্রত্যাসন্ন অমৃততুল্য নিজ কুশল স্বহস্তে তিরস্কৃত করিয়াছ। ৪০।

এখনও যদি তুমি পাপনাশ করিতে ও লব্ধ সম্পদ্ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পাপপ্রশমাত্মক পুণ্যকার্য্যে মতি কর। ৪১।

• সাধুসমাগম দীপালোকের ন্যায় সুখকর হয় এবং উজ্জ্বল যশ প্রকাশিত করে। ইহা অমৃততুল্য; অমৃতও এইরূপ সুখকর হয়। ৪২।

পশ্চাত্তাপরূপ অগ্নিতে পতনদ্বারা, সাধুসঙ্গমদ্বারা, পাপকীর্ত্তনদ্বারা এবং দানদ্বারা জনগণের পাপ নষ্ট হয়। ৪৩।

সৎসমাগম সুকৃতরূপ গৃহের একটি অনির্বচনীয় দীপস্বরূপ। দীপ নিজগুণ অর্থাৎ বর্ত্তী ক্ষয় করে; কিন্তু সৎসমাগম গুণ ক্ষয় করে না। দীপ স্নেহ অর্থাৎ তৈল সংহার করে; কিন্তু সৎসমাগম স্নেহ সংহার করে না। দীপ মল সম্পাদন করে; সৎসমাগম তাহা করে না। দীপ দোষাবসানে অর্থাৎ নিশাবসানে কান্তিহীন ও চঞ্চল হয়, কিন্তু সৎসমাগম সদাই উজ্জ্বল ও অচঞ্চল। ইহা লোককে পবিত্র করে। ৪৪।

খলসমাগম গুণিগণের বিপৎপাতের কারণ এবং রাত্রিকালের ন্যায় লোকের নয়নব্যাপারের নিরোধক অর্থাৎ অন্ধতাসম্পাদক। ইহা আলোক নাশ করিয়া বিষম ক্লেশের আবাসস্থান হয় এবং মহা-মোহরূপ গাঢ় অন্ধকার সৃজন করে। ৪৫।

হে রাজন্! তুমি কালক্রমে ক্ষীণপাপ হইয়া ক্রমে ক্রমে আলোক প্রাপ্ত হইবে এবং অবশেষে বিবেকদ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধ হইবে। ৪৬।

ভগবান্ জিন এইরূপে অজাতশত্রুকে সদয়ভাবে আশ্বাসিত করি-লেন। সাধুগণ পতিত জনের প্রতিই অধিক করুণাপরায়ণ হন।৪৭।

তৎপরে রাজা ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন এবং পাপরূপ মহাভার যেন কিঞ্চিৎ লঘু বোধ করিলেন। ৪৮।

তিনি চলিয়া গেলে ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাজা অজাতশত্রুর পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ৪৯।

বারাণসী নগরীতে অক্লেশে বিলাসপরায়ণ ও ধনগৌরবে বিশৃঙ্খল চারিটি শ্রেষ্ঠিতনয় ছিল। ৫০।

একদা সেই যৌবনোদ্ধত শ্রেষ্ঠিতনয়গণ পরস্পর কলহে রত হইয়া দেখিল, একটি প্রত্যেকবুদ্ধ আসিতেছেন। ৫১।

তখন তাহারা প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ শম ও সংযমের নিন্দা করিতে লাগিল এবং সুন্দরক নামক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহাস্যে ভ্রাতৃগণকে বলিল। ৫২।

এই চীবরপাত্রধারী ভিক্ষুকে মদ্যপান করাইয়া মারিয়া ফেলি অথবা পাগল করিয়া দিই, ইহাই আমার মনোরথ। ৫৩।

জ্যেষ্ঠ চপলতাবশতঃ এই কথা বলিলে কুন্দর নামক দ্বিতীয় ভ্রাতা বলিল,—এই ভিক্ষুকে আমি জলে ক্ষেপণ করিয়া মারিতে ইচ্ছা করি।৫৪

তৎপরে পাপিষ্ঠ বুন্দর নামক তৃতীয় ভ্রাতা বলিল,—এই ভিক্ষুকে পথিমধ্যে বেগে নিক্ষেপ করা হউক। ৫৫।

ক্রূরবুদ্ধি গুন্দরনামক চতুর্থ ভ্রাতাও বলিল যে, ক্ষুরদ্বারা এই ভিক্ষুর চরণদ্বয় চর্ম্মহীন করা হউক। ৫৬।

তাহারা এইরূপ কথা বলায় তাহাদের মনোরথ কলুষিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা জন্মান্তরে স্বেচ্ছানুরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৫৭।

লোভান্ধ ব্যক্তি কেবল ধন দেখিতে পায়। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি কেবল শত্রু দর্শন করে। কামান্ধ ব্যক্তি কামিনীকেই দেখে, কিন্তু দর্পান্ধ ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পায় না। ৫৮।

ধনদ্বারা যাহাদের চিত্তবিকার হইয়াছে, যাহারা আত্মসংযমী নহে ও গর্ববশতঃ যাহাদের বিচারশক্তি মন্দ হইয়াছে, তাহাদের আনন্দ পরিণামে ক্লেশ ও বন্ধনের কারণ হয়। ৫৯।

গর্ব্বিত নরপশুগণ অকারণ ক্রুদ্ধ হয়, অকারণ উল্লম্ফন করে, অকারণ স্নেহ করে এবং অকারণ নত হয়। ইহারা মোহাহত এবং হিতাহিতবিচারহীন। ইহারা কেবল আত্মতুষ্টিতেই নিরত থাকে। ৬০।

সেই জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠিতনয় অপর জন্মে শারির্যান নামে শাক্যবংশে উৎপন্ন হইয়া মদ্যপান করিয়া মৃত হইয়াছে। ৬১।

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠিতনয় মহান্ নামে শাক্যবংশে উৎপন্ন হইয়া জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তৃতীয় শ্রেষ্ঠিতনয় রাজা প্রসেনজিৎ নামে উৎপন্ন হইয়া নিজ পুত্র কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ৬২।

চতুর্থ শ্রেষ্ঠিতনয়ই এই বিম্বিসার রাজা। ইনি নিজ পুত্রকর্ত্তৃক বন্ধনাগারে বদ্ধ হইয়াছেন। যেরূপ ধন কাহাকেও দিলে ভবিষ্যতে তাহা বৃদ্ধি সহিত পাওয়া যায়, তদ্রূপ কর্ম্মও কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ করিতে হয়। ৬৩।

এই সংসারবর্ত্তী অসজ্জনগণ মোহাহত হইয়া সহসা যে অকুশল কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা পরে মহাশোকে বিবশ হইয়া বাষ্পপূর্ণ-নয়নে সেই অবিনয়ের ফল ভোগ করে। ৬৪।

ভিক্ষুগণ বিবুধসভায় সুগতকথিত এইরূপ বিষবৎ বিষমফলদ বিম্বিসারের পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দূষিত চিত্তকেই সকল বিপদের নিমিত্ত মনে করিলেন। ৬৫।

ইতি অজাতশত্রু পিতৃদ্রোহাবদান নামক চতুশ্চত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ পল্লব।

কৃতজ্ঞাবদান।

অন্ধীকৃতোঽপি সহসা নমসা খলেন
লক্ষ্মীবিহারবিরহে বিনিপাতিতোঽপি।
কষ্টাং দশামিব নিশামতিবাহ্য পদ্মঃ
স্বামেব সম্পদমুপৈতি পুনর্গুণাঢ্যঃ॥ ১॥

গুণসম্পন্ন পদ্ম খল জন কর্ত্তৃক অন্ধীকৃত অর্থাৎ মুদিত হইলেও এবং লক্ষ্মীর বিহার অভাবে দুঃখে নিপাতিত হইলেও কষ্টদশা-সদৃশ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার নিজ সম্পদ্ অর্থাৎ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ১।

ভগবান্ সুগত যখন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতবনে বিহার করিতে-ছিলেন, তখন দেবদত্ত বিদ্বেষ-ব্যাধি পীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২।

শাক্যবংশজাত মদীয় ভ্রাতা জিন আমার তুল্যই মনুষ্য ; কিন্তু সে পুণ্যপ্রভাবে ত্রিজগতের পূজ্য হইয়াছে। ৩।

অতএব আমি তাহার জীবন-নাশের জন্য যত্ন করিব। সূর্য্য অস্তমিত না হইলে অন্যান্য তেজ প্রকাশ পায় না। ৪।

মানী জনের উন্নত মন বিজ্ঞান, অনুভব, বিদ্যা, তপস্যা বা সম্পদে পরের উৎকর্ষ সহিতে পারে না। ৫।

আমি নিজ নখাগ্রে বিষ লইয়া প্রণাম করিবার ছলে নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার দেহে বিষ সঞ্চারিত করিব। ৬।

খলস্বভাব দেবদত্ত বিদ্বেষবশতঃ এইরূপ পাপচিন্তা করিয়া তিষ্য প্রভৃতি নিজ বান্ধবগণের নিকট আসিয়া এই কথা বলিল। ৭।

আমি ক্রূরস্বভাববশতঃ সরলস্বভাব সুগতের অনেক অপকার করিয়া মহাপাপ করিয়াছি। অদ্য তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পদদ্বয়ে নিপতিত হইব। ৮।

দুষ্টমতি দেবদত্ত এই কথা বলিয়া সুদন্তের অনুমোদনে তাহাদের সকলের সহিত জেতবনে আসীন জিনকে দেখিবার জন্য তথায় গমন করিল। ৯।

সে তথায় ভগবান্‌কে বিলোকন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র উৎক্ষিপ্তচরণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "আমি দগ্ধ হইলাম", এই কথা বলিল। ১০।

সে হিংসাসংকল্পজনিত পাপে বজ্রাহতবৎ হইয়া তখনই সশরীরে নরকাগ্নিতে নিপতিত হইল। ১১।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ সহসা ঘোর নরকে নিপতিত দেবদত্তকে দেখিয়া তদীয় বৃত্তান্তশ্রবণে বিস্মিত ভিক্ষুগণকে বলিলেন। ১২।

এই দেবদত্ত পাপদোষে ক্লেশ-সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। মলিন মনই সর্ব্বপ্রকারে তীব্র অন্ধকার উৎপাদন করে। ১৩।

পুরাকালে অতিঘোষা নগরীতে রতিসোম নামক রাজার কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ নামে দুইটি পুত্র ছিল। ১৪।

অর্থী জনের কল্পবৃক্ষসদৃশ কৃতজ্ঞ কৃপাবশতঃ দিবারাত্র সর্ব্বদাই নিজ রত্নাভরণ সকল উন্মোচন করিয়া অর্থিগণকে প্রদান করিতেন। ১৫।

অকৃতজ্ঞ "অবিভক্ত পিতৃদ্রব্য আমাদের উভয়েরই সাধারণ", এই কথা বলিয়া কৃতজ্ঞদত্ত সমুদয় দ্রব্য কাড়িয়া লইত। ১৬।

তৎপরে মতিঘোষ নামক রাজা জনকল্যাণিকা নামে নিজ কন্যাকে বাক্য দ্বারা শ্লাঘনীয় কৃতজ্ঞকে দান করিলেন। ১৭।

অতঃপর কৃতজ্ঞ নিজ উপার্জ্জিত ধন দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রবহণে আরোহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিলেন। ১৮।

তখন দুর্জ্জন অকৃতজ্ঞও বিদ্বেষ এবং লোভবশতঃ রত্নার্জ্জনে উদ্যত ও সমুদ্রগামী কৃতজ্ঞের অনুসরণ করিল। ১৯।

তৎপরে বণিক্‌গণপূর্ণ প্রবহণ বায়ুর আনুকূল্যে ক্রমে ক্রমে অভিলষিত দ্বীপে উপস্থিত হইল। ২০।

ঐ সকল বণিক্‌গণ রত্নরাশিলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া স্বদেশে যাইতে উদ্যত হইলে, কৃতজ্ঞ পৃথিবী-রাজ্যের তুল্যমূল্য পঞ্চশত রত্ন গ্রহণ করিয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ২১-২২।

তৎপরে রত্নভারাক্রান্ত বৃহৎ প্রবহণটি দুর্নীতি দ্বারা যেরূপ ঐশ্বর্য্য ভগ্ন হয়, তদ্রূপ মহাবায়ুর আঘাতে ভগ্ন হইল। ২৩।

তৎপরে কৃতজ্ঞ কাষ্ঠফলক অবলম্বনে জীবন লাভ করিয়া নিমজ্জমান অকৃতজ্ঞকে পৃষ্ঠে বহন পূর্ব্বক তীরে আসিয়া উঠিলেন। ২৪।

অকৃতজ্ঞ করুণাময় ভ্রাতা কর্ত্তৃক ঘোর মকরালয় লইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞের অঞ্চলে সুন্দর রত্ন-সঞ্চয় দেখিতে পাইল। ২৫।

সে রত্নলোভ ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সমুদ্রতীরে পরিশ্রান্ত ভ্রাতা কৃতজ্ঞের দ্রোহ চিন্তা করিতে লাগিল এবং তিনি নিদ্রাভিভূত হইলে অস্ত্রদ্বারা তদীয় লোচন উৎপাটিত করিয়া রত্ননিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে চলিয়া গেল। ২৬-২৭।

ক্রূর অকৃতজ্ঞ কর্ত্তৃক অন্ধীকৃত, রাহুগ্রস্ত দিবাকরসদৃশ কৃতজ্ঞ পরের উপকার করিয়া নিজে এইরূপ কষ্ট পাওয়ায় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিলেন। ২৮।

অর্থিগণকে প্রদানার্থ অর্থসঞ্চয় এবং নিজ মনোরথ, এই উভয়ই আমার ব্যর্থ হইল। এখন আমি অন্ধ হইয়াছি; আমার আর জীবনে প্রয়োজন কি ?। ২৯।

অভিলষিত বিষয় না পাইয়া প্রাণ যদি ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে এই অসঙ্গত সংযোগ মরণ-ক্লেশের ন্যায় ক্লেশকর হয়। ৩০।

ধনক্ষয় হইলে মাননীয় ব্যক্তি মাননাশভয়ে বিহ্বল হয় এবং তাহার পূর্ব্বযশও বিনষ্ট হয়। ৩১।

কৃতজ্ঞ এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন এবং বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাজা মতিঘোষের নগরপ্রান্তে গেলেন। ৩২।

তথায় তিনি কিছুকাল একটি গোপালের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে একদিন রাজপুত্রী উদ্যান-বিহারে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ৩৩।

রাজপুত্রী অন্ধ কৃতজ্ঞকে রাজলক্ষণযুক্ত দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের প্রেমবন্ধনানুসারে তাঁহার প্রতি অভিলাষবতী হইলেন। ৩৪।

তৎপরে রাজপুত্রী পিতার আদেশে স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিয়া মাননীয় রাজগণের মধ্যে সেই অন্ধকেই বরণ করিলেন। ৩৫।

পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া "তুমি ভূমিপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকে বরণ করিয়াছ", এই বলিয়া তিরস্কার করায় তিনি দুঃখিত হইলেন। ৩৬।

রাজকুমারী অন্ধকে উদ্যানমধ্যে রাখিয়া প্রেম ও প্রণয়োচিত আদর সহকারে যত্নপূর্ব্বক ভোজনদ্রব্য আহরণ করিয়া তাঁহাকে দিতেন। ৩৭।

একদা রাজতনয় কৃতজ্ঞ ক্ষুধায় ম্লানমুখ হইয়া আহারের সময় উত্তীর্ণ হইলে বিলম্বে সমাগত রাজকুমারীকে বলিলেন। ৩৮।

তুমি চপলতাবশতঃ কোন বিচার না করিয়াই বিপুললোচন নৃপগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই অন্ধকে বরণ করিয়াছ। ৩৯।

নিশ্চয়ই তুমি সেই অনুতাপে আমার প্রতি অল্পাদর হইয়া এখন প্রেমের তাণ্ডব দেখাইতে উদ্যত হইয়াছ। ৪০।

তুমি অন্ধকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছ এবং স্বরূপ জনকে দেখিতে

উন্মুখী হইয়াছ। তাই আহারকাল অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিয়াছ। ৪১।

কৃতজ্ঞ এইরূপ কঠোর কথা বলিলে রাজকুমারী কম্পমানা লতার ন্যায়,ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় মধুরস্বরে বলিলেন। ৪২।

হে নাথ! কোপবশতঃ আমার প্রতি মিথ্যা আশঙ্কা করা উচিত নহে। প্রীতিপ্রবণ চিত্ত বাক্য-বাণের আঘাত সহিতে পারে না। ৪৩।

আমি তোমাকেই দেবতা বলিয়া জানি। যদি আমি শুদ্ধচিত্ত হই, তাহা হইলে সেই সত্যবলে তোমার একটি নয়ন বিকসিত হউক। ৪৪।

সত্বগুণশালিনী রাজকুমারী এই কথা বলিবামাত্র কৃতজ্ঞের একটি লোচন প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নির্ম্মল হইল। ৪৫।

তখন কৃতজ্ঞ রাজকুমারীর সত্যপ্রভাবে বিস্মিত হইয়া এবং সত্য-প্রত্যয়ে উৎসাহবশতঃ তাঁহাকে বলিলেন। ৪৬।

আমার ভ্রাতা অকৃতজ্ঞ মদীয় লোচনদ্বয় উৎপাটিত করিলে তাহার প্রতি আমার ক্রোধ, মনোবিকার অথবা পরাভব-জ্ঞান হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমার দ্বিতীয় লোচনও স্বচ্ছ হউক। এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার দ্বিতীয় লোচনটিও স্বচ্ছ হইল। ৪৭-৪৮।

তৎপরে কৃতজ্ঞ নিজ বৃত্তান্ত বলিলে রাজকুমারী তাঁহাকে যোগ্য পতি বিবেচনায় হৃষ্ট হইয়া পিতৃসন্নিধানে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। ৪৯।

অতঃপর কৃতজ্ঞ শ্বশুর কর্ত্তৃক গজ, অশ্ব ও রত্নদ্বারা পূজিত হইয়া লক্ষ্মীসদৃশী কান্তার সহিত পিতার রাজধানীতে গমন করিলেন। ৫০।

পিতৃচরণে নতশিরাঃ কৃতজ্ঞ হৃষ্ট পিতাকর্ত্তৃক প্রজাগণের অনু-মোদনে যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ৫১।

নির্লজ্জ শঠ অকৃতজ্ঞ তখন চিন্তা করিয়া কৃতজ্ঞকে প্রসন্ন করিবার ছলে পাদপতনকালে তাঁহার হিংসা করিতে উদ্যত হইল। ৫২।

কুটিলচেষ্টিত অকৃতজ্ঞ উৎকণ্ঠিত হইয়া কৃতজ্ঞকে হিংসা করিতে আসিয়াই "হা হা! আমি দগ্ধ হইলাম," এই কথা বলিয়া নরকে পতিত হইল। ৫৩।

সেই অকৃতজ্ঞই এই দেবদত্ত এবং সেই কৃতজ্ঞই আমি। জন্মান্তরেও ইহার সেই বিদ্বেষবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় নাই। ৫৪।

ভিক্ষুগণ সর্ব্বজ্ঞ-কথিত মহোপকারী এইরূপ জন্মান্তরসঞ্চিত পাতকযুক্ত দুঃখজনক দেবদত্ত-চরিত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন।৫৫।

ইতি কৃতজ্ঞাবদান নামক পঞ্চচত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ পল্লব।

শালিস্তম্বাবদান।

दानैकतानमनसां पृथुसत्त्वभाजां
उत्साहमानगुणभोगविभूतिपूतः ।
प्राक्पुण्यसञ्चयमयः कुशलाभिधानः
काले फलत्यविकलः किल कल्पवृक्षः ॥ १ ॥

যাঁহারা দানে একাগ্রচিত্ত ও মহাসত্ত্বশালী, তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত পুণ্যসঞ্চয়ময় কুশল নামক কল্পবৃক্ষ যথাকালে তদীয় উৎসাহ, সম্মান, সদ্‌গুণ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ ফল প্রসব করে। ১।

পুরাকালে ভগবান্ জিন ভিক্ষুগণসহ শ্রাবস্তী নগরীতে কোশলাধিপতির প্রধান উদ্যানে কিছুদিন বিহার করিয়াছিলেন। ২।

ত্রিভুবনের কুশলসম্পাদনে উদ্যত ভগবান্ তথায় ভিক্ষুগণকে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহাদের আদি, মধ্য ও অন্ত এই ত্রিকালেই কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। ৩।

ইত্যবসরে সাগরবাসী নাগরাজের বল, অতিবল, শ্বাস ও মহাশ্বাস নামে চারিটি পুত্র অভিরতিনাম্নী নিজ ভগিনী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সুগতকথিত অমৃতময় সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য তথায় আগমন করিল। ৪-৫।

পুরাকালে সুবুদ্ধিসম্পন্ন এই নাগপুত্রচতুষ্টয় ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়াও যত্নপূর্ব্বক ভগবান্ ক্রকুৎসুন্দ, কনকমুনি এবং কাশ্যপের ধর্ম্মদেশনা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিল। সেই পুণ্যের পরিপাকে এখন ইহারা শাক্যমুনির সম্মুখে আসিতে পারিল। ৬-৭।

নাগপুত্রগণ মনুষ্যরূপ ধারণপূর্ব্বক শাস্তার চরণে মস্তক নত করিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে, কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় আসিলেন। ৮-৯।

প্রসেনজিৎ ভগবানের পাদবন্দনার জন্য যখন সভায় প্রবেশ করেন, তখন সকলেই রাজগৌরববশতঃ পথ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু নাগরাজপুত্রগণ বর্ণাশ্রমগুরু ও সকল লোক কর্ত্তৃক অভিনন্দ্যমান রাজাকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। ১০-১১।

মানী রাজার অন্তরে নাগপুত্রগণের তাদৃশ অপমান জন্য ক্রোধোদয় হইল; কিন্তু ভগবান্ জিনের সম্মুখে অবিনয় প্রকাশ করা যায় না, এজন্য তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ১২।

রাজা নিজ পরিজনকে সঙ্কেত দ্বারা আদেশ করিলেন যে, গমনকালে ইহাদিগকে নিগৃহীত করিবে; কিন্তু নিজে নির্ব্বিকারবৎ ভাব প্রকাশ করিলেন। ১৩।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ রাজার মনোভাব জানিতে পারিয়া ধর্ম্মোপদেশান্তে হাস্য সহকারে বলিলেন। ১৪।

বিদ্বেষরূপ ধূলিপূর্ণ মনোময় মলিন দর্পণে ধর্ম্মোপদেশের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। ১৫।

যাহাদের সর্ব্বপ্রাণীতে সমতাজ্ঞান নাই এবং যাহারা কোপ ও মোহে অভিভূত হয়, তাহাদিগের উপদেশ দ্বারা কিছুমাত্র সুফল হয় না। শরীরে বহুতর দোষ বিদ্যমান থাকিলে তাহার শুদ্ধি না করিয়া ঔষধের প্রয়োগ করিলে তাহার কিছুই কার্য্য হয় না। ১৬।

রাজা ভগবৎকথিত এইরূপ যুক্তিযুক্ত ও হিতকথা শুনিয়াও নাগগণের প্রতি বিমনস্কভাব ত্যাগ করিলেন না। ১৭।

অতঃপর রাজা ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন;

কিন্তু রাজসৈন্যগণ পথরোধ করিয়া রহিল। তদ্দর্শনে নাগগণ আকাশমার্গে নিজ স্থানে চলিয়া গেল। ১৮।

নাগগণ নিজগৃহে গিয়া প্রসেনজিতের রাজ্য ধ্বংস করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। পরে তাহারা ঘোর নির্ঘাতধ্বনিযুক্ত মেঘরাশিদ্বারা আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৯।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পক্ষচারী নাগগণের মনোভাব জানিতে পারিয়া রাজাকে রক্ষা করিতে সক্ষম মৌদ্‌গল্যায়নকে আদেশ করিলেন। ২০।

তৎপরে নাগগণ রাজার উদ্দেশে বজ্রবৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; কিন্তু মৌদ্‌গল্যায়নের প্রভাবে উহা পুষ্পবৃষ্টিস্বরূপ পতিত হইল। ২১।

তখন নাগগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রবৃষ্টি ও প্রস্তরবৃষ্টি মৌদ্‌গল্যায়নের সংকল্পমাত্রে রাজভোগ্য ভোজ্যবৃষ্টিতে পরিণত হইল। ২২।

নাগগণ মৌদ্‌গল্যায়নের প্রভাবে ভগ্নোৎসাহ হইয়া চলিয়া গেলে রাজা বিপ্লবমুক্ত হইয়া সুগত-সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করি-লেন। ২৩।

রাজা ভগবানের আজ্ঞায় ভক্তিসহকারে সুসংস্কৃত ভোগ্য বস্তুদ্বারা মৌদ্‌গল্যায়নের পূজা বিধান করিলেন। ২৪।

ভিক্ষু মৌদ্‌গল্যায়ন রাজার স্বর্গোচিত বিভূতি দেখিয়া কৌতুক-বশতঃ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৫।

হে ভগবন্! কি পুণ্যবলে রাজা প্রসেনজিৎ এইরূপ সর্ব্বপ্রকার ভোগসম্পন্ন প্রভূত রাজ্য ভোগ করিতেছেন ? ২৬।

ইহাঁর ইক্ষুস্তম্ব এবং শালিস্তম্ব হইতে দিব্য পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। ইহা কি কর্ম্মফলে হইতেছে ? ২৭।

ভগবান্ জিন ভিক্ষুকর্ত্তৃক প্রণয় সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—রাজার ভোগসম্পদের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৮।

পুরাকালে এই কোশল জনপদে খণ্ড নামক একজন গুড়কার একটি প্রত্যেকবুদ্ধকে ইক্ষুরসসিদ্ধ অন্ন দান করিয়াছিল। ২৯।

সেই ইক্ষুরসান্ন ভোজন করিয়া বাতরোগগ্রস্ত প্রত্যেকবুদ্ধ তাঁহার পুণ্যবলে স্বস্থ ও প্রসন্নচিত্ত হইয়াছিলেন। ৩০।

সেই পুণ্যবান্ গুড়কারই রাজা প্রসেনজিৎ হইয়াছেন এবং সেই পুণ্যবলে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যভাগী হইয়াছেন। ৩১।

কৃতজ্ঞের উপকার, ক্রূরচেতার নিকার এবং সাধু জনের পুণ্যাংশ অত্যল্প হইলেও বহুতর হয়। ৩২।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ রাজা প্রসেনজিতের এইরূপ পূর্ব্বপুণ্যকথা বর্ণনা করিলে পুণ্যোৎকর্ষসম্পন্ন ভিক্ষু বিস্ময়ে নিশ্চল হইলেন। ৩৩।

অতঃপর রাজা ভক্তিভাবে ভগবানের অধিবাসনা করিয়া স্বয়ং উৎকৃষ্ট দেবভোগ্য ভোজ্য উপনীত করিলেন। ৩৪।

তখন নরনাথ কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট ও উৎকৃষ্ট উপচারদ্বারা পূজিত ভগবান্ তথাগতকে বলিলেন, —হে ভগবন্! আপনার প্রতি ভক্তি থাকায় আমার এরূপ পুণ্যসম্পদ্ হইয়াছে। এই কুশলরাশি কি আমার মুক্তিজনক হইবে। ৩৫-৩৬।

পূর্ণপুণ্যাভিমানী রাজা প্রসেনজিৎ বিনয়সহকারে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন। ৩৭।

হে রাজন্! এই সংসারমার্গ অনাদি ও অনন্ত। পুরুষের ক্লেশ-সংক্ষয় না হইলে কিরূপে ইহা অনায়াসে লঙ্ঘন করিবে? ৩৮।

স্বভাবতঃ দুর্গম এই সংসারমার্গ অনায়াসে লঙ্ঘন করা যায় না। মানব বহুবার এখানে চক্রাকার ভ্রমণদ্বারা গতায়াত করিয়া থাকে। কেবল যোগাভ্যাস ব্যতীত বহু শুভফলপ্রদ ধর্ম্মও সংসার-বন্ধনের কারণ হয়। কর্ম্মক্ষয় না হইলে ইহা লঙ্ঘন করা যায় না। ৩৯।

আমি সকল বিষয় হইতেই নিবৃত্ত ছিলাম। কিন্তু আমার প্রভূত

দানাভ্যাসবশতঃ পৃথিবীতে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে ধর্ম্মসংসারে বদ্ধ হইতে হইয়াছে। ৪০।

পুরাকালে বারাণসী নগরীতে ধনিক নামে একজন ধনী লোক ছিলেন। ইনি ফলপূর্ণ ছায়াবৃক্ষের ন্যায় অর্থিগণের তাপনাশক ছিলেন। ৪১।

একদা দুর্ভিক্ষে বহু লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং অত্যন্ত কষ্টে লোক বিহ্বল হইলে, পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ ধনিকের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাদিগকে ভোজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ৪২।

অনল্পধনশালী ধনিক দুর্ভিক্ষস্থিতি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে উত্তম ভোগদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ৪৩।

একদা সেই পঞ্চ শত ভিক্ষুর ভোজনান্তে পুনশ্চ দুই সহস্র ভিক্ষু প্রত্যেকবুদ্ধ ভোজনার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৪৪।

তখন ধনিকের সেই দানপুণ্যবলে ক্ষয়প্রাপ্ত কোষাগার পুনর্ব্বার অক্ষয় রত্নে পরিপূর্ণ হইল। ৪৫।

এইরূপ সনাতন সুখ ও পুণ্যফল ভোগ করিয়া পরে আমি সম্যক্ সংবোধি প্রাপ্ত হইয়া শাস্তা হইয়াছি। ৪৬।

সংসারীদিগের এইরূপ কর্ম্মফলপ্রবৃত্তি পুণ্য ও পাপবেষ্টিত বলিয়া সিত ও অসিতবর্ণ বন্ধন-রজ্জুস্বরূপ হয়। এই কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে মোক্ষপদ লাভ হয়। ৪৭।

রাজা জিনকথিত এই মোক্ষকথা শ্রবণ করিয়া শান্তিকেই ক্লেশ-ক্ষয়ের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন এবং নিজের পুণ্যাভিমান ত্যাগ করিলেন। ৪৮।

ইতি শালিস্তম্বাবদান নামক ষট্চত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ পল্লব।

সর্ব্বার্থসিদ্ধাবদান।

স্বার্থপ্রবৃত্তৌ বিগতস্পৃহাণাং
পরোপকারে সততোদ্যতানাম্।
ক্লেশেষু ভীতা ব্যসনৈরনীতা
বিঘ্নৈরপীড়াকরমেতি সিদ্ধিঃ॥ ১॥

যাঁহারা স্বার্থসাধনে নিস্পৃহ এবং পরোপকারে সতত উদ্যত, তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ অক্লেশেই হয়। বিঘ্ন বা বিপত্তি জন্য কোন পীড়া হয় না। ১।

পুরাকালে ভগবান্ জিন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতকাননে অবস্থিতি-কালে ধর্ম্মব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ভিক্ষুগণকে বলিলেন। ২।

পুরাকালে সিদ্ধার্থ নামে পুণ্যবান্ এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। অন্যান্য সকল রাজারাই তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিতেন। ৩।

কালে সমুদ্রবাসী সাগর নামক নাগের পুত্র সর্ব্বার্থসিদ্ধ দেহান্তে রাজা সিদ্ধার্থের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৪।

ইনি ভদ্রাখ্য কল্পে উজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন ও সত্ত্বগুণশালী বোধিসত্ত্ব ছিলেন। ইহাঁর জন্মকালে ক্ষিতিতল সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ৫।

ইনি ধর্ম্মের ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইহাঁর যশঃ ত্রিভুবনব্যাপী ও দেবগণেরও অভ্যর্চ্চিত হইল। ৬।

একদা যুবা সর্ব্বার্থসিদ্ধ রথারোহণে উদ্যানগমনকালে সম্মুখে দেবনির্ম্মিত একটি বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। ৭।

সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল এবং তিনি সংসারের ন্যায় শরীরকেও নিঃসার স্থির করিলেন। ৮।

তখন তাঁহার উদ্যানবিহারে বিতৃষ্ণা হওয়ায় তিনি ফিরিয়া

আসিলেন। আগমনকালে পথিমধ্যে আবার তিনি কতকগুলি ক্ষীণ ও মলিনকান্তি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। ৯।

ঐ সকল ক্লিষ্ট দরিদ্রগণকে দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার উদয় হইল এবং তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—হায়! দরিদ্রেরা কিরূপ দুঃখ সহ্য করে! ১০।

দান না করিলে এইরূপ দুঃখ বহন করিতে হয় এবং এই রত্নপূর্ণ পৃথিবীতে থাকিয়াও পরপিণ্ডোপজীবী হইতে হয়। ১১।

পাপকারী জনগণের এইটিই যথার্থ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা নিজে পুরুষ হইয়াও অন্য পুরুষের নিকট দীনভাবে যাচ্ঞা করে। ১২।

অহো! ইহাদের কি দুরদৃষ্ট! ইহাদিগকে দেখিয়া সততই উদ্বিগ্ন বোধ হইতেছে। ভিক্ষা করিয়াও ইহাদের উদর পূর্ণ হয় না। ১৩।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া জগজ্জনের ক্লেশক্ষয়ে উদ্যত হইয়া পৃথিবীকে অদরিদ্র করিবার জন্য রত্নার্থী হইয়া সমুদ্র-যাত্রা করিলেন। ১৪।

দৃঢ়নিশ্চয় সর্ব্বার্থসিদ্ধ অতিকষ্টে পিতার অনুমতি লাভ করিয়া প্রবহণে আরোহণ পূর্ব্বক রত্নদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ১৫।

তথায় গিয়া তিনি প্রবহণারূঢ় বণিক্‌গণকে বলিলেন যে, তোমরা যথেচ্ছ ভাবে মণিসংগ্রহ কর। ১৬।

এই সামান্য রত্নে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। আমাদের ধনাগারে বৃহৎ ও উজ্জ্বল বহুতর উত্তম রত্ন আছে। ১৭।

আমি চিন্তামণি লাভ করিবার জন্য এইরূপ বিপুল উদ্যম করিয়াছি। তাহাদ্বারা আমি পৃথিবীকে অদরিদ্র করিতে ইচ্ছা করি। ১৮।

আমি শুনিয়াছি, মহাসমুদ্রে সাগর নামক নাগরাজ বাস করেন। তাঁহার গৃহে চিন্তিতার্থপ্রদ মণি আছে। ১৯।

আমি সেই চিন্তামণি সংগ্রহের জন্য বিষম পথ লঙ্ঘন করিয়া যাইব। ধৈর্য্যশালী ও অধ্যবসায়ীর পক্ষে কিছুই দুর্গম নহে। ২০।

যদি আমার পরোপকারার্থে এই উদ্যম সত্য হয়, তাহা হইলে আমার অভাবে তোমাদের কোনরূপ বিপদ্ হইবে না। ২১।

সত্ত্ববান্ রাজপুত্র এই কথা বলিয়া স্থিরনিশ্চয় হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ২২।

তিনি সপ্তাহকাল গুল্‌ফমাত্র জলবিশিষ্ট পথ অতিক্রম করিলেন। পরে সপ্তাহকাল জানুপরিমিত জলবিশিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় সপ্তাহকাল পুরুষপরিমিত জল অতিক্রম করিলেন। ২৩।

তৎপরে অষ্টাবিংশতি দিন পুষ্করিণী-পরিমিত জলমার্গে গমন করিয়া ঘোরাকার দৃষ্টিবিষ বিষধরগণকে দেখিতে পাইলেন। ২৪।

তিনি তখন মৈত্রীযুক্ত মনের দ্বারা তাহাদিগকে বিষহীন করিয়া, ক্রূর ও কোপনস্বভাব যক্ষগণ-বেষ্টিত যক্ষদ্বীপে গমন করিলেন। ২৫।

তথায় তিনি মৈত্রীগুণ দ্বারা যক্ষগণকে ক্রোধহীন করিলেন। তখন যক্ষগণ কুমারের বিপুল উৎসাহ-দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,—হে কুমার! আপনি নিজ সত্ত্বগুণবলে ও এইরূপ সামর্থ্যবলে সমৃদ্ধিশালী নাগরাজভবনে উপস্থিত হইয়া কালক্রমে সম্যক্ সংবুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। আমরা আপনার অনুযায়ী শ্রাবক হইব। ২৬-২৮।

রাজপুত্র যক্ষগণকথিত এই কথা অভিনন্দন করিয়া রাক্ষসগণ-বেষ্টিত ভীষণ রাক্ষসদ্বীপে গমন করিলেন। ২৯।

এখানেও তিনি রাক্ষসগণকে ক্রূরতাহীন করিয়া তাহাদের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে রাক্ষসগণ তাঁহাকে নাগেন্দ্র-সম্মুখে উপস্থিত করিল। ৩০।

তিনি তখন ঐশ্বর্য্যে উজ্জ্বল এবং নানাপ্রকার উৎসবপূর্ণ সুখময় নাগভবনে দুঃখার্ত্তের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ৩১।

স্বভাবতঃ সদয়হৃদয় রাজকুমার সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সম্মুখে নাগকন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি জন্য রোদনধ্বনি হইতেছে। ৩২।

তখন নাগকন্যা হৃদয়াসক্ত শোকোম্মার সূচক দীর্ঘনিশ্বাসদ্বারা অধরকান্তি ম্লান করিয়া তাঁহাকে বলিল। ৩৩।

গুণবান্, কমললোচন, জনপ্রিয় নাগরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৪।

এজন্য সুখোৎসব নিবৃত্ত হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিক্ রোদনধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। ৩৫।

তিনি নাগকন্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বদেশদর্শনে উৎফুল্ল-হৃদয় হইয়া নাগরাজের নিকট গেলেন। ৩৬।

নাগরাজ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং প্রিয়ার সহিত "এস পুত্র! এস," এই কথা বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। ৩৭।

কি জন্য মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ হইয়াছে এবং এখানে আগমনের কারণ কি, নাগরাজ এই সকল কথা তাঁহার মুখে অবগত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন। ৩৮।

হে পুত্র! এই চিন্তামণিটি আমার মস্তকের ভূষণ। ইহা তুমি গ্রহণ কর। আমি তোমার সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি না। ৩৯।

তুমি জগতের উপকার-কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় মণিটি আমায় প্রত্যর্পণ করিবে। নাগরাজ এই কথা বলিয়া নিজ মস্তকস্থিত দিব্য চূড়ারত্নটি উন্মোচন করিয়া কুমারকে দিলেন। ৪০।

কুমার সূর্য্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন চিন্তামণিটি গ্রহণ করিয়া ও নাগ-রাজকে প্রণাম করিয়া সহর্ষে প্রবহণের নিকট গেলেন। ৪১।

তখন সমুদ্র-দেবতা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুমারকে দেখিয়া বলিলেন,—হে সাধো! তুমি কিরূপ চিন্তামণি পাইয়াছ, দেখি। ৪২।

সরলচেতা কুমার সমুদ্র-দেবতার প্রার্থনায় পাণিপদ্ম প্রসারণ করিয়া মণিটি তাঁহাকে দেখাইতেছেন, এমন সময়ে দেবতা তাহা গ্রহণ করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ৪৩-৪৪।

অতিকষ্টে লব্ধ রত্নটি সমুদ্রে পতিত হইল দেখিয়া রাজকুমার নিজ দৃঢ় উদ্যোগের বৈফল্য হেতু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন। ৪৫।

অহো! তুমি বিনীতাকারে মৃদুবাক্য বলিয়া বিদ্বেষবশতঃ এরূপ পাপকার্য্য করিয়াছ। ইহা ভাল হয় নাই। ৪৬।

যে ব্যক্তি পরের উৎকর্ষ দেখিয়া ক্লেশ বোধ করে, সে নিজ শীতল দেহ অগ্নিশিখায় তাপিত করে। ৪৭।

পরের উৎকর্ষ দেখিয়া যিনি প্রীত হন, এরূপ সত্ত্বগুণবান্ লোকের যশ দ্বারা ত্রিভুবন ধবলিত হয়। ৪৮।

হে দেবি! আমার রত্নটি আমায় প্রত্যর্পণ কর। এরূপ পাপ-কার্য্য হইতে বিরত হও। সাধু জনের কার্য্য নিন্দনীয় হওয়া উচিত নহে। ৪৯।

যদি তুমি লোভ, প্রমাদ বা বিদ্বেষবশতঃ রত্নটি না দেও, তাহা হইলে আমি তোমার আশ্রয়স্থান এই জলধিকে শোষণ করিব। ৫০।

কুমার পুনঃ পুনঃ এইরূপ কথা বলিলেও সমুদ্রদেবতা যখন রত্ন প্রত্যর্পণ করিলেন না, তখন তিনি নিজপ্রভাবে সমুদ্র শোষণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ৫১।

তিনি ধ্যানাসক্ত হইলে ইন্দ্রের বাক্যানুসারে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত একটি পাত্র সহসা তাঁহার হস্তে আবির্ভূত হইল। ৫২।

তিনি অগস্ত্যের অঞ্জলিসদৃশ সেই পাত্রদ্বারা সমুদ্রজল আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। ৫৩।

অদ্ভুতকারী রাজকুমার সমুদ্রের সমস্ত জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিঃশেষ করিলে দেবগণ কর্ত্তৃক ভৎর্সিতা সমুদ্রদেবতা ভীতা হইয়া মণিটি কুমারকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ৫৪।

রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন মহাজনের নিষ্কপট প্রভাব এবং মন্ত্র ও তপস্যার প্রভাব তত্ত্বতঃ কে জানিতে পারে ? ৫৫।

সমুদ্র বহুদূরবিস্তৃত, অপার জলের আধার, উত্তাল তরঙ্গাবলী-পরিব্যাপ্ত এবং রত্নের আকর বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু মহাপুরুষ-গণের প্রভাব সমুদ্র অপেক্ষাও গম্ভীর ও অপ্রমেয় ; ইহার বিষয় চিন্তা করিলে বুদ্ধি বিস্ময়সাগরে প্লাবিত হয়। ৫৬।

তৎপরে রাজকুমার চিন্তামণি লাভ করিয়া নিজ সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ নগরে গমন করিলেন। ৫৭।

তিনি কৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহার পিতা হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন এবং কুমার রত্নটি ধ্বজাগ্রে নিহিত করিয়া জনগণসমক্ষে বলিলেন যে, আমি যদি পরোপকারার্থে এরূপ যত্ন করিয়া থাকি, স্বার্থের জন্য যদি না হয়, তাহা হইলে এই সত্যবলে জগদ্বাসী সকল লোক অদরিদ্র হউক। ৫৮-৫৯।

সত্বনিধি ও দীনদয়ালু রাজকুমার এই কথা বলিবামাত্র পৃথিবীতে অপর্য্যাপ্ত রত্নবৃষ্টি নিপতিত হইল। ৬০।

সেই ভাস্বর রত্নকান্তিদ্বারা চতুর্দ্দিকের জনগণের দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার নিঃশেষভাবে বিদূরিত হইল। ৬১।

যে সকল দীন জনগণ আশাবশতঃ ধনিগণের বহির্বাটীতে গিয়া, দৌবারিকগণের হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক শোকে দেহত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিত, এমন তাহা-

দিগের গৃহে রাশীকৃত মণির কিরণে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইল। ৬২।

তৎপরে কুমারের আজ্ঞায় চিন্তামণি পুনশ্চ নাগরাজের নিকট চলিয়া গেলে এবং সমস্ত লোক দৈন্যবর্জিত হইলে দানরসিক জনগণের চিত্ত যাচকাভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ৬৩।

যিনি রাজপুত্র সর্ব্বার্থসিদ্ধ ছিলেন, এখন তিনিই অন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন এবং আমিই সেই ব্যক্তি। ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। ৬৪।

ইতি সর্ব্বার্থসিদ্ধাবদান নামক সপ্তচত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ পল্লব।

হস্তকাবদান।

मत्तेभकुम्भोच्चकुचाभिरामाः कर्पूरहारांशुविलासहासाः।

प्रीतिप्रदाः पुण्यकृतां भवन्ति प्रौढ़ा युवत्यश्च विभूतयश्च॥ १॥

মদমত্ত হস্তীর কুম্ভসদৃশ উত্তুঙ্গ স্তন-শোভিত এবং কর্পূরহারের কিরণের ন্যায় শুভ্র হাস্যযুক্ত প্রৌঢ় যুবতীগণ ও সম্পদ্ পুণ্যবান্ জনগণের প্রীতিসাধক হয়। ১।

ভগবান্ তথাগত যখন শ্রাবস্তী নগরীতে উদ্যানে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুপ্রবদ্ধ নামে একজন ধনশালী গৃহস্থ ছিলেন। ২।

হস্তক নামে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিপাত্র একটি পুত্র হইয়াছিল। হস্তক যেন মূর্ত্তিমান্ পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যরাশিস্বরূপ ছিল। ৩।

হস্তকের জন্মদিনে আশ্চর্য্যভূত একটি সুবর্ণময় মহাকুঞ্জর উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪।

সেই গজেন্দ্র, কুমার হস্তক, তদীয় পিতার মনোরথ এবং জনগণের কৌতুক, এইগুলি সকলই একযোগে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৫।

চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধমান কুমার কালক্রমে সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠিলেন এবং পরমসুন্দর ও সকলের প্রিয় হইলেন। ৬।

ক্রমে কুমার হস্তক যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট এবং বাহুদ্বয় স্তম্ভসদৃশ হওয়ায় তিনি মনোভবের ক্রীড়াস্থান হইয়া উঠিলেন। ৭।

একদা হস্তক সহজাত সূক্ষ্মবস্ত্র-চিহ্নিতা, লাবণ্য-ললিতমুখী ও দীর্ঘনয়না, উদ্যানবিহারের জন্য সমাগতা চীরব-কন্যানাম্নী রাজা প্রসেনজিতের কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। ৮-৯।

কুমার অক্লিষ্টকান্তি ও নবযুবতী রাজকুমারীকে দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও কামের বশীভূত হইলেন। ১০।

তিনি ভাবিলেন,—অহো! রাজকুমারীর এই কমনীয় শরীর কি অদ্ভুত! ইহাঁর মুখমণ্ডল যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতেছে। ১১।

বন্ধূকপুষ্পসদৃশ ইহাঁর সুদৃশ্য অধর অনুপম লাবণ্য ধারণ করিতেছে। বিদ্রুম-পল্লব ও বিম্বফলের শোভা ইহাঁর নিকট পরাজিত হইয়াছে। ১২।

ইহাঁর মুখ শশধরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। ইহাঁর কান্তি সুধাকে পরাজিত করিতেছে। ইহাঁর দৃষ্টি উৎপলবনের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে। ইহাঁর দেহ মন্মথ-সঙ্গমের যোগ্য; এজন্য ইহাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া রতির সাপত্ন্য-ভয় উদিত হওয়ায় দিন দিন তাঁহার বিলাস-তরঙ্গ শুষ্ক হইতেছে। ১৩।

ইহাঁর স্তনদ্বয় অত্যুন্নত ও কঠিন। ইহা দেখিলে বিবেকহীন হইতে হয়। এরূপ দোষ সত্ত্বেও গুণযুক্ত হার ইহাঁতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য। ভ্রমরপংক্তি যেন ভ্রূরূপে পদ্মভ্রমে ইহাঁর মুখ আশ্রয় করিয়াছে। ইহাঁর নয়নদ্বয় কি প্রশস্ত, ইহা দেখিয়া মুনিগণেরও মন লীন হয়। ১৪।

কুমার হস্তক এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে রাজকুমারীও কুমারের কন্দর্পসদৃশ দেহকান্তি দেখিয়া বিস্ময়ে নিশ্চল হইলেন। ১৫।

তখন কামদেব হাস্য করিয়া কুমারীর লজ্জারূপ বস্ত্র হরণ করিয়া লইলে, তাঁহার দেহ নব রোমাঞ্চদ্বারা কণ্টকিত হইতে দেখা গেল।১৬।

নবাভিলাষে অবরুদ্ধা হইলেও লজ্জাবশতঃ নিবর্ত্তিতা রাজকুমারী নিজ মন কুমারের নিকট রাখিয়া শূন্যের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ১৭।

কুমারী রাজধানীতে গিয়া লজ্জা, বিস্ময় ও কামবশতঃ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার ন্যায় যেন মলিন ও কৃশবৎ হইলেন। ১৮।

কুমার হস্তকও কামোদ্ভব হওয়ায় নিজগৃহে গিয়া অনবরত সেই চন্দ্রমুখীর চিন্তায় কেবল সেই চিত্রই দেখিতে লাগিলেন। ১৯।

তিনি কুমারীকে মনোনীত সর্ব্বস্ব ধনের ন্যায় এবং স্মরবিদ্যার ন্যায় বিবেচনা করিলেন ; কিন্তু চক্রবর্ত্তী রাজার কন্যা তাঁহার পক্ষে দুর্লভ জ্ঞানে মনে মনে চিন্তা করিলেন। ২০।

যিনি পূর্ব্বজন্মে বহু তপস্যা করিয়াছেন,সেই ধন্য লোকই পুণ্যবৃক্ষের লতাসদৃশ এই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। ২১।

উত্তম দান-পুণ্যফলে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। কি পুণ্যফলে তাঁহাকে লাভ করা যায়, তাহা আমি জানি না। ২২।

রাজকুমারীর মুখচন্দ্র-স্মরণ-জনিত আহ্লাদে এবং তাঁহাকে দুর্লভ জ্ঞানজন্য বিরহতাপে আমার যে কি অবস্থা হইয়াছে, জানি না। ইহা কি আমার ধৃতি বা মোহ, জীবিতাবস্থা বা মরণাবস্থা, বুঝিতে পারিতেছি না। ২৩।

নিশাপতি রাজকুমারীর মুখপদ্ম-শোভায় নির্জ্জিত হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন। মন্মথের ধনুঃ তাঁহার ভ্রূবিলাস-দর্শনে লজ্জিত হইয়া বিনত হইয়া থাকেন। পল্লবকান্তি তদীয় অধরের লাবণ্য-দর্শনে দুঃখিত হইয়া বিম্ব-ফল অধোমুখ হইয়া পৃথিবী নিরীক্ষণ করেন। ২৪।

কুমার হস্তক এইরূপ পূর্ণচন্দ্রমুখী রাজকুমারীর মুখ চিন্তা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। নিদ্রা যেন ঈর্ষ্যা-বশতই তাঁহাকে ত্যাগ করিল। ২৫।

তৎপরে তাঁহার পিতা কুমারের রাজকন্যা-দর্শন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ২৬।

তিনি কুমারকে বলিলেন,—হে পুত্র! আমরা রাজার নগরবাসী প্রজা। সেই চক্রবর্ত্তী রাজা কিরূপে তোমায় কন্যা দান করিবেন? ২৭।

মানকামী মনীষিগণ অশক্য কার্য্য করেন না, দুর্লভ বস্তু ইচ্ছা করেন না এবং অসম্ভব কথা উচ্চারণ করেন না। ২৮।

ষট্‌পদ সুলভ নিজের আয়ত্ত চূতমঞ্জরী ও চম্পক-লতায় আদর না করিয়া পারিজাত-লতা আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুঃখে শুষ্ক হইয়া থাকে। ২৯।

যদি তোমার ও রাজকুমারীর সম্বন্ধ পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে বিহিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বিনা প্রযত্নে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ৩০।

ভবিতব্যতা যাহা বিধান করে, তাহা আশাপাশে আকৃষ্ট হয় না, বিচারক্লেশে কদর্থিত হয় না এবং প্রযত্ন-ভারেও ক্লান্ত হয় না,—তাহা অক্লেশেই হয়। ৩১।

কুমার পিতার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাই যথার্থ বিবেচনা করিলেন। কিন্তু রাজকুমারীতে আসক্ত তদীয় চিত্তকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। ৩২।

তিনি হেমকুঞ্জরের নিকট তদীয় দন্তযুগল যাচ্ঞা করিলেন এবং রাজার প্রথম সন্দর্শনকালে উহাই প্রীতিপদ উপঢৌকন বিবেচনা করিলেন। ৩৩।

তৎপরে পুণ্যবান্ হস্তী তাঁহাকে দন্তযুগল প্রদান করিল এবং তিনি সেই হেমময় দন্তযুগল লইয়া রাজার সহিত দেখা করিতে গেলেন। ৩৪।

কুমার রত্নভূষিত রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক রাজার প্রীতির জন্য সুবর্ণময় দন্তযুগল তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৩৫।

রাজা বিখ্যাত গুণবান্ কুমারকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন

এবং তাঁহার অভিপ্রেত বস্তু প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু কুমার কিছুই চাহিলেন না। ৩৬।

রাজা কুমারের অত্যধিক আদর করিলেন। উচিতকারী, মনোজ্ঞ-চরিত, নিস্পৃহ ব্যক্তি সকলেরই প্রিয় হয়। ৩৭।

কুমার সর্ব্বদা রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য হেমকুঞ্জরের কাঞ্চনময় অঙ্গ-সকল প্রদান করিতেন। কুঞ্জরের পুন-র্ব্বার সেই সকল অঙ্গ উদ্ভূত হইত। ৩৮।

রাজা কুমারের সেবায় প্রীত হইয়া চিত্তপ্রসাদের বোধক মুখকান্তি ধারণ পূর্ব্বক কুমারকে বলিলেন। ৩৯।

প্রভূত স্বুবর্ণ উপঢৌকন দিয়া এরূপ গুরুতর সেবা আমি ইচ্ছা করি না ; কারণ, পুরবাসী প্রজাগণ রাজারই প্রতিপাল্য। ৪০।

প্রজাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কাঞ্চন দ্বারা আমার অধিক কি প্রীতি হইবে? তোমার এই সুন্দর ও গুণযুক্ত আকৃতিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ৪১।

ভূষণতুল্য পুরুষ-রত্নে লোভই শোভা পায়। রাজগণের কোশাগারে কত হেমরাশি ও রত্নরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। ৪২।

তোমার অভিলষিত কি বস্তু তোমাকে দিব, বল। তোমাকে সমগ্র কোশাগারের ধন প্রদান করিলেও তাহাতে আমার অনুতাপ হইবে না। ৪৩।

রাজগণের দৃক্পাতমাত্রে যদি প্রচুর ধন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিরর্থক রাজসেবা দ্বারা কি ফল হইবে? ৪৪।

রাজা এই কথা বলিলে কুমার হস্তক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্‌! রাজা ভিন্ন অন্য কে দান করিতে পারে? ৪৫।

আপনি প্রার্থিত না হইয়াও বিবুধগণকে বহু রত্ন প্রদান করেন। এরূপ রত্নদান দ্বারা আপনি রত্নাকর সমুদ্রের বিখ্যাত যশঃ বিলুপ্ত করিয়াছেন। ৪৬।

যাহাদের উচ্চ আশা, তাহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেও তাহাদের আশা পূর্ণ হয় না। ক্ষুদ্র লোক যাহা ঐশ্বর্য্য বলিয়া বোধ করে, মহৎ লোকের পক্ষে তাহাই দারিদ্র্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ৪৭।

আপনার ভুজবলে পালিত প্রজাগণ ধর্ম্মমার্গে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের দারিদ্র্য নাই ; ইহারা ধন প্রার্থনা করে না।৪৮।

আমরা ধনার্থী নহি এবং ধনাশায় রাজসেবা করি না। যাহারা ধনার্থী, তাহাদের পক্ষে ধন আদরণীয় হয়। সম্মানই মনস্বিগণের ধন। ৪৯।

দেব-সেবায় প্রদত্ত পুষ্প যেরূপ গন্ধাদিহীন হইলে নির্ম্মাল্যভাব প্রাপ্ত হইয়া পথে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কেহই তাহাকে স্পর্শ করে না, তদ্রূপ সদ্‌গুণাদি ত্যাগ করিয়া কেবল ধনার্থে যাহারা রাজসেবা করে, তাহারাও পরে দৈন্যাবস্থা হইলে পথে বিচরণ করিয়া বেড়ায় ; সাধু জন তাহাদিগকে স্পর্শও করেন না। ৫০।

যাচ্ঞা দ্বারা দৈন্য ও অবসাদপ্রাপ্ত জীবনাপেক্ষা মরণই ভাল। যাচক সকল লোকেরই অবমাননার পাত্র এবং সৎকারযোগ্য শবতুল্য। কুম্ভ যখন জলপ্রার্থী হয়, তখন গলে রজ্জুবদ্ধ হইয়া গভীর অন্ধকারময় কূপমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মনুষ্যও প্রার্থী হইলে মোহান্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। ৫১।

ধন-সম্পদ্ অতি সামান্য বস্তু। উহা ধীমান্‌গণ কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা সহজেই লাভ করিতে পারেন। হৃদয়ে যদি সন্তোষ না থাকে, তাহা হইলে নিধানপূর্ণ ভূমি লাভ করিয়াও প্রীতি হয় না। চিত্তপ্রসাদযুক্ত এবং রজোগুণবর্জ্জিত হেমসাধ্য বহু কার্য্য আছে। সেবা দ্বারা দেহ বিক্রয় করা কাহারও মনোনীত নহে। ৫২।

রাজা উন্নতমনাঃ কুমারের এই কথা শুনিয়া সমাদর সহকারে বলিলেন,—অন্য যাহা কিছু তুমি চাও, তাহা গ্রহণ কর। ৫৩।

উচিত ও চাতুর্য্যযুক্ত আলাপ কর্কশ হইলেও সকলের প্রিয় হয়। কৃপণ ব্যক্তি কোমল ও মধুর বাক্য বলিলেও উহা কর্ণশূলবৎ হয়। ৫৪।

ঔদার্য্যগুণে পরিতুষ্ট রাজা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় কুমার বলিলেন,—হে রাজন্! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার কন্যাটি আমাকে প্রদান করুন। ৫৫।

কুমার হস্তক এই কথা বলিলে রাজা সন্দেহ-দোলায় আরূঢ় হইয়া 'কল্য এ কথার উত্তর দিব', এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫৬।

তৎপরে রাজা কুমারকে বিদায় দিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন,—আমি অত্যধিক প্রসাদবশতঃ একটা চপলতা করিয়াছি। ৫৭।

চক্রবর্ত্তী রাজার বংশসম্ভূতা কন্যা বহু পুণ্যবলে প্রাপ্ত হয়। সাধারণ গুণ মাত্র দেখিয়া কিরূপে আমি একজন পুরবাসীকে কন্যা দান করি? ৫৮।

দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পরে অনুতপ্ত হইতেছি। আমার ধন সত্ত্বে কিরূপে অর্থীর পক্ষে নিষ্ফল হইব? ৫৯।

কল্য প্রাতে যখন হস্তক আসিবে, তখন কিরূপে আমি তাহার মুখ দেখিব। সে আমার প্রিয় হইলেও এই দুর্লভ ইচ্ছায় অপ্রিয় হইয়াছে। ৬০।

মনুষ্য গুণবান্ হইলেও যতক্ষণ 'দেহি' শব্দ না বলে, ততক্ষণই লোকের প্রিয় হয়। ইহা স্বভাবসিদ্ধ। ৬১।

মহামাত্য সন্দেহ-দোলারূঢ় রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সময়োচিত কথা বলিলেন। ৬২।

রাজগণের বুদ্ধি প্রায়শঃ পরিণাম বিবেচনা না করিয়াই হঠাৎ একটা অভিপ্রেত বস্তুতে আদরবতী হয়। ইহা স্বাভাবিক। ৬৩।

হস্তক এই দুর্লভ বস্তু প্রার্থনাবশতঃ রাজসেবা প্রবৃত্ত হইয়া লব্ধ-প্রকৃতি যেরূপ গুণরাশিকে বিনাশ করে, তদ্রূপ তাহার হেমময় হস্তীটি বিনষ্ট করিয়াছে। ৬৪।

সে যখন কন্যার্থী হইয়া পুনর্ব্বার আসিবে, তখন আপনি তাহাকে বলিবেন যে, তুমি হেমময় হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিলেই আমার কন্যা লাভ করিতে পারিবে। ৬৫।

সে নিজহস্তে হস্তীটি উৎকৃত্ত করিয়াছে। এখন আর তাহার হেমময় হস্তী নাই। হেমহস্তীর অভাবে সে লজ্জাবশতঃ আর আসিবে না। ৬৬।

রাজা অমাত্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই যুক্তিই আশ্রয় করিলেন এবং পরদিন কুমার উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সেই কথাই বলিলেন। ৬৭।

কুমার হস্তকও গৃহে গিয়া বিবাহোচিত মঙ্গল-কার্য্য সমাধা করিয়া হেমময় হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক স্বজনগণসহ রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬৮।

রাজা স্বর্ণময় হস্তীতে আরূঢ় কুমার আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে অত্যাশ্চর্য্য বৈভবযুক্ত পুণ্যবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিলেন। ৬৯।

তৎপরে রাজা কৌতুকবশতঃ উৎসাহ সহকারে সেই হেমবিগ্রহ হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন। ইন্দ্র সুমেরু-পর্ব্বতে আরোহণ করিলে যেরূপ শোভা হয়, তখন রাজারও তদ্রূপ শোভা হইল।৭০।

রাজা কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন সত্য, কিন্তু হেম-কুঞ্জর চলিল না। পরে কুমার আরোহণ করিয়া আসন অলঙ্কৃত করিলে পুনর্ব্বার কুঞ্জর চলিতে লাগিল। ৭১।

রাজা কুমারের প্রভাব দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে দেবতা

জ্ঞান করিয়া ধন্যজ্ঞানে কামশ্রীসদৃশ নিজ কন্যা প্রদান করিলেন। ৭২।

রাজা কন্যা-রত্নদ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ কুমারকে পূজিত করিয়া হর্ষভরে উৎসব-কার্য্য সমাধা করিয়া সুধা-সিন্ধুর ন্যায় আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ৭৩।

তৎপরে কুমার হস্তক দয়িতাকে গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। তখন অনঙ্গের ধনুরাকর্ষণ জন্য পরিশ্রম সফল হইল। ৭৪।

কুমারের সম্ভোগযোগ্য নবযৌবনে নববধূ-সমাগম হওয়ায় প্রতিদিন বিভবযুক্ত নব নব উৎসব হইতে লাগিল। ৭৫।

তৎপরে একদা রাজা প্রসেনজিৎ নিজ রাজকার্য্য সমাপনান্তে জামাতার পুণ্যপ্রভাবের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে চিন্তা করিলেন।৭৬।

অহো! কুমারের স্বর্গীয় প্রভাব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সামান্য পুণ্যের পরিপাকে এরূপ ফল হয় না। ৭৭।

ইহাঁর বংশ লক্ষ্মীর চিরনিবাসস্থান। ইহাঁর সৌন্দর্য্য-লহরী চন্দ্রের সৌন্দর্য্যগর্ব্ব নষ্ট করিয়াছে। সম্ভোগযোগ্য নব যৌবন, ভূষণসদৃশ বহু সদ্গুণ এবং পুণ্যোদ্যানের পুষ্পবিকাশসদৃশ মনোজ্ঞ যশঃ ইহাঁর বহু পুণ্য সূচিত করিতেছে। কোন্ পুণ্যের পরিণামে এরূপ বৈভব হইয়াছে, জানি না। ৭৮।

রাজা বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া কৌতুকাকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য অভিলাষ করিলেন। ৭৯।

তিনি মনের দ্বারা প্রথমেই তথায় গিয়াছিলেন, এখন জামাতা ও কন্যাকে আহ্বান করিয়া সচিবগণ সহ ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। ৮০।

জেতবন দৃষ্টিগোচর হইলে তথা হইতে বাহন পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে গমনপূর্ব্বক রাজা ভগবান্‌কে দর্শন করিলেন। ৮১।

তিনি ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া তদীয় পাদপদ্ম-স্পর্শে শিখামণি পবিত্র করিয়া নম্রভাবে কন্যা ও জামাতার কথা নিবেদন করিলেন। ৮২।

তৎপরে সকলে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮৩।

ভগবন্! পরমসুন্দর এই কুমার কি পুণ্যফলে এরূপ গুণবান্ হইয়া সুবর্ণময় হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন। ৮৪।

চীবরকন্যা নাম্নী এই মদীয় কন্যা ইহাঁর নববধূ হইয়াছেন। কি পুণ্যফলে ইনি কুমারের জীবনাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছেন। ৮৫।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! পুণ্যফলে লোকের ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে। ৮৬।

এ সংসারে যাহা উদার, যাহা শোভনীয়, যাহা অদ্ভুত এবং যাহা লোকের স্পৃহণীয়, তৎসমুদয়ই পুণ্যফলে হইয়া থাকে। ৮৭।

পুরাকালে বিপশ্যী নামক সুগত জনগণের প্রতি কৃপাবশতঃ ভিক্ষুগণসহ রাজা বন্ধুমানের নগরে বিচরণ করিতেছিলেন। ৮৮।

সেই সময়ে তথায় একটি বালক ও বালিকা পথে একটি কাষ্ঠময় হস্তী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। ৮৯।

তাহারা তপ্তকাঞ্চনকান্তি, প্রফুল্ল পদ্মসদৃশ করুণা-স্নিগ্ধলোচন ভগবান্ বিপশ্যী সম্মুখে আসিতেছেন দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই ক্রীড়োপকরণ কাষ্ঠময় হস্তীটি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া প্রণাম করিল।৯০-৯১।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহাদের মনোরথ জ্ঞাত হইয়া দয়া পূর্ব্বক সেই কাষ্ঠময় হস্তীতে পাদস্পর্শ করিলেন। ৯২।

ভগবানের দৃষ্টিপাতে তাহাদের চিত্তপ্রসাদ হইল এবং তাহারা পরস্পর বিবাহ করিবার জন্য প্রণিধান করিল। ৯৩।

কুমারের মনে ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমার যেন সৎকুলে জন্ম ও যথোচিত ঐশ্বর্য্য এবং হেম-হস্তী বাহন হয়। ৯৪।

কন্যাটি ভগবানের দেহসংলগ্ন সুন্দর চীবরদ্বয় দেখিয়া মনে ইচ্ছা করিল যে, আমি যেন চীবরযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করি। ৯৫।

সেই বালকই প্রণিধানবলে হস্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সেই কন্যাই সূক্ষ্মচীবর-চিহ্নিতা চীবরকন্যা হইয়াছে। ৯৬।

রাজা সুগতকথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া মুকুট দ্বারা তদীয় পাদ-পদ্ম স্পর্শ করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ৯৭।

রাজা বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলে শুদ্ধবুদ্ধি কুমার হস্তক জায়ার সহিত ভগবৎকথিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিলেন। ৯৮।

তৎপরে তাঁহারা বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় সংসার-বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাদ্বারা ক্লেশ জয় করিয়া বিশুদ্ধ বোধি প্রাপ্ত হইলেন।৯৯।

বহু পুণ্যফলে লোকে কুশলভাগী হয় এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ভোগ করে। তাহারা অভিমত পুণ্যফল ভোগ করিয়া অন্তে নির্ম্মল শান্তি লাভ করে। ১০০।

ইতি হস্তকাবদান নামক অষ্টচত্বারিংশ পল্লব সমাপ্ত।